Men wanted her, but she couldn't be had—until that one explosive day.

জেনির অবাক কাণ্ড

অনুবাদ: উত্তম ঘোষ

boierpathshala.blogspot.com

boidownload.com

জেনির অবাক কাণ্ড

(The Undoing of Jenny)

মাইক স্কিনার

পুরুষ মাত্রই তাকে চাইত, কিন্তু তাকে পাওয়া সহজ ছিল না। কিন্তু একদিন বিস্ফোরণ ঘটলো। 'ভার্জিনিটি' যার পরম গর্ব ও সম্পদ, সেটা কিভাবে হেলায় হারালো সে। অথচ এটা রক্ষার জন্যই তার এত প্রচেষ্টা, সংগ্রাম, 'কুমারীত্ব'—যা সে প্রেমিক-লেখক নিক ভার্ডারের কাছেও বিসর্জন দিতে চায়নি। গ্রীণউইচ ভিলেজে কত কাণ্ড! জ্যাকলিন, লিলিয়াম, কণ্টি ইত্যাদির থেকে জেনি অনন্যা কেন? সেইরকম ববি আর্নল্ড বা সিল্ক লেনারের থেকে নিক ভার্ডারের তফাৎ অনেক। নিক ও জেনি পরস্পরকে চায়, কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব? জেনি যে অবাক-কাণ্ড কারখানা করে অঘটন ঘটন পটিয়সী।

বাংলা পিডিএফ ডাউনলোডের জন্য ভিজিট করুন

boierpathshala.blogspot.com

boidownload.com

Facebook.com/bnebookspdf

♥♥বইটি ভালো লাগলে হার্ডকপি কিনুন।♥♥

আমরা কোন পিডিএফ তৈরি বা সংরক্ষণ করি না, শুধু ইন্টারনেটে ছড়িয়ে থাকা পিডিএফ শেয়ার করি।

facebook.com/bnebookspdf

নিকের গোলমাল শুরু যেদিন প্রথম জেনিকে নিয়ে ব্লক হাউসে যাবার দুর্বুদ্ধি হলো।

সেটা ছিল রবিবারের রাত। সামাজিক রীতি অনুযায়ী সকলকে এরই মধ্যে—গভীর রাতেই—বাড়ি ফিরে ঘুম মারতে হবে। সোমবার সকাল থেকে আবার ঘানি ঘোরাবার জীবন শুরু। কিন্তু সব কিছু ভুলে সবাই তখন হাত-পা নাচাচ্ছে, শরীর দোলাচ্ছে, চিৎকারে মাতমাত! কমলারঙের এলোকেশীরা আছে, রয়েছে কালো পোশাকের ভূতের দল, ছাগল-দাড়ির বিট্‌নীকরাও। সম্প্রতি ভার্জিনিটি হারানো কিছু মেয়ে শিশিরভেজা চোখে তাকিয়ে। মধ্যবয়স্ক টাক মাথা ভুঁড়িওয়ালা পুরুষের দল 'ভালোবাসা' খুঁজছে, তার জন্য যা দাম দিতে হবে, মোটা মানিব্যাগে তা সযত্নে রক্ষিত। কলেজের মেয়েগুলোর উগ্র পোশাক ঝলমল করছে, আর ছেলের দল বুক খোলা সার্টের সবচেয়ে নিচের বোতামটা শুধু লাগিয়ে 'পৌরুষ' প্রদর্শনরত।

ব্লক হাউসের রাতগুলোতে সবসময় চারপাশে জল-মেশানো হুইস্কি আর আধ-পচা খাবারের গন্ধ। তার জন্য কোই পরোয়া নেহি! আজ রবিবারের রাতে বিশেষ ফূর্তি হবেই। শহরতলীতে এ হেন ক্লাব আর নেই। গুজব আছে (খুব সম্ভব ক্লাবের মালিক নিজে থেকেই সেটা ছড়িয়েছে), এই ডায়মণ্ড ক্লাব নাকি প্যারিসের ল্যাটিন কোয়ার্টার-এর সাথে তুলনীয়। সেই রকমই গুহার ধাঁচে তৈরি, বাস্তবতার রূপ ফোটাবার জন্য এখানে দেয়ালে ছারপোকার রাজত্ব, আশেপাশের গর্ত থেকে প্রায়ই ইঁদুর বেরিয়ে আসে। দেয়ালের প্লাস্টার খসে পড়ছে, টয়লেট থেকে পেচ্ছাপের কটু গন্ধ—সব মিলে ব্লক হাউসের বিশেষত্ব প্রকাশ পাচ্ছে। অদূরে ডায়াসের ওপর অর্কেস্ট্রা, বাদকের যুবদলের মধ্যে কেউ কেউ নাকি গ্র্যাজুয়েট. তারা তারস্বরে কি গান গাইছে তা কেউ শুনছে কিনা ঠিক নেই, কিন্তু সর্বশক্তি দিয়ে অঙ্গ দোলানোর চেষ্টা চলছে। ফ্লোর কাঁপছে তাদের পায়ের দাপানিতে। নাচুনে-নাচুনিরা তাদের পার্টনারদের যেন মরণ আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরছে। স্টেপিং-এর তালে অবশ্য মাথামুণ্ড নেই।

আলো বলতে কয়েকটি ফ্যাকাসে বাতি, তাতে চেনামুখও অচেনা হয়ে যায়। বেশির ভাগ নরনারী উত্তেজিত। কিন্তু তারমধ্যে কয়েকজনের দৃষ্টি যাচ্ছে একটু দূরে, যেখানে জেনি বসে আছে। দীর্ঘাঙ্গী সুন্দরী যুবতী জেনি, চুপচাপ।

অবশ্য জেনির সাথে তার প্রেমিক নিক ভার্ডার রয়েছে। কিন্তু জেনি ইতিমধ্যেই তিতি-বিরক্ত। সিগারেটের ধোঁয়া, বিয়ার আর ঘামের গন্ধ মিশে তার নিঃশ্বাস বন্ধ করে দিচ্ছে। জেনি বারবার বলছে—বাড়ি চলো।

নিক বলে—আরেকটু, কয়েক মিনিট থাকি।

—দূর ছাই! কাল্ আমার অনেক কাজ। আমি তো তোমার মতো বেকার নই।

এটা একেবারে বেল্টের নিচে আঘাত! নিক দম নিয়ে এক চুমুকে স্কচের শেষ অংশটুকু গলায় ঢালে। সত্যি, দুজনের মধ্যে তর্কের শেষ নেই! নিকের স্বপ্ন সে লেখক হবে, আর জেনি চায় নিক চাকরি করুক। ঠিক কথা, নিক জানে—চাকরি ছাড়া তাদের বিয়ে হওয়া মুস্কিল। কিন্তু, ওঃ—সেই ন'টা-পাঁচটার বন্দীদশা। হরিবল্, নিক সশব্দে খালি গেলাস টেবিলে রাখে।

একটু কেশে নিক জানায়—শোন জেনি, এইবার আমার লেখাটা বোধহয় ছাপা হবে।

—এই কথাটা নতুন কি! এই নিয়ে পঞ্চাশবার শুনলাম।

বিরক্ত জেনি তার সুন্দর কাজ-করা কালো সোয়েটারের তলার দিকটায় টান মারে। সাথে সাথে তার অত্যাশ্চর্য দুই বুক যেন সগর্বে লাফিয়ে ওঠে। জেনি সিঁড়ির দিকে ছোটে। কিন্তু ঠিক কিচেনের কাছে নিক ওকে ধরে ফেলে। ওর কোমর ধরে ঘুরপাক খেয়ে দেয়ালের গায়ে ঠেসে ধরে।

—এক মিনিট, প্লীজ।

জেনি ধমকে ওঠে—তুমি শুধু আমাকে বিছানায় পেতে চাও, তাই না?

প্রতিবাদের সাথে সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যায় জেনি। জনের মুখের ছোঁয়া এড়াতে এপাশ-ওপাশ মুখ ঘোরায়। অবশ্য ধীরে ধীরে একটু নরম হয় সে, যুদ্ধ থামায়, এবারে দুজনের মুখে মুখ, ঠোঁটে ঠোঁট, জিবে জিব জড়িয়ে যায়। জেনি মাখনের মতো গলতে থাকে। নিক দু'হাতে তার গলা জড়ায়।

এতক্ষণে জেনি দম খোঁজে, ক্লান্ত সাঁতারুর মতো। তার কালো চোখের মণি জ্বলজ্বল করে। নিকের জ্যাকেটের নিচে হাত ঢুকিয়ে তার তপ্ত আঙুল পিঠ আঁচড়াতে শুরু করে। সার্ট ঘামে ভেজা। জেনির আঙুল পিছলে যায়, তাই নখের আঘাতে রক্ত ছোটে।

হঠাৎ ভীষণ উত্তেজিত নিক, তার মনে হলো, জেনিকে তার এখনই চাই। হ্যাঁ, এই মুহূর্তে, এইখানেই! এই দুর্গন্ধের উত্তেজক পরিবেশের মধ্যে। দেয়ালে আরও শক্ত করে চেপে ধরতে হয় জেনিকে। বুঝতে অসুবিধে হয় না, জেনির শরীরও উত্তেজনায় কাঁপছে থরথর করে. জেনির দেহ যেন একগাদা শক্ত-নরম মাংসের ঢেউ, প্রত্যেকটা পেশি খেলা করছে। নিক টের পায় তার কঠিন উরু, সরু কোমর, আর পশ্চাদদেশের দুই শক্ত গোলার্ধ।

রক্তে দোলা লাগে। তৃষ্ণার্ত দোলা। নিকের হাত এবার জেনির দুই বুকে খেলা শুরু করে—বিশাল অবিশ্বাস্য আকৃতির দুই বুক। জেনিও এখন বন্য, দুই উরু দিয়ে নিককে চেপে ধরে সে। নিকের কপালে ঘাম, বগলেও ঘাম গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। সে ভুলে গেছে এটা পাবলিক প্রেস। সে শুধু জানে তার দুই বাহুর মধ্যে ছটফট করছে এক নারী দেহ। বাকী দুনিয়া উধাও!

জেনি প্রথম প্রথম হাসছিলো, উপচে পড়া মজার হাসি যখন নিক জেনির সোয়েটারটা দুপাশের পাঁজরের ওপর তুলে ফেলেছিলো কিন্তু যখন সে জেনির ব্রা-এর হুক খুলে ফেলেছিলো, তখন তাকে চিৎকার করতে হয়েছিলো—অ্যাই নিক, এসব কি হচ্ছে। কি করছ তুমি আমায় নিয়ে! বলতে বলতে কিন্তু আবার নিকের কাঁধেই মাথা রেখেছিল। কয়েক সেকেণ্ড সে নড়তে পারে নি, কানেও কিছু শুনতে পাচ্ছিল না। ততক্ষণে শঙ্খের মতো সাদা তার দুই বুক নিকের হাতের মুঠোয়। নিকের তপ্ত ঠোঁট সেই বুকের ওপর, আর প্রাণপণ চেষ্টা হাঁটু দিয়ে জেনির শক্ত দুপায়ের মধ্যে চিড় ধরাতে!

সত্যিই নিকের কোন জ্ঞান নেই এখন:একটি মাত্র লক্ষ্য ছাড়া। জেনির বুকের দুই বৃত্ত থরথর করে কাঁপছে। নিক শুষতে চাইছে সেখানকার রস। কুমারী বুকের মধুপানে সে উন্মত্ত ভ্রমর। দুই বোঁটায় দাঁতের দংশন যেন কুসুমকলির ওপর অলির হুলের আঘাত। মিষ্টি যন্ত্রণা!

এতক্ষণ লড়াই, ক্লান্ত নিককে একটু দম নেবার জন্য থামতে হলো। সেই মুহূর্তের সুযোগে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল জেনি। সপাটে একটি চড় পড়লো নিকের মুখে। জেনির হাতের সেই চড়ে ছিটকে পড়ে দেয়ালে এলিয়ে গেল নিক, সুইং ডোরে মাথাটা ঠুকে যেতেই সে একেবারে কিচেন [illegible] মধ্যে লুটিয়ে পড়লো।

জেনি মরিয়া হয়ে ছুটছে। নোংরা জামা পরা একটা মাতাল বলল—জনকে খুঁজছ, ও ওপাশের ঘরে!

জেনি ইতিমধ্যে ডান্সারদের মধ্যে দিয়ে পালাতে চাইছে। মনে হচ্ছে—একটা ময়াল সাপ জঙ্গলের ঝোঁপের ওপর দিয়ে এগোচ্ছে। জ্বলজ্বল করছে জেনির শরীর, পশ্চাদদেশের দুই গ্লোব যেন ইলেকট্রিক মেশিনের সাহায্যে নির্দিষ্ট ছন্দে ঘুরছে। এক হাতে ঝুলন্ত ব্র্যাসিয়ার। ছুটছে জেনি।

যদিও ব্লক হাউসে আকছার নানা অদ্ভুত দৃশ্য দেখা যায়, তবু জেনির এ হেন মূর্তি সচরাচর এখানে কেউ দেখেনি। সকলের চোখের মণি ঠিকরে বেরোচ্ছে। গুঞ্জন এখন উচ্চগ্রামে আর সহসা ব্যাণ্ডের বাজনা থেমে গেছে।

নিক শেষ পর্যন্ত রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলো। টলতে টলতে কোনোমতে ডান্স ফ্লোরের কাছে এসে দাঁড়াতেই ওয়েটার তার হাতে বিল ধরিয়ে দিল।

প্রায় অন্ধ চোখ নিয়ে সে বিলের অঙ্কটা পড়ার চেষ্টা করলো, মানিব্যাগ হাতড়াতে গিয়ে বলল ঃ আমাকে কি পুরোটাই দিতে হবে নাকি?

বেয়ারা বিরক্ত—ন্যাকামি করো না। আমার অনেক কাজ আছে।

—সরি!

নিক কিছু খুচরো নোট মুঠো করে তার হাতে দিল। বোঝা গেল, বিলের অঙ্কের চেয়ে কম হবেনা। বেয়ারার মুড বদলে গেল। চকচকে চোখে সে বলল ঃ আরে নিক, তোমার সাথে যে দশাশই স্প্যানিশ মুর্গিটা ছিল, সেটা এখান থেকে এমন ছুট মারল কেন? মনে হচ্ছিল, পাছায় বল বেয়ারিং বসানো রয়েছে!

রাগ সামলে নিক বলল—যার কথা বলছ, সে আমার প্রেমিকা! মাই বিলাভেড্।

বিলাভেড! বেয়ারার নোংরা হাসির শব্দটাকে পেছনে ফেলে এবার নিক রাস্তার দিকে ছুটলো।

নিস্তব্ধ পথ। মাঝে মাঝে শুধু দু-একটা গাড়ির হুস্-হাস করে ছুটে যাবার শব্দ। পুরানো ইঞ্জিনের শব্দগুলোকে অনেক সময় দমবন্ধ হওয়া মানুষের আর্তনাদের মতো শোনায়। নিক একটু থমকে দাঁড়ালো। অন্ধকারে কোন দিকে যাবে? হঠাৎ একটু দূরে দুটো ছায়া মূর্তি দেখা গেল। গলির মুখে, যেন মারামারি করছে।

—অ্যাই!

নিকের চিৎকারে গলির মুখ থেকে দুটো লোক এগিয়ে এল। দেখা গেল, তৃতীয় একজন মাটিতে পড়ে আছে। কিম্ভুত চেহারা লোক দুটোর। একজন জ্যাকেটের পকেট থেকে কি একটা বের করলো—অন্ধকারেও চকচক করছে একটা ধাতব পদার্থ।

নিক একটু পিছিয়ে গেল—এক মিনিট

দুজনের মধ্যে বেঁটে লোকটা টর্চ ফেললো নিকের মুখে। তারপর মুচকি হেসে ছুরিটা পকেটে রাখলো। পাশের লোকটাকে বলল—এ আমাদের চেনা। নিক ভার্ডার। লেখালেখি করে।

কপালের ঘাম মুছলো নিক। দুপায়ে জোর নেই। দাঁড়াতেই কষ্ট হচ্ছে। ইস্। এই সময় এক পেগ পেলে খুব ভালো হতো। কোন মতে বলল—সিল্ক, তুমি যে কোন দিন আমার হার্ট অ্যাটাকের জন্য দায়ী হবে।

সিল্ক হাসলো—না গো, তা হবে না। তুমি আমার বেস্ট খদ্দেরদের একজন। মেজাজ ঠিক নেই, ব্যবসা ভালো চলছে না।

প্রায় ছ'ফুট লম্বা সিল্ককে দেখলে মনে হবে গুণ্ডাদলের সর্দার। সেটা পুরোপুরি মিথ্যে নয়, এক সময় সেটাই ছিল প্রধান পেশা। চেহারাটার মধ্যে যে ছাপ আছে, তাতে মনে হবে ওয়ার্নার ব্রাদার্সের ১৯৩৭ -এর মারদাঙ্গার সিনেমাগুলোর কোন দৃশ্য থেকে সোজা উঠে এসেছে। এখন হোটেল চালায় আর রেসের ঘোড়ার বুকির কাজ করে। এবং সম্প্রতি একটা অভাবিত ভদ্রখেয়াল মাথায় জেগেছে—বই প্রকাশনার ব্যবসায় হাত দেবে। সুনামী পাবলিশার হবে। সেই সূত্রে নিকের সাথে তার সদ্ভাব। নিক লেখক হতে চায়।

পাশে দাঁড়ানো সঙ্গীর সাথে আলাপ করিয়ে দিল সিল্ক।

—নিক, এই আমার বন্ধু স্যামুয়েল। আয়রনম্যান। নামজাদা বক্সার। তাছাড়া কুস্তি আর ফুটবল গেম ভালই জানে। দোষ নিও না। ওকে আন্ডারগ্রাউণ্ড দুনিয়ার সাথে যোগাযোগ রাখতে হয় নানা কারণে। তাতে আমার কিছুটা সুবিধে হয় বৈকি।

—হ্যালো! স্যামুয়েল হাত বাড়ায়। হ্যান্ডশেক করে নিক, বুঝতে পারে স্যামুয়েলের হাতের পাঞ্জা বোধ হয় ইস্পাতের তৈরি।

এদিকে সিল্ক স্যামুয়েলের গুণগান করে চলেছে।

—এই যেমন ধরো—আমার নতুন পিস্তলটার ব্যাপারে। পারমিট-এর জন্য কবে থেকে অ্যাপ্লাই করে রেখেছি, কোন কাজ হচ্ছে না। স্যামুয়েল বলল—ওসব আইনকানুন ছাড়ো। কাজ নিয়ে কথা। ব্যাস্, একটা ফাইন জিনিস জোগাড় হয়ে গেল, দামও খুব একটা বেশি লাগেনি ওর খাতিরে।

পকেট থেকে এবার চকচকে পিস্তলটা বের করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখায় সিল্ক—ফুলি লোডেড!

চমক সামলে নিক জিজ্ঞেস করে—গলির মুখে পড়ে আছে কে?

—ওঃ, ওটা একটা বদমাস। অনেক দিনের বিল জমে গেছে, পেমেন্টের নাম নেই। সবাই তো নিক ভার্ডার নয়। খালি ঘোরাচ্ছে আজ একমাস ধরে। তাই স্যামুয়েলকে ডাকলাম। তবুও ভালো কথায় কাজ হচ্ছিল না দেখে.....তা ঝাড়টা একটু বেশি হয়ে গেছে। কি বলো স্যামুয়েল!

স্যামুয়েল জন্তুর মতো হাসে। ঘড়ঘড়ে গলায় বলে—না। বেশি কোথায়! দুটো দাঁত ফেলে দিয়েছি। তবে তলপেটে ঘুঁষিটা অত জোরে না মারলেই হতো। ওতেই জ্ঞান হারিয়েছে। আধঘণ্টার মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে। তোমার টাকা ঠিক মতো পেয়েছ সিল্ক?

একটা মানিব্যাগ খুলে নোট গোনে সিল্ক। খুশি মুখে বলেঃহ্যাঁ, মোটমুটি। আর অল্প কিছু বাকি রইলো। সেটা দেখা যাবে।

স্যামুয়েল হাসে—সেটাও পাবে, যা শিক্ষা পেয়েছে। তা, আমার কমিশন?

—অব্ কোর্স। কিছু নোট এগিয়ে ধরে সিল্ক। বাবলা মেরে নিয়ে পকেটে পোড়ে স্যামুয়েল—থ্যাংকু!

নিকের কিন্তু যাবার তাড়া। কোথায় গেল জেনি? তবু হুড়োহুড়ি করে চলে যাওয়া যায় না। এদের খুশি রাখতেই হয়।

নিক বলে—কাল কি করছ?

—কাল? কিছু ঠিক নেই। তবে হ্যাঁ.....তা তোমার কাছে কি বেশ কিছু টাকা আছে, মানে উড়িয়ে দেওয়ার মতো?

নিক গা বাঁচিয়ে উত্তর দেয়—এখুনি নেই, তবে কাল বিকেলে কিছু টাকা পাওয়ার কথা আছে। যদি পাই—

—যদি পাও, ফোন করো। রেসের মাঠে যাব। এবারের বেট 'ব্ল্যাক বিগহেড্', ও জিতবেই।

—দেখি! নিক দ্বিধাগ্রস্ত।—ফোনে জানাবো। চলি।

নিক প্রায় দৌড়তে চায়। সিল্ক বাধা দেয়—এর মিনিট, নিক।

নিক থমকে যায়।

সিল্ক বলে—আচ্ছা, তোমার গার্লফ্রেণ্ডের খবর-টবর তো কিছু জানালে না। কি ব্যাপার। কত দূর?

নিক এই মুহূর্তে এসব আলোচনা চায় না। বিশেষ করে স্যামুয়েলের সামনে। তবু ভদ্রতা করতে হয়।

—এই তো আজ এখানে এসেছিলো। এতক্ষণ আমার সাথেই ছিল। একটু আগে গেল। কাজ আছে।

সিল্ক হাসে—বাজারে গুজব, তোমাদের ছাড়াছাড়ি হচ্ছে। যদি তাই শেষ পর্য্যন্ত হয়—

প্রচন্ড বিরক্ত নিক। কথাটা কিছুটা সত্যি, তাই রাগ বেড়ে যায়। তবু মনের ভাব লুকিয়ে বলতে হয়—সে রকম কিছু হলে তোমাকেই প্রথম জানাবো।

—অবশ্যই! সিল্ক এবার হেসে স্যামুয়েলকে বলে—নিকের গার্লফ্রেণ্ডকে দেখলে তুমিও ভির্মি যাবে। অমন এক জোরা বুব্স আমি জীবনে দেখিনি। আমরা সোফিয়া লরেন, অ্যানিটা একবার্গ নিয়ে নাচানাচি করি। তাও ছবিতে। একে যদি তুমি সামনাসামনি দেখ—উরেঃ বাস্!

সিল্ক যেন চোখের সামনে জেনির বুকের ছবি দেখতে পায়। পোশাক পরা অবস্থায় জেনির বুক দেখে হতবাক, যদি খালি গায়ে দেখত তাহলে—

নিক বলে—চলি।

দৌড়ে পালাবার আগে শুনতে পায় স্যামুয়েল বলছে—আমার সামনে একবার হাজির করো তো মাগীটাকে!

নিকের বন্ধু (?) সিল্ক চাপা গলায় বলছে—ক'টা দিন সবুর করো। ও জিনিস সামলানো ওই গরীব লেখক ব্যাটার পক্ষে সম্ভব নয়।

পরক্ষণেই আবার জেনির বুকের ছবি মানসচোখে দেখতে যাকে সিল্ক—ওঃ—ওই বিশাল সাইজ, অথচ একেবারে ক্যান্টিলিভারের মতো সোজা। মনে হবে, ল'অব্ গ্রাভিটেশন হার মেনেছে!

ঘুরে দাঁড়িয়ে কিছু বলবে ভেবেছিলো নিক। মাথাটা গরম হয়ে গেছে ভীষণ, তবু সামলে নেয়।

গলির বাইরে এসে দেখতে পায়—ওই তো জেনি! ল্যাম্প পোস্টের তলায় ছটফট করে পায়চারি করছে। কালো সোয়েটার, জীনসের প্যান্ট।

ছুটে যায় নিক—জেনি!

না, জেনি নয়। রাস্তায় শিকারের অপেক্ষায় এক কলগার্ল। দূর থেকে যে চেহারাটা আকর্ষণীয় লেগেছিলো, কাছে এসে দেখা গেল, তা নয়। সোয়েটারে নিচে প্যাড্ দিয়ে নেমে

পাওয়া বুকটাকে জোর করে উঁচু করা হয়েছে। নিকের অভিজ্ঞ চোখে তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

জেনির ব্রা পরার বিশেষ দরকারই হয় না। আর এরা—! দুঃখ হয় নিকের, মেয়েটার বয়েস বেশি নয়, জেনির চেয়ে কয়েক বছরের ছোটই হবে। কিন্তু নারীর সৌন্দর্য্য নষ্ট করাই পুরুষের ধর্ম। ক্ষুধার্ত পুরুষ একবারে খেতে চায়। তাতে বদহজম হলেও, অথচ অল্প করে বুঝে সুঝে খেলে অনেক দিন ধরে খাওয়া যায়। কে বোঝাবে?

মেয়েটি মুচকি হেসে উত্তর দিল—আমার নাম মোটেই জেনি নয়! কিন্তু তুমি চাইলে আমায় ওই নাম দিতে পার। কোন অসুবিধে নেই।

সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ে মেয়েটি।

—না।

নিক চিৎকার করে ওঠে। তারপর টাল সামলে নিজের পুরনো গাড়িটার দিকে এগিয়ে যায়। কোথায় গেল জেনি?

॥ ২ ॥

সেদিন ঠিক সকাল আটটায় নিক ভাডাকের ঘুম ভেঙ্গে গেল। জানলার কাছে এসে দাঁড়ালো নিক। থার্টি নাইন স্ট্রীটের চারতলায় নিকের এই তিনঘর বিশিষ্ট অ্যাপার্টমেণ্ট। জানলা দিয়ে পরিষ্কার বড় রাস্তা দেখা যায়। স্কাইস্ক্র্যাপারগুলো সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে। এই বিল্ডিংটার প্রত্যেকটি ফ্ল্যাটের ভাড়া খুব বেশি। গেটের বাইরে গাড়ির লাইন পড়ে যায় মাঝে মাঝে। নিক নিজের গাড়ি নিজেই ড্রাইভ করে ড্রাইভার রাখার মতো টাকা এখনও হাতে জমেনি।

কালরাতের একটা ঘোর রয়ে গেছে। সিগারেট ধরিয়ে একটা সুখটান দিয়েই কেমন যেন একটা দুঃখের অনুভূতি জাগালো। মনে হলো, সত্যি, এটা কি একটা জীবন! শুধুমাত্র একটা অস্তিত্ব বলা যায়। কি ভাবে কাটছে দিনগুলো—মদ খেয়ে, লেট-নাইটে ঘরে ফিরে, মাঝে মধ্যে ঘোড়দৌড়ের মাঠে পয়সা উড়িয়ে—আর আরও কদাচিৎ 'পুরুষদের জন্য' ম্যাগাজিনে এক-আধটা গল্প লিখে যে জীবনটা কাটছে—এর কোন মূল্য আছে কি! একটা ভাঙ্গা গাড়ি, জাগুয়ার-এক্স-কে ১০৫, চালিয়ে ঘুরতে হচ্ছে।

তবু জীবনটায় একটা মূল্যবান কিছু হয়তো পাচ্ছিলো নিক। দীর্ঘাঙ্গী সুন্দরী এবং অসাধারণ সেক্সি চেহারার এক যুবতী—যার নাম জেনি। জাগুয়ার গাড়িটার পুরোপুরি মেরামত দরকার। আর জেনির সাথে প্রয়োজন পাকাপাকি কথার! জেনি তো বিয়েই চায়।

মনে পড়ে যায়, কাল রাতে জেনি যখন ব্লক হাউস থেকে বেরিয়ে যায় তখন দুই নিতম্বের সেই মাতাল-করা দোলানি। নিকের দীর্ঘশ্বাস পড়ে। কেন যে মরতে সে এই জেনির পেছনে ছুটে চলেছে! শহরে হাজারো সুন্দরী মেয়ে রয়েছে। তবু নিক এমন একজনের পেছনে দৌড়াচ্ছে যে তার মুখ দিয়ে পাগলা কুকুরের মতো লালা ঝরিয়ে ছাড়ছে।

জেনির কায়দা বরাবর একরকম। নিক তার জামা-কাপড় খুলে নিলে সে বাধা দেয় না (অবশ্যই ফ্ল্যাটের নির্জনতায়), তার আদর গা-ভরে মেখে নেয় সে। মাখতে মাখতে যখন মনে হবে সে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে সব কিছু হারাতে প্রস্তুত, এবং যে মুহূর্তে নিক ভাববে এইবার জেনিকে পুরোপুরি কব্জা করা গেছে, ঠিক সেই চরমানন্দ লাভের পূর্বমুহূর্তে জেনি মারবে এক

প্রচণ্ড ধাক্কা—হাতের ঠেলা এবং পায়ের লাথি—আর তার পরেই সে দশ হাত দূরে পলাতকা।

আশ্চর্য্য, আজ এতদিনের সাহচর্য্যের মধ্যে একবারও নিক জেনির সাথে বিছানায় শুতে পারলো না—প্রকৃত অর্থে। জেনির এহেন আচরণ তার আত্মবিশ্বাস নষ্ট করে দিচ্ছে। রাতে ঘুম হচ্ছে না। মাঝে মাঝে সে ভাবে—দূর, অন্য একটা কাউকে বেছে নেওয়া ভালো, এই দুম্বা এক রেফ্রিজারেটারের কাছে ধর্ণা দিয়ে কি লাভ হচ্ছে!

কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার মনে পড়ে যায় সেই অসাধারণ বুক আর পশ্চাদদেশ, কোন আঘাতেই যাদের ঘায়েল করা যায় না। সিংহের থাবার শক্তি নিয়ে চেপে ধরলেও বুক জোড়া হাতের চাপ ঠেলে উঠে দাড়ায়, যেন স্প্রিং রয়েছে ভেতরে। আর নিতম্বের নৃত্য—ওঃ, নিক শুধু চিন্তা করলেই পাগল হয়ে যায়। তার মাথা ঘুরতে থাকে, আত্মগ্লানি আসে। বুঝতে পারে—এমন দেহটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো কেউ। ইস, জেনিকে এখুনি একবার পেতে ইচ্ছে করছে।

সামলে নিয়ে ফোনের রিসিভার তোলে নিক। সাবধানে ডায়াল করে।

—ডার্লিং?

—কি হয়েছে?

—তোমার সাথে একটু দরকারি কথা আছে।

—এখন ঠিক বেলা আটটা। আমি কাজে বেরিয়েছি। আমি জানি, অনেকের কোন কাজ নেই, কিন্তু আমার আছে। অথবা তুমি বোধহয় সে কথা বারবারই ভুলে যাও। আমি যেহেতু বেশ কিছু সময় তোমার সাথে নষ্ট করি, তুমি মনে করো আমিও তোমার মতো সেই অকর্মণ্যদের জগতের মেম্বার। যাই হোক, শোন বাপু, তোমার জন্য একটা খবর আছে।

—জেনি, আমি যে বললাম, তোমার সাথে কথা আছে।

—বেশ। আমি আধঘণ্টার মধ্যে তোমার ওখানে পৌঁছচ্ছি। আমি রেডি, এখুনি ট্যাক্সি ধরছি।

—কিন্তু আমি ভাবছিলাম, তোমার লাঞ্চ টাইমে যদি আমরা কথা বলি—

—সেটা তুমি ভেবে দেখ। কারণ আমার লাঞ্চ-টাইম একেবারে সুনির্দিষ্ট লাঞ্চের জন্য। তখন তোমার বানানো কথার ব্যাখ্যা শোনার জন্য আমি তৈরি থাকব না।

ফোন রেখে দেয় জেনি।

হতাশ নিক বাথরুমে ঢোকে। শাওয়ারের তলায় নিজের শরীরটাকে যেন জলে ধুয়ে সাফ করতে চায় যাতে মনের যন্ত্রণাও দূর হয়। হট শাওয়ার অর্থাৎ গরম জলে স্নান। তোয়ালে দিয়ে গা মুছে আয়নার সামনে বসে দ্রুত শেভিং সেরে নেয়। তাড়াতাড়ি ড্রেস করে, কালো প্যান্ট, হাল্কা নীল সার্টের ওপর কালো টাই। এরপর টিপটপ ভাবে বসে সিগারেট ধরিয়ে এখন শুধু জেনির জন্য অপেক্ষা।

বহু মহিলার মতে, নিক একজন আরাধ্য পুরুষ। মেয়েদের চোখে যথেষ্ট আকর্ষণীয়। একমাত্র ত্রুটি সে 'বেকার,' অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটি চাকরি না হলে ইচ্ছে থাকলেও তাকে স্বীকার করা মুস্কিল। জেনিও তাই মনে করে। তার বয়স এখন বত্রিশের বেশি নয়, লম্বা চেহারা, সুন্দর ফিগার, বুদ্ধিদীপ্ত চোখমুখ, আচরণে, কথাবার্তায় এবং মানসিকতায় একটা চার্মিং ভাব আছে, কিন্তু বেকারের পক্ষে সবগুণই বেকার।

নিকের অভ্যেস পুরনো জিনিস সংগ্রহ। ঘরের এধার-ওধার এবং দেয়ালে তার কিছু নমুনা রয়েছে। পুরোনো মার্বেল অ্যাশ-ট্রে, প্রাশিয়ান ইউনিফর্ম, পুরোনো ঘড়ির সামনে উলঙ্গ নারী মূর্তি জার্মান ল্যাম্প শেড-এ বালব্ নেই। এই সবে ঘর বোঝাই, জেনির মতে এই সবই ফালতু জিনিস। ফালতু জিনিসের ক্রেতা বা সংগ্রাহকও ফালতু মানুষ হতে বাধ্য।

স্বীকার করা উচিৎ, নিকের একটা শিল্পীসত্তা আছে। নিজের মনের তাগিদেই সে কেনে বহু পুরনো দুষ্প্রাপ্য বই, সিয়েন নদীর ধারে যেসব বুকস্টল আছে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। পেটিকোট লেন থেকে একটা পুরনো দিনের তলোয়ার, থার্ড এভিনিউ থেকে পিতলের স্ট্যাচু—এ ছাড়া ফ্রান্স-জার্মানি-ইটালীর নানারকম অদ্ভুত কিউরিও। তার অতিথি ও বন্ধুরা অবশ্য এর কোন মানে বুঝতে পারে না। শুধু একা জেনিকে দোষ দিয়ে কি লাভ?

সকাল হলেও এক পেগ ড্রিংকসের জন্য নিক এখন খুব উতলা বোধ করছে, কিন্তু এখুনি জেনি আসবে, প্রথমেই নিকের মুখের চেহারা ও নিঃশ্বাসের গন্ধ নিয়ে তার প্রতিক্রিয়া শুরু হবে। কাল রাতের হ্যাং-ওভার থেকে মুখটা এখনও স্বাভাবিক রূপ নেয়নি। সেটা আয়নাতেই বোঝা যাচ্ছে। অনেকটা ম্যালেরিয়া রোগীর মতো লাগছে। কিন্তু তার অন্যদিকগুলো—ছ'ফুট হাইট, ম্যাসকুলার চেহারা, একগোছা কোঁকড়া চুল—এসবের দিকে জেনি তাকাবেও না। নিককে দেখলে অবশ্য সত্যিই মনে হয় যেন একজন ফিল্ম অ্যাকটর। ঠিক লেখক-লেখক চেহারা নয়। অবশ্য নিক বেপরোয়াভাবে বেশ কিছু অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী লিখে চলেছে। কিন্তু লিখলে কি হবে—

ঠুং করে দরজায় বেল বেজে উঠলো। সাগ্রহে উঠে এসে কপাট খুলতেই হতাশা। তার পুরনো বন্ধু স্মিথ—আসার আর সময় পেল না! নিক স্মিথের পেছন দিকে তাকালো, লম্বা করিডোরে যদি জেনির দর্শন মেলে! কিন্তু কোথায় কে?

স্মিথ ঠাট্টা করলো—হতাশ হলে তো বন্ধু! কি করা যাবে, এই মুহূর্তে তোমার সামনে আমি ছাড়া কেউ নেই।

ধীর পায়ে ঘরে ঢুকলো স্মিথ। প্রথমেই নজর গেল টেবিলের ওপর স্কচের বোতলের দিকে। নিক কিছু বলা বা করার আগেই সে দ্রুতগতিতে ছিপি খুলে ঢকঢক করে 'র' হুইস্কি গলা ঢেলে ফেললো। চার-পাঁচ ঢোঁকের পর সে বোতল রেখে দম নিল—আঃ, দারুণ!

দরজাটা বন্ধ করে এসে নিক বলল—হঠাৎ এত খুশি কিসের!

স্মিথ দেঁতো হাসি হাসলো। গোল মুখ, মোটা গোঁফ, পাতলা চুল, সম্প্রতি চোখ খারাপ হওয়ায় চশমা নিয়েছে।

—কুড়ি হপ্তা একটানা কাজ করার পর আজ ছুটি পেয়েছি। আজ রাতে একটা হৈ-হল্লা করতেই হবে। তাই সকাল থেকেই যা পাচ্ছি, তাই নিয়ে মেতে উঠছি।

নিক একটু অবাক।

—বলো কি! এক জায়গায় টানা কুড়ি হপ্তা কাজ করেছ!

—না না, এক জায়গায় নয়। তিন জায়গায় চক্কর মারতে হয়েছে। তাতে কি খাটুনি আর একঘেয়েমি কমে?

—তা এখন কি করবে?

—এক্ষুনি চুপচাপ একবার অফিস যাব। সেখান থেকে চেক্ নেব। তারপর ব্যাঙ্কে। কুড়ি হপ্তার টাকা পকেটে নিয়ে লাফে যাব, তারপর কি করা যায় ভাবব।

—যাক, তাহলে এখনও কিছু ভাবনা—মনে, রাতটার ফ্যাঁ৩ফ্যাঁ৩ ।৮ ২৫৮ :

—হ্যাঁ, সেটাই ভাবছি।.....আসলে একটু নতুন জীবন চাইছি।

ঠিক এই সময় আবার ঠুং করে দরজার বেল বাজলো।

নিক বলল—জেনি এসেছে। আমি অপেক্ষা করছিলাম।

—তাই নাকি। স্মিথ চেয়ার ছেড়ে ছুটে গিয়ে দরজা খুললো। খুব মিষ্টি সুরে বলল—আরে বেবি, এসো এসো।

জেনি তার দিকে একবার তাকিয়ে ঘরে ঢুকলো।

—আমি বেশ দূর থেকেই গন্ধ পাচ্ছি। সাত সকালেই দুই বন্ধু কু-অভ্যাস শুরু করে দিয়েছ!

—হায় ভগবান। নিক আক্ষেপ জানালো—তোমার এই রোজ গালাগাল আর দোষ দেওয়ার কু-অভ্যাস যে শুরু হয়ে গেল সাত সকালেই! তুমি দয়া করে আমার কাছে কয়েক পা এগিয়ে এসে নিঃশ্বাস নিলেই শুধু টুথপেস্ট আর সিগারেটের গন্ধ পাবে। বুঝেছ।

জেনি শুধু বলল—ঠিক আছে।

স্মিথ বিদায় নিল—শোন ভাই, রাতের পার্টি হচ্ছে লিলির ফ্ল্যাটে। ভেবে দেখলাম, সেটাই সবচেয়ে ভালো। টুয়েলফথ্ স্ট্রীট-এ পারলে চলে এসো, তোমরা আট-টার মধ্যে পৌঁছলে ঠিক হয়। আর নিক, যদি পার একটা বোতাল নিয়ে এসো। চলি।

স্মিথের বিদায়ের পরও জেনি দাঁড়িয়ে রইলো। হাতব্যাগ দিয়ে থাই-এর উপর ঠোকা মারছিল। লাল-টপ্ কালো স্ল্যাক্স আর গান-মেটাল রঙের মোজা। গ্রীনিচ ভিলেজে থাকার সময় কেউ কেউ তার উল্লেখ করতো ঐ লম্বু মেয়েটা, অথবা 'সেই স্প্যানিশ মুর্গীটা' বলে। জেনিকে মনে হতো—ওর পেছন দুটো যেন সর্বক্ষণ চা-চা-চা নৃত্য করছে। এমন কি দাঁড়িয়ে থাকলেও সেখানে নৃত্যছন্দ। কাঁধ পর্য্যন্ত নেমে আসা চুলের গুচ্ছ 'পনি-টেল' করে বাঁধা। চোখের রঙে সবুজ আভা, সুন্দর চোখের পাতা ও চাউনি। টিকালো নাক, আর রসেভরা ঠোঁট, গায়ের রং ঝকঝকে। আসলে জেনি আইরিশ—নিউ ইয়র্কের ইস্ট-সাইডে কি করে জন্মেছিল—সে আরেক ইতিহাস।

একসময়ে জেনির চেহারার মধ্যে হয়তো একটু 'আধা-গ্রাম্য' ছাপ ছিল, কিন্তু এখন তা ধুয়ে মুছে আধুনিকা হয়ে গেছে। বিদেশি সিনেমা অভিনেত্রীরা মেয়েশরীরে যে বুক আর পশ্চাদের অত্যধিক গুরুত্ব নিয়ে এসেছে, সেই ঢেউ-এর এক সুন্দর মডেল জেনি। তার বুক জোড়া অদ্ভুত—বিশাল আয়তন, অথচ সুতীব্র উঁচু ও পাহাড়ের ভাঙা শিলার মতো সোজা, এবং সুগোল। নিপল দুটি ছোট কিন্তু তীক্ষ্ণ, মসৃণ গজালের মতো কিন্তু যেন নরম স্পঞ্জ। মুখে নিলে মনে হয় তীরের শেপের চকলেট।

জেনির গোটা বডির ওজন হবে অন্তত আশি কেজি। নিক একবার কোলে তুলতে গিয়ে 'বাপস্' বলে থেমে গেছে। তারপর সমস্ত হাতের পেশীর জোর দিয়ে মাটি থেকে চার ইঞ্চি শূন্যে তুলে এক মিনিট ধরে রাখতেই দম ফুরিয়ে এসেছিলো। অথচ অস্বীকার করা যায় না, নিক যথেষ্ট শক্তি রাখে। কিন্তু পাঁচ ফুট ন' ইঞ্চি দীর্ঘ জেনির উচ্চতা প্রায় তার সমান-সমান। তাই জেনির সামনে পুরুষের লাইন পড়বে সেটা স্বাভাবিক, কিন্তু গোড়া থেকেই পুরুষ জাতটা সম্পর্কে জেনি সাবধানী। মোটেই উদাসীন নয়, কিন্তু তার নিজের খুব কঠিন একটা পছন্দ-

অপছন্দ বোধ সদাসর্বদা রয়ে গেছে। কেউ কেউ তাকে অহংকারী ভাবে, কিন্তু স্বীকার করে—সেটা ওকে মানায়।

কিন্তু যে ধরণের পুরুষ জেনি চায়—ইনটেলেকচুয়াল টাইপ ব্যক্তিত্ব—তেমন পাওয়া মুস্কিল। তার চাই এমন এক ব্যক্তি যার মধ্যে অ্যান্টনি ইডেনের আত্মবিশ্বাস, কৃষ্ণ মেননের 'ড্যাশ' এবং জেমস ম্যাসনের মতো অভিভাষণ মিলে মিশে থাকবে। প্রথম জীবনে যেখানে তার শিক্ষা—ফর্ডহাম ইউনিভার্সিটিতে তেমন কাউকে সে পায় নি। প্রথম চাকরি জীবনে—সেভেনথ্ এভিনিউ-এ পোশাকের দোকানে 'সাইজ ফোরটিন মডেল' হয়ে কাজ করার সময়েও কাউকে চোখে পড়েনি। অবশেষে চেহারা যখন বয়সের চেয়ে ভারী হতে লাগলো, তখন সহসা নিক ভার্ডারের সাথে যোগাযোগ।

বিতৃষ্ণার দৃষ্টি নিয়ে জেনি এবার নিকের বিছানার দিকে তাকালো। অগোছাল চাদর, বই আর ম্যাগাজিন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। মনে পড়ে গেল, বহুবার রাত্রিকালে ওই বিছানার ওপরে নিক ওকে শুইয়ে ফেলে কৌমার্য্যহরণ করতে ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। এখন দিনের আলোয় সেই বিছানাটাকে চোখের সামনে দেখে তার বিদ্বেষ বেড়ে গেল। এই তো একটা জায়গা, যেখানে ভালোবাসার নামে নিক জেনিকে সর্বদা 'খুন' করতে উন্মুখ।

একটা শিহরণ জাগলো। এখানে এখন সে একা। হলোই বা দিন। এটা একটা ব্যাচেলরের অ্যাপার্টমেন্ট, হলোই বা সেই ব্যাচেলর তার ভবিষ্যতের স্বামী।

নিক বলল—আচ্ছা বেবি, কাল রাতে তুমি ওরকম করলে কেন?

—তাতে কি এলো গেল! আমি চলে যাবার পরের মুহূর্তেই তুমি একটা বেশ্যার পেছনে ছুটেছিলে। আমার বন্ধু জ্যাকলিন তোমাদের স্যান্ রেমোতে দেখেছে—একটা লালচুল রাক্ষসীর সাথে তুমি মদ গিলছিলে!

—তাই নাকি! তাহলে বলতে হয়, তোমার বন্ধু জ্যাকলিন এক সন-অব-বিচ্।

হ্যাঁ, ইংরেজিতে এই গালাগালটা লিঙ্গভেদ মানে না।

—কি! জেনির চোখে আগুন।

নিকও উত্তপ্ত—ঠিকই বলেছি। সেই লালচুল রাক্ষসী হলো লিলি, স্মিথের সাথে বহুদিন এনগেজড্, শীগগির বিয়েও হবে। আজ রাতে ওর বাড়িতে এইমাত্র তুমিও পার্টিতে নিমন্ত্রণ পেয়েছ। তুমি সবই জানো।

জানলা দিয়ে রোদ আসছে এবার। অর্থাৎ বেলা বেড়েছে।

জেনি হাতঘড়ি দেখলো।

—আমার কাজে যেতে হবে। তোমার এত কি দরকার পড়লো যে আমাকে ছুটিয়ে আনলে? বিকেল পর্যন্ত অপেক্ষা করা যেত না?

নিক উঠে এসে জেনির চওড়া কাঁধের ওপর দুহাত রাখলো।

—শোন বেবি, আমরা দুজনে কিন্তু কেউ কারুর প্রতি সুবিচার করছি না। বিশেষ করে আমরা যখন বিয়ে করব স্থির করেছি—

—তাই নাকি? জেনির মুখে বিদ্রূপের হাসি—আমাদের সম্পর্কের অ্যাজেণ্ডাতে ওই বিষয়টি এখনও টিকে আছে নাকি?

চরম তাচ্ছিল্যের সাথে জেনি মুখ ঘুরিয়ে দেয়ালের বিশাল নগ্ন নারীর ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইলো।

নিকের নজরে এখন জেনির সাইড ফেস—প্রোফাইল।

—তুমি কি শান্ত হয়ে কথাটা শুনবে, না আমাকে নন-স্টপ্ ঠুকে যাবে। শোন, এখন একটা বড় চান্স এসেছে। আমার পাণ্ডুলিপিটা প্রকাশকের পছন্দ হতে পারে, তাই তোমারও খুশি হয়ে আশা পোষণ করা উচিত। তা নয়, শুধু আমাকে—

—নিন্দেমন্দ করে যাচ্ছি...তাই তো?

জেনি সিরিয়াস।

—তাহলে বরং আমার কয়েকটা স্পষ্ট কথা শোন। টাইপরাইটার নিয়ে ঠকঠক করা আর একগাদা সুন্দর বন্ড পেপার নষ্ট করা ওই গ্রীনউইচ ভিলেজের লেখক হবার স্বপ্ন দেখা তরুণগুলোকে মানায়, তোমাকে নয়। সোজা কথা নিক, তুমি পরিণত বয়সের লোক, সেইরকম চিন্তাভাবনা করতে শেখো।

নিক নিচু হয়ে একটু চুমু খাওয়ার চেষ্টা করতেই জেনি মুখ ঘুরিয়ে নিল, ফলে তার ঠোঁট জেনির ঠোঁট ছুঁতে না পেরে গালের ওপর দিয়ে ঘষে গেল।

—আঃ, আবার তুমি বিরক্ত করতে শুরু করলে।

দু পা পিছিয়ে গেল জেনি, পোশাক টান করলো।

—আমার সুন্দর ফিগার, এর দাম তো তুমি জানো। আর আমার ভার্জিনিটি এতটা বয়েস পর্যন্ত অটুট রেখেছি, যেমন তেমন ভাবে নষ্ট করব না, যা বহু মেয়ে করে। বিশেষ করে, তোমার জন্য তো নয়ই। আমি দুনিয়া চিনেছি, বেশ কিছু ধনী পুরুষ মানুষ আমাকে পাবার জন্য প্রচণ্ড আগ্রহ দেখাচ্ছে। পরিষ্কার জেনে রাখো!

নিক নাক কুঁচকালো—একটার নাম বলো তো।

জেনির চোখ চকচক করে উঠলো—ও, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? আমি যেখানে কাজ করি সেখানে বেশ কয়েকজন যুবকের ব্যাংকে কয়েক লাখ টাকা আছে। কিন্তু তারা আমার তালিকায় তবু অনেক নিচে। উঁচুতে রয়েছে, ধরো যেমন ববি আর্নল্ড।

নিকের ভুরু কুঞ্চিত। ববিকে সে চেনে, দেখেওছে কয়েকবার। সুন্দর চেহারার লালচুল যুবক, প্লে-বয় টাইপ, এই গ্রীনউইচ ভিলেজের বেশ কিছু মেয়ে নিয়ে আমোদ করে বেড়ায়।

—ওর সাথে তোমার কোথায় দেখা হলো?

—জ্যাকলিন আমাদের অলাপ করিয়ে দিয়েছিল।

—তাই বুঝি!

—কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না? অবশ্য তাতে আমার কিছু আসে যায় না। তবে আমাকে মিথ্যুক বলার আগে ওকে একবার ফোন করতে পার। ল্যাস্ট সামার থেকে ওরা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

জেনি মুচকি হাসে—সত্যি কথা বলতে কি? আমার সাথে ববির আলাপ হওয়ার পর ওদের বন্ধুত্ব আরো বেড়ে গেছে।

—তুমি যে একটা বেশ্যা, সেটা তুমি বুঝতে পার?

—এগিয়ে যাও, যা খুশি হয় আমায় বলতে পার। কিন্তু আমাদের সব শেষ হয়ে গেছে। আশা করি কাল রাতেই তুমি সেটা বুঝতে পেরেছ।

—তুমি যে ববি আর্নল্ডের কথা বললে, সেটা একটা ছুঁচো, দু-একবার আমার সাথে দেখা হয়েছে।

—যা হয়েছে ভালোই হয়েছে, নিশ্চয় কিছু শিক্ষা হয়েছে তোমার।

কোন কথা না বলে নিক এবার সিগারেট ধরালো। একটা জোর টান দিয়ে জেনির দিকে তাকালো। জেনি হাত ঘড়ি দেখে দরজার দিকে এগোয়।

—আমি কাজে যাই, অনেক দেরি হয়ে গেল।

নিক এবার তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণ হানলো—যে তথাকথিত ভার্জিনিটি নিয়ে তুমি এত গর্ব করে বেড়াও, তুমি কি নিশ্চিত সেটা ইতিমধ্যে ববি আর্নল্ডের কাছে খোয়া যায় নি?

জেনির ডান হাত শূন্যে উঠে এলো, তারপর যেন হাওয়া-কেটে এক বিশাল চড় এসে পড়লো নিকের গালে, সিগারেট ছিটকে গেল। সারা দেহের আশি কেজি ওজন যেন হাতের মধ্যে ভর করেছিলো। নিক প্রায় উল্টে পড়লো চেয়ার থেকে, আধ-পাক ঘুরে গেল তার শরীর। তবু নিজেকে সামলে নিল নিক, জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরোটা তুললো, আর ধীর পায়ে আবার চেয়ারে গিয়ে বসে টেবিলের অ্যাশট্রেতে ওটা গুঁজে দিয়ে জেনির মুখোমুখি হলো।

—আমি একটা প্রচণ্ড বুদ্ধু। তাই সবার হাসির পাত্র করে ফেলেছি নিজেকে। তোমার আঙুলে এনগেজমেন্ট রিং পরিয়ে সম্মান দিয়েছি। বদলে তোমার থেকে দুর্ব্যবহার ছাড়া কিছু পাইনি।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নিক যেন নিজেকে সম্বোধন করে ভাষণ চালিয়ে গেল।

—আর ইতিমধ্যে ববি আনল্ড তোমার গায়ে মদ ঢাললো আর আরামসে তোমার সবচেয়ে গর্বের জিনিসটুকু নিয়ে নিল। ভালো, তা সেটা ঘটলো কোথায়? ওর ক্যাডিলাকের ব্যাকসীটে; নাকি ও ইতিমধ্যে একটা বড় রোলসরয়েস কিনে ফেলেছে—যেখানে যথেষ্ট স্পেস আছে?

জেনি আঙুল থেকে হীরের এনগেজমেন্ট রিংটা খুলে বিছানার কম্বলের ওপর ছুঁড়ে দিল। তারপর বলল—মনে হচ্ছে ন'টা পর্য্যন্ত, মদের দোকাননা খোলা পর্য্যন্ত, তোমায় অপেক্ষা করতে হবে এখন। আমি চলি, ততক্ষণ মেয়েদের বড় বড় বুকের কল্পনা করতে করতে সময় কাটাও।

নিকের গলার স্বর এবার ধীরস্থির।

—সুইট লেডি, তোমার কাজে যেতে আরেকটু দেরি হবে। ভালোয় ভালোয় ওই ফ্যান্সি ড্রেস ছাড়ো, বিছানায় যাও। নয়তো তোমাকে মেঝের ওপরেই শুতে বাধ্য করব আমি। এতদিন তোমার সাথে ভদ্র ব্যবহারের ফল তো দেখলাম। আসলে আমার গুহামানবের কায়দা করা উচিৎ ছিল।

জেনি আবার চড় মারার জন্য হাত তুলেছিলো, কিন্তু নিক এবার প্রস্তুত। তবু সে চোখ বুজে মুখ ঘোরাতে দেরি করে ফেললো। ফলে সপাট থাপ্পড় এবার এসে পড়লো মুখের ওপর। ঠোঁটে রক্তের স্বাদ পেল নিক।

জেনি রুদ্রমূর্তি। টান হয়ে দাঁড়িয়ে বলল—কি ভাব তুমি আমাকে? ওই ধরণের কথা এ পাড়ার নোংরা মেয়েগুলোকে বলো, আমি সম্মানকে সবচেয়ে মূল্য দিই।

নিক রক্তাক্ত ঠোঁটের উপর একবার জিভ বুলিয়ে নিল। পরক্ষণেই দু-পা এগিয়ে গিয়ে জেনির দু-কাঁধ ধরে এক ঝটকায় কাছে টানলো। জেনির ভারী শরীর রেলের ইঞ্জিনের মতো এসে ধাক্কা খেল তার গায়ে। মুহূর্তের মধ্যে নিক জেনির জামার গলার মধ্যে দিয়ে হাত গলিয়ে দুই হাতে দুই বুক চেপে ধরলো। কঠোরভাবে দুহাতে দুই মাংসের পাহাড়ের ওপর খুব কায়দা করে খেলা শুরু করে দিল। দ্রুত এবং অবিরাম। জেনির দম বন্ধ হয়ে এলো। এইবার রক্তাক্ত মুখ নিয়ে জেনির ঠোঁট কামড়ে ধরলো নিক, জোর করে তার দু-ঠোঁট ফাঁক করে জিভ ঢুকিয়ে

দিল। জেনি লড়াই চালাচ্ছে। কিন্তু জনের পাঁচ পাঁচ দশ আঙ্গুল এবার সমস্ত নখ বিঁধিয়ে খাবলে ধরলো জেনির সুন্দর স্তন। ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে আসছে জেনির প্রতিরোধ, মুখও হাঁ হয়ে গেল। তবু মাথা সরিয়ে কথা বলার চেষ্টা করলো—তুমি আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছ। গোঙানির মত স্বর।

ওইভাবেই দুজনে রইলো কিছুক্ষণ। পরস্পরকে কষ্টকর আলিঙ্গনে জড়িয়ে। জেনির হাতের নখ নিকের পিঠে আঁচড় কেটে রক্ত বের করে দিল। পেশিবহুল কাঁধেও রক্তের রেখা। পুরুষের এই রক্তের দৃশ্য ও গন্ধ জেনিকে দারুণ নাড়া দিল, কাঁপতে শুরু করলো তার শরীর।

নিকের হাত ওর বুক দুটো থেকে সরেনি, এবার একটু নরম আদর শুরু করেছে। কি সাইজ! অবাক হওয়ার মতো, কেমন শক্ত, মেয়েদের বুক এত শক্ত হয় কোন পুরুষ কল্পনা করতে পারবে না। নিকের একটি উরু এসে এবার জেনির দুই থাই-এর মাঝে স্থান নিল।

ঠিক এই সময় আবার প্রতিরোধ শুরু করলো জেনি। জনের সার্টের মধ্যে তার হাত এবার ঠেলতে শুরু করলো, কিন্তু ভুল করে পিঠটা আর্চের মতো বেঁকিয়ে ফেলেছিলো জেনি। ফলে যেই তার তলপেট আর থাই নিকের দুই উরুর সন্ধিক্ষণে ঘষা খেল, উন্মাদ হয়ে গেল নিক।

কিন্তু জেনির দু'চোখ এখন আধবোজা, বেড়ালের মতো। গলায় একটা গোঁ গোঁ আওয়াজ। কামনাজর্জর নিক এখন একটা খালি হাতে জেনির পোশাক পায়ের দিক থেকে ওপরে তুলে দিল। সুডৌল বিশাল দুই উরুস্তম্ভ। বিশাল চেহারার এই নগ্ন নারীদেহ এখন তার দেহের সাথে তাল মিলিয়ে ছন্দ দোলায় দুলবে। ভাবতেই নিকের সমস্ত চিন্তাশক্তি অন্ধ হয়ে গেল। জেনি তবু লড়ছে। কিন্তু তার দুই হিপ কাঁপছে, নিঃশ্বাস দ্রুতলয়ে।

—না, প্লীজ, না। এমন কাজ করো না।

উলের ড্রেসের চেন টেনে নামিয়েছে নিক। একহাত বুকে উঠে গিয়ে ঠেলে ব্র্যাসিয়ার উপরে তুলে দিচ্ছে, আরও উপরে। দুই বুক এবার ব্রা-মুক্ত হয়ে পূর্ণ প্রকাশিত।

এইবার হঠাৎ স্থির হয়ে গেল জেনি।

—ঠিক আছে, নিক, ঠিক আছে। তুমি যা চাও—

যেন খানিকটা অনিচ্ছায় নিকও থেমে গেল। জেনির দেহটা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিল সে, কিন্তু দু-চোখ ভরে দেখতে থাকলো এই বিস্ময়কর নগ্ন সৌন্দর্য।

জেনি গম্ভীর মুখে উঠে বসে ওপরের পোশাক খুলে পাশে ছুঁড়ে ফেললো। দুই বুড়ো আঙ্গুল ঢুকিয়ে প্যান্টির বেল্ট খুলে, নামিয়ে দিল অধো-অঙ্গের আবরণ। সম্পূর্ণ বসনমুক্ত হয়ে এবার দুহাতে সে নিজের দুই সুন্দর স্তন দুটি, যা এমনিতেই উদ্ধত ও উন্নত, তাদের আরও তুলে ধরলো। সু-উন্নত, সুগোল দুই বাতাবি লেবু।

—এই তো, এই নাও। এটাই তো তুমি চাইছিলে। এর মধ্যে কিন্তু এক ফোঁটা ভালোবাসা নেই। আমার শরীরটাই তোমার চাহিদা। ভালো কথা। তোমার কটুগন্ধের নিঃশ্বাস এড়িয়ে চঞ্চল বেড়ালের মতো আর ছুটে পালাতে পারছি না। আমি ক্লান্ত। তাই নাও, যা খুশি করো, মারো-ধরো, কিন্তু জেনে রাখো, কোন সময় যদি দেখ আমার শরীর সাড়া দিচ্ছে, সেটা কিন্তু আমার সম্পূর্ণ অনিচ্ছায়, ঘৃণায়, শুধু শারীরিক যন্ত্রের নিয়মমাফিক। নিক ভার্ডার, জেনে রাখো, আমি তোমায় ঘেন্না করি।

নিক চেয়ারে বসে দম নিচ্ছে। যদিও এখনও গরম রক্ত চঞ্চল, তবু বিবেকের উদয় হচ্ছে। জেনি তো ঠিক কথাই বলছে, এটা তো ঠিক পথ নয়। এই তো জেনি উঠে দাঁড়িয়েছে, সম্পূর্ণ উলঙ্গ। কিন্তু লজ্জার বদলে কি দৃপ্তভঙ্গি! দু-পা ফাঁক করে, মাথা উন্নত করে এক বিজয়িনী যোদ্ধার ভঙ্গি। এতো রোম্যান্টিক সুন্দর প্রেমিকের কাছে ধীরে ধীরে মধুর আত্মদান নয়। এ যেন

এক শহীদের চ্যালেঞ্জ, যে মরতে চায়, কিন্তু হার স্বীকার করে না। নিক তাকে এখন পেলেও পাওয়া হবে না—এটা স্পষ্ট। তার দুই বৃহৎ স্তনও যেন বিদ্রোহী চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে, কাঁপছে শরীরের ভূমিকম্পে! প্রতিটি নিঃশ্বাসের সাথে বলছে—কই, হিম্মৎ থাকে, এসো!

এই অবিশ্বাস্য সৌন্দর্য্যের কাছে নিজেকে দারুণ কুৎসিৎ মনে হলো নিকের। সোফার ওপর এলিয়ে পড়লো সে, মাথা ঝুঁকে গেল, চোখ পড়লো এলোমেলো কম্বলের ওপর। কাঁপা কাঁপা সুরে বলল—তুমি আমাকে ঘেন্না করো—এ কথাটা কি সত্যি?

জেনি উত্তর দিল—তুমি কি ভেবেছ আমি নিজের সাথে কথা বলছি?

এইবার সব পোশাক দুহাতে নিয়ে বাথরুমে চলে গেল জেনি।

—তুমি ছোট ছোট তারা দেখেছ, সূর্য্য দেখ নি।

পাঁচ মিনিট পরে বাথরুম থেকে ফিরলো জেনি। সম্পূর্ণ সুসজ্জিতা। কে বলবে একটু আগে—

—চললাম!

সুদীপ্ত ভঙ্গিতে তার প্রস্থান।

॥ ৩ ॥

নিককে কুঁড়ে বলা জেনির মোটেই উচিৎ নয়। সত্যি কথা বলতে কি, পেটের তাগিদে নিক খুবই খাটে। উঠতি লেখকদের যে দলটা নিজেদের খুব সৃজনশীল মনে করে, নিক সেই গ্রুপের এক বিশিষ্ট সদস্য। এর মধ্যে কিছু চিত্রশিল্পীও আছে যারা ভাবে এক সময় তাদের নিয়ে মাতামাতি শুরু হবেই। নিক প্রচুর লিখে চলেছে, প্রায় বালজ্যাকের মতো, তফাৎটা এই যে তার স্বীকৃতি নেই, এই যা! নিকের টেবিল, র‍্যাক, আলমারি ভরে গেছে অপ্রকাশিত রচনার পাণ্ডুলিপিতে। যে বইটা সে আজ কয়েকবছর ধরে লিখে চলেছে—প্রায় আড়াই লক্ষ শব্দের একটি বিশাল ব্যাপার, যা নিয়ে প্রকাশকদের দরজায় দরজায় হোঁচট খেতে হয়েছে বারবার—শেষ পর্য্যন্ত একজন সেটা ছাপতে সম্মত হয়েছে।

নিক সাহস করে পাণ্ডুলিপিটা হ্যামণ্ড হাউস উপন্যাস প্রতিযোগীতায় পাঠিয়েছিলো। সম্প্রতি সেখানকার একজন প্রতিনিধি জানিয়েছে, যে পাঁচটি বই কর্তৃপক্ষ পুরস্কারের জন্য নির্বাচন করেছেন, তার মধ্যে নিকের উপন্যাসটি স্থান পেয়েছে। কিন্তু নিক এখন বাস্তববাদী হবার চেষ্টা করছে। সে ধরে নিয়েছে, সুখকর কিছু নাও ঘটতে পারে, তাই হতাশার দুঃখটা অত তীব্র হবে না।

কিন্তু মোটামুটি জীবনযাপনের জন্য যেটুকু আয় না করলেই নয়—বাড়ি ভাড়া, লন্ড্রী, ইলেকট্রিক বিল এবং মাঝে মধ্যে একটু ভালো মদ, ইত্যাদির জন্য নিক প্রবন্ধ লেখাও চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু নিজের লেখার হেডিংগুলো পড়ে সেই নিজেই মাঝে মাঝে শিউরে ওঠে—যেমন, একটি মহিলাদের ম্যাগাজিনে সে লিখেছে 'বুড়ো হবেন না' ; অর্থাৎ মেয়েদের সৌন্দর্য্য আকর্ষণের ব্যাপারটা নিয়ে কিছু চর্চা। 'ক্যারিবিয়ানের পশু' নামে নিবন্ধে সে একজন ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান স্বৈরতন্ত্রীর নিষ্ঠুরতা আর যৌন জীবনের উপর আলোকপাত করেছে। একটি মারদাঙ্গা বিষয়ক পত্রিকায় সে লিখেছে 'কাকালো বিলের রহস্য'। তাছাড়া অন্যান্য নানা সাময়িকপত্রে তার রচনার শীর্ষ নামগুলোর মধ্যে চাঞ্চল্য জাগানোর চেষ্টা বেশ স্পষ্ট, 'হিটলার জীবিত না মৃত',

'রাজপথে খুন', 'প্যাটার্সন কি জো-লুইকে ছাড়িয়ে যাবে' (বক্সিং সংক্রান্ত)—যেগুলো নিয়ে নিক আশা করেছিল বেশ বিতর্ক শুরু হবে।

তেমন কিছু হয় নি।

যাই হোক, জীবনটা চলে যাচ্ছে। একজন নিষ্ঠাবান লেখক হিসেবে নিক চায় সুন্দর পোশাক। বেগবান গাড়ি, হাই-ফাই সেট, ভালো একটা লাইব্রেরি—সে সব না হলে লেখক হওয়া মানায় না। মন-শরীর কোনটাই টেঁকে না। একটু বিদ্রোহী হতে চাইলেও আমেরিকান লেখকদের মতো স্বপ্ন না দেখে পারে না নিক।

এখন জেনিকে হারিয়ে সবই হারালো সে। কিছু একটা করতে হবে, কোনও একটা দিক মোড় ঘোরাতে হবে। কিন্তু নিজেকেও এই প্রশ্ন করে কোন উত্তর মিলছে না। কি হবে এখন?

মনে পড়ে গেল, আজ রাতে পার্টি আছে। সেখানে গেলে চেনা মুখের দর্শন হবে। আর ভাগ্যে থাকলে জেনির বিকল্প-কাউকে পাওয়া কি একান্ত অসম্ভব? হ্যাঁ, অসম্ভব মনে হতো বটে এতদিন, কিন্তু দুনিয়ায় কিছুই অসম্ভব নয়।

আকাশে মেঘ করেছে, বৃষ্টি আসতে পারে, একটা ঠাণ্ডা শিরশিরে হাওয়া বইছে। জানালা দিয়ে দেখা যায় রাস্তায় কাগজের টুকরো উড়ছে। একটা রেনকোট থাকলে ভাল হতো। আশ্চর্য, কোনদিন খেয়ালই হয়নি যে একটা রেনকোট পর্যন্ত নেই।

কিছুক্ষণ ভাবনা চিন্তার পর নিচে নেমে এল নিক। নিজের গাড়িটা দূরে পার্ক করা রয়েছে। একটি মেয়ে সামনে দিয়ে হেঁটে গেল, বোধহয় ইচ্ছে করেই দুই পশ্চাদদেশ পেণ্ডুলামের মতো নাচাতে নাচাতে সে নিককে কিছু একটা ইংগিত দিতে চাইলো। অতিরিক্ত আঁটসাঁট জিনিসের প্যান্ট, উলের সোয়েটার আর টান করে বাঁধা কালো চুলে পনিটেল স্টাইল—ঠিক যেন, অন্তত অনেকটা জেনির মতো। নিক বুঝলো, একাকীত্ব কতখানি পীড়াদায়ক।

তার কালো জাগুয়ার গাড়িটা একটি সুন্দর নীল ক্যাডিলাক আর একটি উজ্জ্বল লাল লিঙ্কন গাড়ির মাঝখানে যেন স্যাণ্ডউইচ হয়ে গেছে। নিজের এলাকাতেই নিকের মনে হচ্ছে সে যেন এক ভিনদেশী। উদ্বেগের আর একটা কারণ—হয়ত গাড়িটা যে কোন দিন বেঁচে দিতে হবে। ক্ষতি স্বীকার করেই বেচতে হবে, জাগুয়ারের দাম দিন দিন গাড়ির বাজারে পড়ে আসছে।

কাছে এসে ক্যানভাসের খোলসটার উপর একটু আদর করে চাপড় মারলো নিক। ট্যাঙ্কে তেল বেশি নেই, পার্কিং টিকিটের দাম বাকি আছে। একটা পাতলা ধুলোর প্রলেপ পড়েছে গাড়ির উপরে। বোঝা যায় অনেকদিন ভাল করে ধোওয়া হয়নি। এও তো পয়সার ব্যাপার। পকেটে এখন বড়জোর দশ ডলার রয়েছে। আর ওপরের ঘরের মেঝের কোনখানে সেই হীরের আংটিটা পড়ে আছে। তবু কেন জানি মনে হয় সব শেষ হয়ে যায়নি। জেনি তো টেলিফোন নাম্বারটা জানে। যদি কোন সাড়া না আসে তাহলে ঐ হীরের আংটিটা দু-একদিনের মধ্যেই কোন দালাল মারফৎ বেচে দিতে হবে।

দূরে একটা ওষুধের দোকান। সেখানে কিছু হাল্কা খাবারও পাওয়া যায়। এগিয়ে গেল নিক। এক কাপ কফির অর্ডার দিল। সেই গরম কফিতে ধীরে চুমুক দিয়ে পরবর্তী পরিকল্পনা তৈরির চেষ্টায় নিজেকে বিলিয়ে দিল। একটা উপায় বের করতেই হবে। কনস্টান্স শ' অর্থাৎ 'যুবতীদের স্বীকারোক্তি' জার্নালটার সম্পাদিকা, ইতিমধ্যে তার পাঁচ হাজার শব্দের একটা গল্প ছাপবে বলে কথা দিয়েছে। কিন্তু তার কাছ থেকে টাকা পাওয়া বেজায় কঠিন, তার চেয়ে খালি হাতে একটা ইঁটকে গুঁড়ো করা বোধহয় সোজা।

একটু দূরে কাউন্টারম্যানের পাশেই এক মোটা গোঁফওয়ালা লোক দাঁড়িয়ে, পাশে একটি অল্পবয়সী তরুণী। মনে হয় হান্টার কলেজের ছাত্রী।

কাউন্টারম্যান জিজ্ঞেস করলো—তোমার নাম কি?

—মেরী—মেয়েটা বুকের ওপর বই চেপে ধরে যেন ফিসফিস করে জবাব দিল।

কাউন্টারম্যান সিলিং-এর দিকে তাকালো, মনে হয় নীল আকাশের উদ্দেশে প্রার্থনা জানালো—মেরী, বাপরে বাপ। নিকের মনে হলো ঐ ভক্তির ভাবটা স্রেফ অভিনয়। তবে একটা মানে আছে বটে। ভীষণ রাগ হল নিকের—কি ধান্ধা ব্যাটার!

কাউন্টারম্যান বলল—সুন্দর মেয়ের সুন্দর নাম। মানে কচি মেয়ের মিষ্টি নাম।

কোন সন্দেহ নেই যাকে সে কচি মেয়ে বলছে তার ওজন কম করে সত্তর কেজির কম হবে না, সেটা ওর চাঁদপানা গোলমুখ আর ভারি চালকুমড়োর মত বুক জোড়া দেখলেই আন্দাজ করা যায়।

যাক, যথেষ্ট হয়েছে। নিক কফির দাম মিটিয়ে পাশের টেলিফোন বুথটায় ঢুকলো। সম্পাদিকা কন্টিকে একবার টেলিফোন করা দরকার।

ওপারে কন্টির সেক্রেটারি ফোন তুলে সোৎসাহে জিজ্ঞেস করলো—আরে মিস্টার ভার্ডার নাকি!

—হ্যাঁ, অবশ্যই। আমার মিস কন্টির সাথে সাড়ে নটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

—কিন্তু উনি তো বিকেলের আগে আসবেন না। ফোন এলে তিনি বলেছেন বাড়িতে যোগাযোগ করতে। ওর বাড়ির নাম্বার হলো—

—বাড়ির নাম্বার আমার জানা আছে।

বিরক্ত হয়ে ফোন রেখে দিল নিক। বেরিয়ে এসে একটা কথাই শুধু মনে হলো মিস কন্টি এখন একটু সেবা চায়। বিশেষ শারীরিক সেবা। তার যথেষ্ট সুনাম আছে এ বিষয়ে। অর্থাৎ পুরুষ লেখকদের কাছে মিস কন্টি কি চেয়ে থাকে, নিক সেটা বিলক্ষণ জানে। তাই এটা অতি স্পষ্ট যে যদি 'যুবতীদের স্বীকারোক্তি'তে গল্পটা ছাপাতে হয়, তাহলে আগে নিজেকে পুরুষ-বেশ্যার কাজটা করতে হবে। সেটাই, মানে সেই আত্মবিক্রয় বোধহয় প্রাথমিক শর্ত, যদিও গল্পটা ছাপলে কিছু টাকা তার প্রাপ্য হবে, কিন্তু সেই প্রাপ্যটুকু কবে মিলবে সেটা নির্ভর করে :

—যাকগে! সেই হীরের আংটিটা জেনি ছুঁড়ে কোথায় ফেলেছে কে জানে। একটু খুঁজতে হবে। কিন্তু এখুনি সেটা বেচলে ঠিক হবে না। নিজেকে বোঝালো—আরে বাপু, লেখক হওয়ার জন্য এত ধৈর্য ধরছ, আর জেনি বেবির প্রত্যাবর্তন-এর জন্য এত অধৈর্য কেন? দু'-একদিনের মধ্যেই দেখবে ও দরজায় টোকা মারছে।

আকাশটা ইতিমধ্যে একটু পরিষ্কার হয়েছে, সূর্য উঁকি দিচ্ছে। আনমনা নিক লেক্সিনটন এভিনিউ দিয়ে হাঁটতে থাকে। বেশ দিশেহারা লাগছে। গল্পটার জন্য পেমেন্ট ভালোই পাওয়া উচিত। কিন্তু মিস কন্টি শ' যা চীজ! সকালে জেনি বেশ চোট দিয়েছে, আর সাধারণত এমন মুডে নিক চাইবে বিছানায় একটি নারীদেহ, অন্তত শারীরিক আক্রোশটা হাল্কা হোক এবং সে ক্ষেত্রে কন্টি শ' চলবে কি? মোটা শরীরের মিস কন্টির বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি তো হবেই।

সিগারেটের দোকানের কাছে এসে থামলো নিক। এক প্যাকেট কিনে একটি ধরিয়ে দোকানের ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করলো।

—হালো, মিস কন্টি, আমি নিক বলছি।

—আরে নিক! খুব ভালো হয়েছে, তুমি ঠিক সময়ে ফোন করেছ। তোমার সাথে দরকার আছে। .....ভালো কথা, হ্যামণ্ড হাউসের কম্পিটিশনে তোমার বই-এর শেষ পর্য্যন্ত পোজিশন কি হলো?

—প্রাইজ পেতে পারে, আবার নাও পারে। তবে আমি খুশি যদি ওরা অন্ততঃ বইটা ছাপে। আর আমাকে একটা মোটামুটি ন্যায্য অ্যাডভান্স দেয়।.....কিন্তু তোমার গলাটা এমন শোনাচ্ছে কেন? শরীর খারাপ?

—তার চেয়ে বেশি কিছু, নিক। সমস্যা দেখা দিয়েছে।

—শুনে খারাপ লাগছে। আমার কি কিছু করার আছে?

—জানি না ডার্লিং! হয়তো আছে। আচ্ছা, তুমি কি এখুনি একটা ট্যাক্সি ধরে আমার এখানে আসতে পারবে?

—সানন্দে।

বিশ মিনিটের মধ্যে নিক মিস্ কন্টির বাড়ির দরজায় পৌঁছে গেল। বিশাল বাড়ি, মেডিসন এভিনিউ-এর মোড়ে ৮১ নং স্ট্রীটের এই বাড়ির এক-একটা ঘরের ভাড়া মাসে নব্বুই ডলার।

কন্টিই দরজা খুললো। নিকের হাত ধরে টানলো।

—খুব খুশি হয়েছি ডার্লিং, তুমি সে আসতে পেরেছ। একটু ড্রিংক করবে তো?

নিকের বাহু জড়িয়ে ধরার সময় তার বৃহৎ বাম স্তনের স্পষ্ট ঘর্ষণের মধ্যে সতর্ক সংকেত। সংকেত বললে ভুল হবে। পরিষ্কার প্রস্তাব, স্পর্শশক্তির সাহায্যে।

নিক বলল—এত তাড়াতাড়ি, এখুনিই—

—ননসেন্স। কন্টি বিরক্ত, নিকের হাত ছেড়ে দিয়ে টেবিলের ও প্রান্তে গিয়ে ককটেল তৈরি শুরু করলো—আজ নিশ্চয় তুমি কোন কাজে ব্যস্ত নও!

—না, তবে ভেবেছিলাম একবার লাইব্রেরিতে গিয়ে একটু পড়াশুনো করব। একটা লেখা লিখতে হবে, তাই—

—সত্যি, কি বিষয়ে?

—সেণ্ট পাউলি, মানে হামবুর্গের পতিতাপল্লী নিয়ে।

কন্টি মাথা নেড়ে হাসলো—ওরে বাবা!

ড্রিংকের গেলাস হাতে নিয়ে নিক কন্টির গায়ে কোলোনের গন্ধ পেল। মাথার চুল চুড়ো করে বাঁধা। হাঁটাচলার সময়ে সার্টিনের হাউসকোটের ফাঁকে পুরুষ্ট উরু আর জংঘা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে,. লুকোচুরি খেলছে যেন। স্বীকার করতে হবে কন্টির নিম্নাঙ্গ সুদৃঢ়।

ড্রিংক্‌সে চুমুক দিল নিক। মনে হচ্ছে সময়টা খারাপ যাবে না। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, আর একটু পরেই ওরা দুজনেই পরস্পরকে মধুর হিংস্রতা নিয়ে আক্রমণ করবে। বোঝা যাচ্ছে, কন্টির হাউসকোটের নিচে ব্রা নেই। তার দুই পূর্ণস্তন ওজনভারে একটু নত হলেও বেশ আকর্ষণীয়। হাউসকোটের ওপরভাগ ইচ্ছে করেই এতটা খুলে রাখা হয়েছে।

—শোন নিক, তুমি যে ধরণের লেখা লিখেছ, আমার পছন্দ হয়েছে। বেশ পেশাদারি লিখিয়ের ছোঁয়াচ পাওয়া যাচ্ছে।

নিকের ভেতরে গোমড়ানি শুরু হলো। সে জানে, কন্টি এইভাবেই পুরুষমেধ-যজ্ঞ শুরু করে। পানীয়ে চুমুক দিয়ে নিক বুঝলো—এর মধ্যে নয়-দশাংশ স্কচ, একভাগ সোডা।

কন্টির দৃষ্টি এখন ক্রেতার দৃষ্টি। সে যাচাই করছে নিকের শয্যাসঙ্গী হিসেবে ভ্যালু কতখানি।

—তুমি আমার কথা ধরতে পেরেছ, নিক?

নিক 'ঘ্রাগ্' করলো—কেন কথা বলে সময় নষ্ট করছি আমরা?

এক চুমুকে গেলাস খালি করে টেবিলের ওপর রাখলো। নেকটাই খুলতে সময় লাগলো না। জ্যাকেট খুলে ভাঁজ করে সবুজ ভেলভেটের সোফার হাতলে রেখে একটা ছোট বালিশ টেনে নিল নিক। চোদ্দ তলার ওপরে এই ঘরটি বেশ বড়, সুন্দর সাজানো। জানলার 'ব্লাইণ্ড'গুলো টানা আছে, কেউ দেখতে পাবে না। অল্পক্ষণের মধ্যেই কন্টি সবকটা আলোর সুইচ অফ করে দিল।

অন্ধকারে কন্টির গলা একটু ভৌতিক শোনালো—সব কিছু খুলেছ তো, ডার্লিং, কমপ্লিটলি নেকেড্ তো?

নিক এবার বেল্টে খুললো। নিকের আচরণে দ্রুতগতি সঞ্চার করার জন্যই যেন কন্টি বলল—শোন ডিয়ার, প্রতিটি শব্দের জন্যে—মানে তোমার গল্পের—আমি পাঁচ সেন্ট করে ধরেছি। সুতরাং আড়াইশোর একটি চেক আমি ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে রেখে দিয়েছি। হেড-অফিস অবশ্য এই রেট দেওয়া নিয়ে সোরগোল তুলবে, কিন্তু আমি গ্রাহ্য করিনা। এই মূল্য তোমার মতো লেখকের প্রাপ্য।

ইতিমধ্যে নিক তৈরি, ততক্ষণে মেঝের কম্বলের ওপর আশ্রয় নিয়েছে কন্টি। চাদর সরিয়ে সে কোমর উঁচু করে পিঠ 'আর্চ' করলো, বিশাল দুই উরু পরস্পরকে মথিত করছে—এপাশ ওপাশ.

—সেকি, মেঝেতে?

—হ্যাঁ, ডার্লিং। কম্বলের পশমগুলোকে মনে হয় যেন দুর্বোঘাস। আমরা দুজন এখন দুই কিশোর প্রেমিক-প্রেমিকা। পিকনিকে এসে হঠাৎ শরীরের খিদেয় ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছি। তাই ঘাসের ওপরেই—

—বাঃ, বেশ আদিম-আদিম ব্যাপার, তাই না?

বিশাল নিতম্বদোলা একটু থামলো। চোখ কুঁচকে কন্টি বলল—হ্যাঁ, আমি চাই প্রকৃত একজন পুরুষের মতো তুমি আমায় নাও। আ রিয়েল হী-ম্যান! এমন একজন যে আমাকে চাইবে, আর আমাকে বুঝিয়ে দেবে—আমি যেন একটা ঝাঁকুনিমারা গাড়ির ব্যাকসীটে শুয়ে আছি।

হাঁটু গেড়ে হামাগুড়ি দিয়ে এক চারপেয়ে পশুর মতো এগোতে হলো নিককে। বিশাল দেহের ওপর নিজেকে নিয়ে আছড়ে পড়লো নিক। প্রথমে দুজনে দুজনকে একটু এলোপাথাড়ি হাতড়ে নিয়ে ক্রমশঃ খুব সুন্দর ভঙ্গিতে তৈরি করে নিল।

কন্টির পুরো শরীর জুড়ে নিজেকে যথাযথভাবে অ্যাডযাস্ট করলো নিক। হ্যাঁ, এইবার কন্টির শরীরের মাপ তাকে অবাক করলো। তার দুই বুক আর থাই জেনির চেয়ে খুব একটা কম বিশাল নয়। বয়সে বিচার করলে তো আরও মুগ্ধ হতে হয়। এখনও শরীরের এইসব অংশ যেন শক্ত রবারের মতো। পেট আর তলপেট ফ্ল্যাট, বিন্দুমাত্র মেদ জমেনি। যেন স্পঞ্জের কুশন, নিকের দেহভার বইবার জন্য।

—হ্যাঁ, আমাকে ঠিক যেমন ধরেছ, এইভাবে ধরে থাকো। হ্যাঁ, একদম হাত সরিয়ো না—

নিক বাধ্য সেবকের মতো নির্দেশ পালন করে যাচ্ছে। কন্টি এখন সম্রাজ্ঞী, নিক অনুগত প্রজা। কিন্তু প্রজার আদরের সেবায় রাণী এখন গোঙাতে শুরু করেছে, তাকেও পাল্টা আদর করছে, আর সাথে সাথে মুখ দিয়ে অশ্রাব্য অশ্লীল কথার ঝড় তুলছে। চুমু খেতে বাধ্য হলো নিক। এই খেলা খেলতে খেলতে নিককে ভাণ করতে হবে তার কব্জায় এই নারীদেহ এক সুরম্য লোভাতুর তরুণীর, এবং সে তার একনিষ্ঠ প্রেমিক। কন্টির দুচোখ এখন কঠিনভাবে বোজা, তার ডাই-করা চুলের রাশি ছড়িয়ে পড়েছে পাখার মতো, তার মাথা এপাশ-ওপাশ করছে—ডান-বাঁ, বাঁ-ডান।

—এইবার, এইবার, এইবার, ইউ বাস্টার্ড, ওঃ ইউ শূয়ার কা বাচ্চা, আঃ তুমি আমাকে ঝুলিয়ে রাখছ কেন? ডোণ্ট মেক মি ওয়েট এনি মোর।

ওরা মিশে গেল। কন্টির গলা চিড়ে বের হলো চিৎকার, নিকের কানের পর্দা ফাটিয়ে। তারা পরস্পরের সাথে দলিত-মথিত, ধীরে-দ্রুত-ধীরে, অনন্তকাল ধরে। যখন কন্টির গতি দ্রুত, নিক শুধু ছন্দ মেলায়। কন্টির গতি আবার অতি ধীর হয়ে আসে, পাগলা-করা ধীরগতি, কিন্তু শিল্পীর দক্ষতাসহ, বিজ্ঞানীর ক্যালকুলেশনের ক্ষমতা নিয়ে। কন্টি চাইছে আপ্রাণ শক্তিতে নিককে শেষ করতে।

এটা একটা চ্যালেঞ্জ। নিককে জবাব দিতেই হবে। কিন্তু কন্টির শক্তি আর আবেগ সত্যি তাকে চমৎকৃত করেছে। কন্টির ভোগশক্তি অসীম, অপার, কিন্তু তাকে বিজয়িনী করা চলবে না। নিককে এবার প্রভু হতে হবে, প্রজার মাথায় এবার সম্রাটের মুকুট। কন্টি বরং এখন তার সেবাদাসী। বেপরোয়া নিক এবার কন্টির বুকের মাঝে নিজের মুখের কবর খুঁজে পায়, বুকের দুই পাহাড়ের মধ্যে গিরিপথে সজোরে মুখ ঘষে সে কন্টিকে আনন্দ ও বেদনায় আর্তনাদ করিয়ে ছাড়ে।

প্রথমে কন্টি শেষ হয়, আর পরমুহূর্তেই নিক। দুজনের দেহের রস ও ঘাম মিলে মিশে এক হয়ে যায়।

কন্টি বলে—এটাই আমার দরকার ছিল।

এখন দুচোখ মেলে কন্টি, সিলিং-এর দিকে দৃষ্টি।

—বুঝেছ, সারা দুনিয়াকে এবার বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, যা চেয়েছি, তাই পেয়েছি।

নিক কম্পিত পদে উঠে দাঁড়ায়—সিগারেট খাবে?

—দাও!

কন্টিও উঠে বসে। কোমরে এবার সরু সরু সাপের মতো অনেকগুলো ভাঁজ জেগে ওঠে। ভেজা সাপ। বিশাল দুই বুক এবার নেমে এসেছে দুপাশ জুড়ে। দুই বিপরীত মুখে।

—তোমার ভালো লেগেছে বুঝতে পেরেছি। তাই বুঝে আমি আরও খুশি। দেখ, আমি তোমায় কিনতে চাইনি। এটা পরস্পরকে দেওয়া-নেওয়া।

সিগারেট ধরিয়ে আধ-শোয়া ভঙ্গিতে ধোঁয়া ছাড়ে কন্টি, কনুই-এ মাথা রেখে কথা বলে।

—হ্যাঁ বহু পুরুষকে আমি এভাবে কিনি—এই বলা হয়। বলুক, আমি কেয়ার করি না।

নিক প্রশ্ন করে—আচ্ছা কন্টি, তুমি বিয়ে করো না কেন?

নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ে কন্টি, আধা-অন্ধকারে ওর মুখটা পাশ থেকে এখন সুন্দর দেখাচ্ছে, চিবুকটা স্পষ্ট, ঠোঁট দুটো ভেজা, নরম।

—কি বলছ! দুটোর পর আবার! আমার দুই প্রাক্তন স্বামীকে আমি ফুরিয়ে ফেলেছিলাম। মুক্তি পেয়েই তারা কি করলো শুনবে? হাসি পাবে। দুজনেই নিজেদের অর্ধেক বয়েসের

মেয়েকে বিয়ে করলো। বুঝলাম, আমি আমার ওই দুই স্বামীর ক্ষেত্রেই বেশ 'ওভার-সেঅড্' বলে খ্যাতি পেয়েছি। হাঃ হাঃ—

সিগারেটে টান মেরে নিক জিজ্ঞেস করে—তোমার কত বয়েস হলো, কন্টি?

—আমার চাকরির দরখাস্তে লেখা থাকত চল্লিশ, কিন্তু আমার বার্থ সার্টিফিকেট বলে সাতচল্লিশ।

হুঁ! নিক স্বীকার করে, শক্ত-সমর্থ বডি কন্টির, মুখের দাগগুলো এবার চোখে পড়তে পারে. তবুও, বড় জোর তাকে বিয়াল্লিশ বলে মনে হবে।

নিজের দুই উরুতে মৃদু চাপড় মারে কন্টি। এক চোখ বুজে বিদ্রূপের ভঙ্গি করে, যেন ষড়যন্ত্রকারী।

—হ্যাঁ, আমার টেরিফিক শেপ—তাই না? ওপর থেকে অনেকে আমাকে একটু মুটকি মনে করে। কিন্তু যখন আমি পোশাক খুলি আর দেখাই আমার কি আছে, তখন ওরা বোঝে আসল জায়গাটুকু বাদে আমি মার্বেল স্ট্যাচুর মতো শক্ত। আমার বুকও অসাধারণ, চল্লিশ ইঞ্চি মাপ, আর ওজন বেশি বলেই একটু ঝুলেছে কিন্তু নরম নয়। এমন শক্ত মাসল্ বহু ইয়ং মেয়ের মধ্যেও পাবে না!

লক্ষ্য করলো নিক—দুই পরিপক্ক বুক, সুন্দর রেখায় গঠিত, সুদৃঢ় নিতম্বদ্বয়, সুঠাম দুই পা। সত্যিই স্ট্যাচু, নিক ভুলে গেল সে এখান আসলে 'পুরুষ-বেশ্যার' কাজ করতে এসেছে। নিজের সিগারেট শেষ করে সে বলল—ওয়ান ফর দ্য রোড।

নিজের মুখের সিগারেট এগিয়ে দিল কন্টি—ডার্লিং, আমি ভীষণ খুশি।

আরেক রাউণ্ড শুরু। এবার আরও উপভোগ্য। কন্টি এবার ঘনঘন বিচিত্র ভঙ্গিতে নিজেকে নিবেদন করলো। নিকের প্রথমে ভয় ছিল—এবার গণ্ডগোল হবে না তো। আশ্চর্য্য, বরং আরও রমণীয় হলো স্বর্গসুখে।

স্নান সেরে পোশাক পরে নিক চেকটা ভাঁজ করে মানিব্যাগে রাখলো। আরও আশ্চর্য্য, এবার নিক কখন চলে গেল, কন্টি টেরই পায় নি। কারণ তখন সে মেঝের ওপর গুটিশুটি হয়ে আরামে ঘুমোচ্ছে। শিশুর মতো।

॥ ৪ ॥

নাঃ, এভাবে আর চলা যায় না। নিক ক্রমশঃ অস্থির হয়ে ওঠে। এইমাত্র আড়াই'শো ডলারের চেকটা ভাঙ্গিয়ে টাকাটা নিয়ে ব্যাংকের বাইরে এসে তার মনের উত্তেজনার পারা চড়তে শুরু করে আবার। মানসিক শক্তি কমে আসছে, আর সবচেয়ে বড় কথা—নিজের লেখার ক্ষমতা সম্পর্কে তার সন্দেহ দেখা দিয়েছে। মনে হচ্ছে, সে শুধু একজন মামুলি কলমচি যার দক্ষতা কয়েকটি শব্দ গুছিয়ে একটা প্রবন্ধ লেখা। তার বেশি কিছু নয়। যে লেখককে একটি স্বীকার্যে জার্নালের সম্পাদিকাকে দেহদান করে গল্প ছাপাতে হয়, তার আর যাই হোক, লেখার যোগ্যতা প্রমাণ হয় না।

[illegible] মানুষের চলন্ত মেলা, বেশির ভাগই অফিসকর্মী, কফি ব্রেকের অবসরে ভিড় করে [illegible] কাগজপত্র পকেটে ঢুকিয়ে নিক এবার ভিড়ের মধ্যে মিশে যেতে চাইলো। এই তো মানুষ নামে প্রাণীর দল, 'বসে'র ভয়ে তাড়াতাড়ি ঠিক টাইমে আবার যে যার অফিসে গিয়ে

ঢুকছে। আঃ আমার চেয়ে সকলেই সুখী। তাদের প্রত্যেকের অন্ততঃ একটা নিরাপত্তা বলে কিছু আছে। হা ঈশ্বর, আর এই মূর্খ একটি লোক লেখক হবার স্বপ্নে বিভোর হয়ে দশটা-পাঁচটা চাকরির সুযোগগুলো সযত্নে এড়িয়ে চলছে।

কোন মানে নেই। নিক চারপাশে একবার তাকালো। বহু লোক সুসজ্জিত, ঝকমকে গাড়ি নিয়ে ছুটে চলেছে। আর তার এই ভাঙ্গা জাগুয়ার, একটা লোহার আবর্জনা।

কোন সালে এটার জন্ম কে জানে! ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে এত পড়াশুনো করে কি লাভ হলো? একগাদা পাবলিশার আর পত্রিকার সম্পাদকদের সাথে বন্ধুত্বেও কিছু লাভ নেই, সেটাও বোঝা গেল। হায়, তবু কি হঠাৎ কেউ একজন তার সাহিত্যিক প্রতিভা আবিষ্কার করে ফেলবে না?

যাই হোক, এই মুহূর্তে যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো জেনির সাথে ব্যাপারটা মিটিয়ে নেওয়া। সত্যি, তার সাথে নিক ঠিক আচরণ করেনি। জেনি বয়েসে তরুণী হলেও মনের দিক থেকে এখনও কিছুটা বালিকা রয়ে গেছে। ববি নামে এক ধান্দাবাজের আলিঙ্গনের মধ্যে তাকে ছেড়ে দেওয়া আদৌ উচিৎ হবে না।

ইস্, আবার সেই ববি, প্লেবয় হারামজাদাটাকে মনে পড়ছে। অশ্লীল ম্যাগাজিনগুলোর গসিপ কলামে ওর নামটা প্রায়ই দেখা যায়। শোনা যায়, সে বিবিধ নায়কোচিত গুণের অধিকারী, তার নিজের একটা স্পীডবোট আছে, দারুণ নাচে। সব সময় ফিটফাট আধুনিক পোশাক। বিদ্যুৎগতিতে গাড়ি চালায়, আর বহু রকম খেলায় পারদর্শীঃব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস, বিলিয়ার্ড, ব্রিজ—এবং তার সাথে সাথে বিছানার খেলাতেও। খুব ভালো কথা বলতে জানে। আর খারাপভাষায় যাকে বলে 'মেয়েবাজি', তাতেও সে অদ্বিতীয়।

নিকের হিংসুক মনে তবু প্রশ্ন থেকে যায়। এসবই কি সত্যি কথা? ঝাঁকে ঝাঁকে মেয়ের দল ববির পেছনে ছোটে—এতটা বিশ্বাস করা যায়না।

পকেটে হাত ঢুকিয়ে একগাদা বিলের কাগজপত্রের অস্তিত্ব টের পায় নিক। তারপর আস্তে আস্তে টেলিফোন বুথটায় গিয়ে ঢোকে। রিসিভার তুলে জেনির অফিসের নাম্বারে ডায়াল ঘোরায়। দুর্ভাগ্য, অপারেটর জানায়, জেনি অসুস্থ, অফিসে আসছে না, ফোন রেখে কিছুক্ষণ চুপচাপ ভাবে নিক। তারপর জেনির বাড়ির নাম্বারে ডায়াল করে। ওপারে ফোন তোলে জেনির মা।

জেনির মা আরেক চীজ। সেও দৈত্যাকৃতি এক নারী, খুব মন দিয়ে কাগজের 'সোসাইটি কলাম'গুলো পড়ে আর জেনির দ্বিগুণ স্বর। তার বাজখাঁই গলা শোনা গেল—না, জেনি নেই। আর তুমি তো সেই অপদার্থ। ভেবেছ, তোমার ফোনের জন্য বসে থাকা ছাড়া জেনির আর কোন কাজ নেই। শোন, সে কাজের মেয়ে। তোমার মত বেকার নয়। সে কাজ করে এবং এই মুহূর্তে যদি তার কাজ না থাকে, তবে সে অবশ্যই এখন সোসাইটির এক ধনী, বুদ্ধিমান, হ্যাণ্ডসাম ভদ্রলোকের সাথে রয়েছে, যার একটা বিশাল সামাজিক মর্য্যাদা আছে। বুঝেছ!

মিসেস ও'ব্রায়েন অর্থাৎ জেনির মা সশব্দে ফোন রেখে দিল।

নিকও আস্তে রিসিভার রেখে নতুন করে চিন্তামগ্ন হলো। এ ব্যাটা সেই ববি ছাড়া আর কেউ নয়। মনে মনে ববির নামটা হিংস্র জপমন্ত্রের মতো কয়েকবার উচ্চারণ করলো সে।

হঠাৎ টেলিফোন ডাইরেক্টরিটা টেনে দ্রুত পাতা ওলটাতে শুরু করলো নিক। সৌভাগ্য, চট করেই ববির নাম্বারটা পেয়ে গেল, ওয়েস্টচেস্টারের কাউন্টি তালিকায় নাম্বারটার পাশে

ঠিকানাটাও রয়েছে। এইবার জাগুয়ারে বসে ড্রাইভ করে পেট্রল পাম্পে এসে তাড়া দিল সে—আরে ভাই, একটু হাত চালাও, অনেক দূর যেতে হবে, তাড়া আছে।

—আরে নিক যে।

গলা শুনে মুখ ফেরায় নিক। এ ব্যাটা একটা দু-নম্বরি রেসের 'বুকি'—সিল্ক লেনক্স। ওর পাশে রয়েছে একটা গুণ্ডা বডিগার্ড—স্যামুয়েল না কি যেন নাম।

মানিব্যাগ থেকে একটা নোট বের করে ওর হাতে দিল নিক—নাও।

সিল্ক টাকাটা নিয়ে হাসলো—বাঃ, তোমার এখন দারুণ সময় যাচ্ছে নিশ্চয়। দেখ হে, একশো ডলারের নোট।

গুণ্ডাটার চোখ চিকচিক করে উঠলো।

নিক বলল—আজ আমার সিলেকশন 'ব্ল্যাক বিগহেড' নামে ঘোড়াটা।

খুশি হয়ে শিস দিল সিল্ক।

—কিন্তু কাল যখন আমি তোমায় এই নামটা করেছিলাম, তখন কিন্তু ঠাট্টা করেছিলাম। কাস্টমারকে সাজেশন দিতে আমি চাই না। তবে এ ঘোড়াটাকে নিতে সবাই অনিচ্ছুক কিন্তু।

'কিন্তু' কথাটা সিল্কের কথার মুদ্রা দোষ।

নিক বলল—কিন্তু আমি এটাকেই চাই।

—ও কে। যদি নিজের বিদ্যে জাহির করতে চাও, করো। কিন্তু পরে আমায় দোষ দিও না। ....আচ্ছা, আমার কাছে এখন চেঞ্জ নেই। তোমার এই পেমেন্টের ব্যালেন্স কাল পাবে, যদি অবশ্য আমায় বিশ্বাস করো। কিন্তু—

নিক বলল—কিন্তু তোমাকে বিশ্বাস করা ছাড়া আমার আর উপায়ই বা কি!

—হাঃ হাঃ,—সিল্ক হাসলো—কিন্তু কাল বিকেলেই তুমি ফেরৎ পাবে।

—বেশ!

নিক ইতিমধ্যে অধৈর্য্য হয়ে উঠেছে। গাড়ি স্টার্ট দিল সে। বলল—ঠিক আছে, একটা বাজি থাক না।

—একশো ডলার!

—আপত্তি নেই আমার দিক থেকে।

—কিন্তু তুমি কি আমার উপর বিশ্বাস হারিয়ে অন্য বেটার কোনও 'বুকি' খুঁজছো? তবে বলব, তুমি স্বপ্ন দেখছ, নিক।

—আমি স্বপ্নই দেখে থাকি, স্বপ্নের পেছনেই ছুটি।

হুস্ করে কালো জাগুয়ার এবার বেরিয়ে গেল।

ওয়েস্টচেস্টার কাউন্টিতে ববির সুন্দর বাংলো। ব্যাচেলর ববি এখন যত্ন নিয়ে ড্রিংকস বানাচ্ছিল। দারুণ সাজানো তার এই 'একান্ত' বিশ্রামকক্ষের কিং-সাইজ সোফার ওপর আরামে যে শরীরটা ছড়িয়ে পড়ে আছে, তার মালিক, মানে মালকিনের নাম জেনি ও' ব্রায়েন।

মিউজিক বাজছে। তার তালে তালে মৃদু নাচের ভঙ্গিতে দুলকি চালে ড্রিংকস বানাচ্ছে ববি। অ্যালকোহলের মধ্যে ঠুং করে কয়েক কিউব ফেলছে সুরের সাথে তাল মিলিয়ে।

কাজ করতে করতে আত্মবিজ্ঞাপন করছিলো ববি।

—অহংকার নয়, কিন্তু আমি সত্যিই বহুত আচ্ছা ড্রিংকস্ বানাতে পারি। একদম নিজের আবিষ্কার। এর নাম দেওয়া যাতে পারে 'ববি ককটেল'।

—তোমার তো অশেষ গুণ।

খুশি মনে জেনি স্বীকৃতি জানায়। নিজের নাইলন জামার হাতটার কাছে পরীক্ষা করতে থাকে।

—জামায় কি দেখছ? বুলে ফেল না। বি রিল্যাক্সড্।

—একটু বেশি তাড়াতাড়ি হচ্ছে না ব্যাপারটা? জেনি বলে—আজ সকালেই এক রেপিস্টের সাথে আমার লড়াই করতে হয়েছে। একদিনে দুজনের সাথে লড়াই আমার মতো হেলদি মেয়ের পক্ষেও বেশ কষ্টকর হবে।

ববি কাঁধ ঝাঁকালো—ও, সেই ইডিয়েটটা। লেখক। ফুঃ। তোমার স্ট্যাণ্ডার্ডের মেয়ে কি করে ওই গুড-ফর-নাথিং ভ্যাগাবন্ডটার সাথে মেশে বলো তো?

ট্রের উপর থেকে দুটো বড় গেলাস সাজায় ববি। মিক্সারের ক্যাপ খুলে ধীরে ধীরে দুটি গেলাসে ঢালে। যদিও নিজের কাজে তার বিলক্ষণ মন, তবু ভেতরে ভেতরে একটু বিরক্ত হয় ববি। ইতিমধ্যে তার পুরুষ বন্ধুরা ভাবতে শুরু করেছে—ববির সাথে জেনির একটি 'অ্যাফেয়ার' গড়ে উঠছে। কিন্তু কথাটা ঠিক নয়। জেনি ইজ আ টাফ্ নাট টু ক্র্যাক। যতই মেলামেশা করুক, মেয়েটা নিজেকে ঠিক ধরে রেখেছে। ববির যথেষ্ট সন্দেহ আছে, নিক ভার্ডার নামে তথাকথিত লেখকটা আদৌ জেনির ধারে কাছে ঘেঁষতে পেরেছে কিনা। এদিকে গুজব আছে—ওরা নাকি এনগেজড।

এটা সর্বত্র সত্যি যে স্বাভাবিক পুরুষ মানুষের দল নারীর সাথে খেলতে খেলতে ভদ্রভাবে অপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু কেউ ঠাট্টার পাত্র হতে চায় না। নিজেকে হাস্যকর করা পৌরুষের পরিপন্থী। বেশ কিছু বোকা গিয়েছে। জেনি তার সামনে শরীর এগিয়ে দেবে, ববির এগিয়ে আসাকেও প্রশ্রয় দেবে, কিন্তু ঠিক শেষ মুহূর্তে পিছিয়ে যাবে। তাই আজ আর ছাড়াছাড়ি নয়। আজ সারা বিছানায় জেনিকে নিয়ে চূড়ান্ত দাপাদাপি করতেই হবে। তারপর যেখানে খুশি যাক কোন আপত্তি নেই—এমন কি ওই আহাম্মক লেখক ব্যাটার কাছেও যেতে পারে যাকে জেনি বোধহয় টলস্টয় বলে মনে করে।

জেনিকে বেশ দেখাচ্ছে। 'শুধু পুরুষদের জন্য' ম্যাগাজিনগুলোতে ভালো ভালো টপ ক্লাস মডেলদের ভঙ্গিগুলো মনে পড়িয়ে দেয়। বুক আর পাছা তো দারুণ দেখাচ্ছে। তবে ওগুলোর এহেন চেহারার মধ্যে কিছু কারিগরি আছে নিশ্চই। প্যাড লাগানো আছে অন্তর্বাসের নিচে। জেনিও কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে, সামাজিক প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন একটি পুরুষ দরকার ওর। তাই অনেকটা হন্যে হয়ে উঠেছে। ববির কাছে ছুটে আসার বিশেষ কারণ আছে, কিন্তু পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার নয়।

মনে হয়, জেনি যেন ববির মনের কথা বুঝতে পারলো। মাথা তুলে সে সোজাসুজি ববির চোখের দিকে তাকালো। হ্যাঁ, সামাজিক মর্যাদা যা ববির আছে, সেটা জেনির কাম্য। এক বিছানায় ববির সঙ্গে শোয়া উত্তেজক হতে পারে, কিন্তু শুধু সেটুকু পেয়ে জেনি সন্তুষ্ট হবেনা। শুধু একটা 'অ্যাফেয়ার' তাকে আর আকৃষ্ট করে না। প্রকৃত সম্মান চাই নারী-পুরুষ সম্পর্কের মধ্যে।

জেনি এবার মুখ খুললো।

—শোন ববি, আমি অনেকক্ষণ এসেছি., অ্যাকচুয়ালি কাজ ফেলে এসেছি। কিন্তু এতক্ষণের মধ্যে তুমি আমার সাথে একটাও সিরিয়াস কিছু বললে না, কোন মূল্যবান প্রস্তাব বা পরামর্শ দিলে না।

ববি চোখ কপালে তুলে বলল—আরে ডার্লিং। তুমিই বলো না। আমায় দোষ দিও না। আমার কাছে লাভ-মেকিং একটা বেশ সিরিয়াস বিষয় অবশ্য। সেটা মনে রেখো।

জেনি লক্ষ্য করলো ববির বেশ সুদীর্ঘ চেহারা, নিকের চেয়ে দু-এক ইঞ্চি লম্বা অবশ্যই। কিন্তু নিকের শরীর পেশীবহুল, আর ববি একটু স্লিম ও নরম। সুন্দর লাল কোকড়ানো একগুচ্ছ চুল, গায়ের চামড়া নাবিকদের মতো 'ট্যানড্'। ববি হ্যান্ডসাম কোন সন্দেহ নেই। তবু কোথায় যেন একটা গোলমাল আছে। কেন জানি মনে হয়, অন্য সময়ে কোন জায়গায় ববির চেহারা সুন্দর নাও লাগতে পারে।

ববি এবার জেনির হাতে মদের গেলাস তুলে দেয়। 'চিয়ার্স' জানিয়ে একটু দূরে চেয়ারে গিয়ে বসে। ববির হাঁটা-চলা নিঃশব্দে, অনেকটা বেড়ালের মতো।

—আমার ব্যাপারটা পরিষ্কার। ববি কথা শুরু করে—তুমি যখন ক্লিয়ার-কাট প্রস্তাব চাইছ, তাহলে শোন। ওই অপদার্থ লেখকটাকে ছাড়ো, সোজা আমার এখানে চলে এসো।.....নাকি তোমাদের রোমান্স এখনও টগবগ করছে?

—আজ সকালে সে ব্যাপার চুকে গেছে।

—বাঃ, খুব ভালো।

জেনি টেবিলের ওপর গেলাস রেখে সোজা হয়ে বসলো। সঙ্গে সঙ্গে তার পোশাকের নিচে যুগলসম্পদও গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। এই বুক জোড়া জেনির সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র।

—ববি, আমার কথাগুলো একটু নাটুকে শোনাবে, তবু বলছি। তুমি আমার একান্ত প্রিয়। এতদিন ভাবতাম আমি নিককে ভালোবাসি, কিন্তু এখন বুঝেছি সেটা ভুল। হয়তো বাড়াবাড়ি শোনাবে, কিন্তু বিশ্বাস করো, যেদিন তোমায় প্রথম দেখলাম, সেদিন থেকে নিক পর্দার পেছনে চলে যেতে শুরু করলো। প্রায় হারিয়ে গেল।

ববি এক চুমুকে অনেকটা খেলো।

—সত্যি কথা হলে, গর্ব অনুভব করছি। কিন্তু এর আগে বহু মেয়ে—তুমি যেখানে বসে আছ—ঠিক ওখানে বসেই এই একটি কথা বলেছে। ঈশ্বর জানেন, তারা কি চায়, আমি বুঝতে পারি না। যাই হোক, যদি তোমার কথা সিনসিয়ার হয়, তাহলে এখুনি পরীক্ষা দাও। পরিষ্কার হয়ে যাক আমাকে তুমি সব কিছু দিতে পারো। যদি তা প্রমাণিত হয়, তাহলে নিশ্চয় উপযুক্ত ফল পাবে।

—না, সেটা সম্ভব নয়—মানে তুমি এখুনি যা চাইছ। এখানে চট করে গুজব ছড়ায়। আমি বদনাম নিয়ে বন্ধুদের ফেস করতে পারব না।

—আরে, এটা কি সারা পৃথিবী নাকি? আমার স্পীড বোটে উঠে পড়ো। দারুণ সুন্দর নৌকো। এখানে থাকতে হবে না আমার একেবারে ওয়েস্ট-ইন্ডিজে পাড়ি দেব। ধরো, জামাইকা। ওখানকার লোকের বেশ সফিসটিকেটেড, আমেরিকানদের মতো গুজব-প্রিয় নয়।

—ববি, তুমি শুধুমাত্র একটা জিনিসই চাইছ—আমার সাথে শুতে। কিন্তু আমি তার বেশি কিছু চাই।

—ডার্লিং, এবার তোমাকে মানতে পারছি না। দেখ, আমার যথেষ্ট টাকা আছে, এবং মোটামুটি ভাবে লোকে, বিশেষ করে মেয়েরা, এই জন্যই আমাকে চায়। জীবনের বহু দিক দেখেছি। অনেক খেলা খেলেছি।

আরেক চুমুক দিয়ে ববি ভাষণ চালিয়ে যায়—তোমার চেহারা সুন্দর। ইউ হ্যাভ গট আ গুড বডি। পরম সুন্দর ফিগার, এবার বুঝতে দাও এক চাদরের তলায় তুমি কেমন সুন্দর।

—জঘন্য কথা বলো না।

ববি যেন জেনির কথা শুনতেই পায় নিঃতুমি ওপর ওপর একটু-আধটু শরীরে সম্পদের ছোঁয়া বিলিয়ে তৃপ্তি দাও, বা তৃপ্তি দিতে চাও। কিন্তু এতে আমার উত্তেজনা বেড়ে যায়। তাই তোমার সাথে কোন সিরিয়াস চুক্তি, আই মিন, রিলেশনশীপ তৈরির আগে আমি একটু স্যাম্পল টেস্ট চাই।

জেনি উঠে দাঁড়ায়—সত্যি আমি একটা মহামূর্খ!

—সেই বস্তাপচা মন আর কথা।

ববি বিরক্ত হয়ে ড্রিংক শেষ করে। বলে—তুমি আধুনিক যুগের মেয়ে হতে পারো, কিন্তু তোমার মনোভাব, তোমার নীতিবোধ প্রাচীনপন্থী। এখন চলে না।

জেনির এবার সেই প্রতিবাদী মূর্তি। কোমরে দুহাত রেখে, পা ফাঁক করে বুক টান করে দাঁড়ায়। মাথা ঝাঁকিয়ে চুলের গোছা পিঠের দিকে সরিয়ে দেয়।

—আর তুমি? তোমার চেহারা আর টাকা আছে বটে, কিন্তু তুমি এখনও বাচ্চা। বড় জোর বলা যায়, অর্ধ-পরিণত মানুষ। ব্যস, ওইটুকুই। টাকা আর চেহারা বাদ দিলে তুমি যে কিঃভাবাই মুস্কিল। আ বিগ জিরো।

ববি এবার গেলাসের তলানিটুকু মুখে ঢালে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে অতি ধীরে হাঁটে, যেন স্লো-ওয়াক রেসে নাম দিয়েছে।

—ঠিক আছে, ডার্লিং, তুমি আমাকে ঠগ্ বলছ।

জেনি এবার বুঝলো—কি ঘটতে চলেছে। কিন্তু সে স্টেডি রইলো। তবু এটাও সে বুঝলো—আজ সকালে যত সহজে সে নিককে ক্ষেপাতে পেরেছিলো, ববিকে ততটা পারা যায় নি। এইবার আর বাঁচার উপায় নেই, পরম মূল্য 'ভার্জিনিটি' হারানোর কাল সমাগত।

ববি কাছে এসে দুহাতে জেনির মুখ চেপে ধরে ঠোঁটে ঠোঁট লাগাতে গেল। জেনি আবার এপাশ-ওপাশ মাথা ঘুরিয়ে এড়িয়ে গেল। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়, ববির শরীরের ঘনার অন্যরকম স্বাদ। জেনি এবার তেমন বাধা দিতে পারলো না। চুমুটা প্রথমে ভেজা, নরম, আলতো। কিন্তু পরক্ষণেই ববি বেশ শব্দ করে জেনির মুখের মধ্যে জিভ ঢুকিয়ে দিল। জিভে জিভ আগু-পাছু, পাছু-আগু, আগু-পাছু—সারা মুখের ভিতর জিভে জিভে মধুর যুদ্ধ চলতে লাগলো।

এইবার জেনি সজোরে মুক্ত করলো নিজেকে। কঠিন দৃষ্টি নিয়ে তাকালো ববির চোখে। ববির চোখ এখন ছোট হয়ে এসেছে, সাদার মধ্যে হলুদ ছাপ, জেনি শিউরে উঠলো।

—ববি, আমার কথা শোন। হ্যাঁ, আমি একটু কড়া কথা বলে ফেলি, কিন্তু আমি সত্যিই জানি না কি করতে হয়। বিশ্বাস করো, সেক্স-এর ব্যাপারে আমার জ্ঞানবুদ্ধি দশ বছরের মেয়ের মতো। আমি কিছুই ভালো বুঝি না।

ববি এবার ধীর হাতে জেনির পোশাক খুলতে শুরু করলো। খুলে নিয়ে সেটা দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলার আগে জেনির নগ্ন দুই কাঁধের ওপর হাত বুলিয়ে আদর করতে থাকলো।

—ডার্লিং, তুমি কাঁপছ।

—আমার ভয় করছে।

—জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ তোমার এড়িয়ে যাওয়া ঠিক নয়।

জেনি মাথা পেছনে ঠেলে চোখ বোজে।

—প্লীজ, বি কেয়ারফুল!

ববি এবার জেনির গলার মাঝখানে সরু শিরার ওপর চুমু দিল। সঙ্গে সঙ্গে খুব যত্ন নিয়ে পশমের পোশাক খুলে নামিয়ে দিল। এইবার একটু দ্রুত হাতে দক্ষতা নিয়ে ব্র্যাসিয়ারের হুকে টান মারলো। ব্রা-মুক্ত জেনির সেই একজোড়া মারাত্মক বুক এবার যেন লাফিয়ে উঠে এলো হাইজাম্পের ভঙ্গি নিয়ে। ববি চমকে উঠলো—অবিশ্বাস্য! চোখের পলক পড়ে না। দমবন্ধকরা সৌন্দর্য্যে ভরপুর জেনির যুগলবক্ষ।

—মাই গড, জেনি, আমার কোন ধারণাই ছিল না যে—

দুহাতের বিচিত্র আদর শুরু হলো দুই বুক নিয়ে। হাত বুলিয়ে, চেপে ধরে, তুলে ধরে তাদের ওজন পরীক্ষা থেকে শুরু করে যাবতীয় সমাদর। যা এরকম বুকের প্রাপ্য। সিল্কের মতো চামড়ায় পালকের মতো সুড়সুড়ি, দু আঙুল দিয়ে স্তনের বোঁটায় পাগল-করা চিমটি।

জেনি এবার চিৎকার করলো—ও, ববি, প্লীজ, স্টপ! প্লীজ!

সারা শরীর কাঁপছে থরথর করে। এবার জেনি নিজেই দুহাতে ববির মাথা জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে চেপে ধরলো। তার নিজের শরীরে যে ঢেউ জাগছে, তাকে এবার সামলাতে অক্ষম সে। এখন আর খেয়াল নেই, কি ঘটতে চলেছে। উচিৎ-অনুচিত, ভুল-ঠিকঃএসব প্রশ্ন অবান্তর এখন। সে এখন চাইছে ববি তার শরীরে অমৃতসুখের যন্ত্রণা দিক। নিজের মুখ দিয়ে সে কি বলছে তা নিজেই জানেনা।

—আঃ, আঃ, হ্যাঁ, ডার্লিং, এই রকম, ইয়েস!.....

ববি ক্রমাগত মুখ ঘষে তার দুই বুকের উদ্দামতাকে শান্ত করতে চাইছে, কিন্তু এখন সুকঠিন। ইতিমধ্যে জেনি সেইখানে পৌঁছে গেছে যেখানে স্থান-কাল জ্ঞান লোপ পায়। ক্রমশঃ মনে হচ্ছে ববিও এবার একটু কঠোর কর্কশ হয়ে উঠছে। আর এই কর্কশতাই তার জ্ঞান ফিরিয়ে দিল। জেনি বুঝতে পারলো সে কি হারাতে চলেছে।

—প্লীজ ববি, এবার থামো, স্টপ ইট!

কিন্তু বললে কি হবে। মুখ বলছে এক কথা, শরীর বলছে অন্য কিছু। দুটো ভাষা মিলছে না। আশ্চর্য্য এতক্ষণ আদর পেয়ে নরম হওয়ার বদলে দুই স্তন আরও শক্ত হয়ে উঠছে, ফুলে উঠছে নিপল দুটো গজালের মতো কঠিন অবিশ্বাস্য আধ-ইঞ্চি লোহার টুকরো যেন।

এইবার জেনির শরীরের উপর ববির দেহের ভার। দুহাতে হিপের নিচ ধরে সজোরে নিজের কাছে জেনিকে টানতে চাইলো ববি।

—ববি!!

গলা চিরে আর্তনাদ। জেনির নিদারুণ যন্ত্রণা। মারাত্মক কষ্ট। দমবন্ধ হয়ে আসছে। দুহাতে ববির কাঁধ ধরে ঠেলে সরাবার চেষ্টা করলো জেনি। পিঠ-বেঁকিয়ে ধনুকের মতো

ভঙ্গিতে সে ববিকে বাধা দিল। কিন্তু তার নিম্নদেশ এবার উর্ধে উঠে এলো.....এবং.....যা ঘটবার ঘটে গেল।

—ওঃ হেল্, হেল্, হেল্—

চোখের জলে ভেসে গিয়ে যেন অন্ধ হয়ে গেল জেনি। মুখ হাঁ হয়ে গেল যন্ত্রণায়, কিন্তু শব্দহীন ক্রন্দন। ভয়ংকর মুহূর্ত, কিন্তু কিছু করার নেই। ববির দেহের উত্থান-পতনের সাথে জেনির রক্ত-মাংসের কাঠামোটা তাল মেলাতে থাকলো।

সহস্রবার উচ্চারিত শুধু একটা কথাই—স্টপ, প্লীজ, স্টপ ইট। কোন ফল নেই, এই কথা এখন ববির কানে প্রবেশ করতে পারে না। সামান্য যেটুকু জ্ঞান আছে, তাতেই জেনি চরম লজ্জা নিয়ে অনুভব করলো—সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার শরীর ববির প্রতিটি ভঙ্গির সাথে ছন্দ মিলিয়ে যাচ্ছে। জেনির শরীর এখন আর তার নিজের নয়, যেন অন্য কারুর। ববির শরীর থেকে উত্তাপ এসে জেনিকে তপ্ত করছে। দুজনেই এখন পশুর মতো যুদ্ধ করে চলেছে! বাঁচার লড়াই, কে বলবে, আসলে একটি পুরুষ এবং একটি নারী সঙ্গমের চরম ক্লাইমেক্সে পৌঁছতে চাইছে!

জেনির দুহাত এবার ববির পিঠ-জড়িয়ে ধরেছে, জড়িয়ে ধরার তীব্রতা বলছে—আমাকে কঠোর শাস্তি দাও। ববির দশ আঙুল জেনির শরীরে দানবের থাবার মতো আক্রমণ চালাচ্ছে, সারা মস্তিষ্ক এখন শূন্য, ফাঁকা, মন বলে কিছুর অস্তিত্ব নেই। এমন কি ববির শরীর যখন স্থির হয়ে এলো, তখন জেনির বিশাল দেহ থরথর করে কাঁপছে, ঘুরছে, পাক খাচ্ছে।

ববি গড়িয়ে সরে গেল। জেনি এখন মুক্ত। আর হারানোর কিছু নেই।

ববি উঠে দাঁড়ালো। লোমহীন বুক বেয়ে দরদর করে ঘামের স্রোত নেমে আসছে। ব্রোঞ্জের মতো দেখাচ্ছে ববির শরীর। পিঠের খাঁচড়গুলো আয়না দেখার চেষ্টা করছে ববি।

হাসলো ববি—ভাই, একেই বলে দেশি প্রতিভা। আদম, কাঁচা, হাঃ, পনের বছর বয়েস থেকে এর আগে পর্য্যন্ত একটা অটুট কুমারী জোটেনি আমার।.....আর কত বয়েস হবে তোমার? মনে হয় ছাব্বিশ-সাতাশ। তাই না? তবে তোমার রেসপন্স মারাত্মক।

জেনি এখন স্থির হয়ে পড়ে আছে। ওর শরীরে ঘামের নদী বইছে দুই উরু বেয়ে। আশ্চর্য, বুক দুটো এখনও উঁচু হয়ে ফুলে রয়েছে, কঠিন স্তনবৃন্ত দুটো যেন আকাশের শূন্যতাকে বিদীর্ণ করতে চাইছে। ঘনঘন নিঃশ্বাস, চরম অবসাদ। পাশ ফিরে ববির দিকে আধবোজা চোখে তাকাতেই হঠাৎ অসীম লজ্জা এসে ছেয়ে ফেললো তাকে। হাত বাড়িয়ে আশেপাশে কিছু একটা খুঁজলো যা দিয়ে নগ্নতা ঢাকা যায়।

—ভীষণ লজ্জা লাগছে,—

ক্লান্ত কিশোরীর মতো শোনালো তার গলা।

—আঃ, থামো তো! তুমি কচি খুকি নও।—

যেন ধমকে উঠলো ববি—তাড়াতাড়ি ড্রিংকসটা শেষ করবে কি

জেনি পানীয়ের গেলাসটা তুলে নিল বটে, কিন্তু তার দুচোখে জলের ধারা।

—ধরো, আমি যদি প্রেগন্যান্ট হই!

ববি আশ্বস্ত করলো—আমি একগাদা বিশ্বস্ত ডাক্তারকে চিনি।

আর এক মুহূর্ত কোনও দিকে না তাকিয়ে ববি বাথরুমে ঢুকে গেল।

কোনমতে পায়ে জোর এনে উঠে দাঁড়ালো জেনি। মনের সব আবেগ এখন নিঃশেষ হয়ে গেছে, পরিবর্তে একটা অবশ করা যন্ত্রণা। এইভাবেই কি এটা ঘটার কথা ছিল? যেমন গলির মধ্যে দুটো বেড়াল দেহের খিদে মেটায়?

জামা কাপড় হাতে নিয়ে সে আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকলো কুঁচকে থাকা ভাঁজগুলোকে টান করতে। আচ্ছা, এটা তো আসলে 'রেপ'। না, ঠিক তা নয়—নিজেকে আবার যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলো জেনি। তবু, যাই ঘটুক, ববি এটাকে একটা অতিসাধারণ ব্যাপার বলে ধরে নিল কেন? জেনি তো কলগার্ল নয়, আর তার ভার্জিনিটির প্রমাণও তো ববি পেয়েছে। পুরুষ হয়ে তার সামান্য ভদ্রতাবোধ নেই—জেনিকে প্রথমে বাথরুমে যাবার সুযোগটুকু দেওয়ার মতো সেন্স পর্য্যন্ত তার নেই। ছিঃ—

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো ববি। নতুন একটা শর্টস্ পরেছে। টার্কিশ তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে মুছতে হাসি মুখে বলল—এবার তুমি পরিষ্কার হয়ে এসো।

—তুমি একটি চরম লম্পট—জেনি ঠোঁট ফুলিয়ে বলল।

ববি মৃদু হেসে সিগারেট ধরালো। লাইটারটা সোফার ওপর ছুঁড়ে ফেললো।

—আমি অবশ্য তোমার জন্য একটা দায়িত্ব অনুভব করছি। যতই হোক, আমিই তোমার প্রথম—। এটা আমাকে অনেকটা গর্বিত করছে অবশ্যই, মনে হচ্ছে আমরা দুজনে একটা ভালো জোড়া হব, উই ক্যান বি আ গুড টিম—আই অ্যাণ্ড ইউ—যদি তুমি সব কিছু নষ্ট করে না দাও।

—এতে আমি কি পাব?

—দূর! একথা বলার চেষ্টা করো না যে তুমি এনজয় করো নি। বরং তুমি যথেষ্ট পারদর্শীতা দেখিয়েছ। হা! হা! তোমার মুভমেন্ট ওয়াজ বেটার দ্যান আ রাম্বা ডান্সার। হাঃ হাঃ—

—আমার নিজেকে ঘেন্না লাগছে। নোংরা মনে হচ্ছে।

—তাই তো বলছি, ওই দিকে শাওয়ারে যাও।

আর কোন কথা নয়। দুজনে দুজনকে চুপচাপ দেখছে, মুখোমুখি। জেনির চোখে স্পষ্ট ঘৃণা, আর ববির চোখ এখনও জেনি উলংগ অবস্থা উপভোগ করছে। জেনির চোখ জ্বলছে, কালো চুলের গুচ্ছ কাঁধের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। ওপর থেকে তাকে এক প্যাসোনেট মেয়ে বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তার মনের অবস্থা ঠিক বিপরীত।

.....হঠাৎ দরজায় কলিং বেল বেজে উঠলো। দুজনেই চমকে উঠে পরস্পরের দিকে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকালো ববি তাড়াতাড়ি প্যাণ্টটা পরলো।

জেনি জিজ্ঞেস করলো—কে! কে এলো এখন?

—দেখছি।

প্যাণ্টের জিপ আটকে, তাড়াতাড়ি চুলে একটু চিরুনি বুলিয়ে ববি দরজার কাছে এগিয়ে গেল। দরজার হাতলে হাত রেখে মুখ ঘুরিয়ে সে জেনিকে বলল—তুমি এখন একটু লুকিয়ে থাকো।

জেনি অন্য ঘরে গেল। দরজা খুললো ববি। যেন একটি ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে, পেছনে অস্তমিত সূর্য।

—ইয়েস! ববির কৌতূহলী প্রশ্ন।

—হ্যালো ববি, আমাকে কি চেনো? আমি নিক ভার্ডার।

॥ ৫ ॥

—সত্যি, আজ আমার কি সৌভাগ্য। একের পর এক বিখ্যাত ব্যাক্তি আমার বাড়ি আজ অতিথি হচ্ছেন। আচ্ছা, আপনার নামটা দয়া করে আরেকবার বলুন তো! গুস্তাফ ফ্লবিয়ের? আলেকজাণ্ডার ডুমা? জর্জ সিমেনন?

আঙুল মটকে ববি আর্নল্ড এবার মুচকি হাসে আবার—ও, হ্যাঁ, এইবার মনে পড়েছে। আপনার নাম মিকি স্পিলেন!

গম্ভীর সুরে নিক বলে—এত মাথা ঘামানোর কিছু নেই আমার নাম নিয়ে। শুধু আমার প্রেমিকা জেনি ও' ব্রায়েনকে বেরিয়ে আসতে বলো।

—কমরেড, তুমি ভুল করছো। এনামে আমি কাউকে চিনি না।

নিক ভার্ডার এবার ববির দিকে ভালো করে তাকালো। স্লিম চেহারার লম্বা, লালচুলের এক সুন্দর প্লেবয়। শুধু এই দেখেই কি জেনি বা ম্যানহাটানের অর্ধেক মেয়ে এর ব্যাপারে এত ক্রেজি? আপন মনে মাথা নেড়ে নিক ভাবে, যদি সে একশ বছর বাঁচে, তবু কিছু নারীচরিত্র তার কাছে দুর্বোধ্য থেকে যাবে।

নিক এবার পায়ের পেশী শক্ত করে একটু ছড়িয়ে দাঁড়ালো।

—দেখ ববি, আমরা খেলা করতে পারি, আবার সোজাসুজি কথা বলতে পারি। আমি জানি, জেনি এখানে প্রায়ই আসে।

—তাই নাকি!—ববি চিরুনি চালিয়ে চুলটা ফুলিয়ে নিয়ে মুকুট বানাতে লাগলো। নিক যদি পাঁচ ফুট এগার ইঞ্চি হয়, তবে ববি অন্ততঃ নিকের চেয়ে দেড়ইঞ্চি লম্বা। হাসিমুখে সে উত্তর দিল—আমি তোমাকে ড্রিংক্সের জন্য ইনভাইট করতে পারি কমরেড, কিন্তু এই মুহূর্তে, তুমি দেখতেই পাচ্ছ, আমি ঠিক প্রস্তুত নই।

নিকের গলার স্বর এবার কঠোর—শোন ব্রাদার। এই মুহূর্তে তুমি জেনিকে ডাকো। নয়তো আমাকেই ভেতরে গিয়ে ওকে টেনে বের করতে হবে।

ববি আবার হাসলো, কাঁধে ঝোলানো তোয়ালের কোনা দিয়ে চিরুনি পরিষ্কার করলো—কমরেড, আমি তোমাকে এভাবে কথা বলতে অ্যালাও করব না, যদি না তুমি গ্যারান্টি দাও এখানে জেনি নামে কাউকে তুমি খুঁজে পাবেই।

এবার কোন কথা না বলে নিক ববির পাশ কাটিয়ে আধা-অন্ধকার ঘরের মধ্যে ঢুকতে গেল। সে দেখতে পায় নি ঘুঁষিটা ধেয়ে আসছে। শূন্যে দ্রুত বেগে ধাবিত সেই মুষ্টাঘাত সজোরে নিকের চোয়ালে আঘাত হানলো। কয়েক সেকেন্ডের জন্য চোখে হলুদ তারা দেখলো নিক। দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেললো কয়েক মুহূর্ত। যখন চোখের দৃষ্টি ফিরে এলো, নিক দেখলো সে দরজার বাইরে ধুলোর ওপর বসে রয়েছে।

ববি হাসছে দরজার কাছে।

—আর কিছু বলবে কমরেড? আজকের ওয়েদার কেমন আমাকে পরে জানিও।

নিক নিজের পাঁজরে হাত ঘষলো। প্লেবয় তাকে সত্যি আচমকা বোকা বানিয়েছে। পাঞ্চটা অবশ্যই হেভিওয়েট বক্সারের পাঞ্চ।

নিক বলল—একটু বাইরে এসো, নিজেই বুঝবে ওয়েদার কেমন!

—ও, না না—কমরেড, হামাগুড়ি দেওয়া আমার ধাত নয়। যাই হোক, নিমন্ত্রণটা মনে রাখব, ধন্যবাদ।

নিক উঠে দাঁড়িয়ে প্যান্টের পেছন দিকের ধুলো ঝাড়লো। ববি তার হাতের উল্টো পিঠের ছড়ে যাওয়া জায়গাটা পরীক্ষা করছে।

ববি বলল—এখন ব্যাপারটা মন্দ হয়েছে বলব না। তবে অন্য সময়ে ভালো করে খেলা যাবে। ও কে, কমরেড? এখন আমি একটু ব্যস্ত, তাড়াতাড়ি ড্রেস করে ছুটতে হবে।

একটু 'কিন্তু' সুরে নিক বলল—আসলে 'দুঃখিত' বলা উচিৎ আমার।

পরমুহূর্তে নিক দ্রুত লেফট্ হুক চালালো, কিন্তু ববি আর্নল্ডের রিফ্লেক্স অ্যাকশন বিদ্যুতের মতো। সে কনুই দিয়ে ঘুঁষিটা আটকে দিল।

কিন্তু বাঁ হাতের ঘুষিটা একটা ট্রায়ালমাত্র। নিকের সমস্ত শক্তি ডানহাতে। চকিতে তার রাইট হুক্ ববির পাঁজরে মারাত্মক আঘাত হানলো, দরজার পেছনে উল্টে পড়লো ববি —দম বন্ধ হয়ে এলো তার, চোখে বন্য-শূন্যতা।

এইবার ঘরে ঢুকে নিক কিছুটা এলোপাথাড়ি হাত চালালো। ঘরের মধ্যে লড়াই, ববি চেষ্টা করতে লাগলো এড়িয়ে যেতে। তার মুখ এখন রক্তশূন্য সাদা, লম্বা চুল ছড়িয়ে পড়েছে কপালের ওপর, চকচকে হলুদ সাপের মতো নাচতে শুরু করেছে।

নিক এবার ববির টার্কিশ তোয়ালেটা খামচে ধরলো, আর এবার তার মুষ্টাঘাত গিয়ে পড়লো ববির মুখের ওপর। পরপর চলতে থাকলো—একটি লেফট্ হুক মুখের প্রায় সেই জায়গাতেই, আর নাকের নিচে আরেকটা। ববির শরীরটা এবার গড়িয়ে গেল হাইস্পীড্ ট্যাঙ্কির মতো, যেন ব্রেক ফেল করেছে।

সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে রাস্তায় এসে পড়েছে ওরা বড় রাস্তার ওপর সানসেটের হলুদ আলো। নিক এবার উঠে গিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকলো। ববির দেহটা এখন কুঁকড়ে পড়ে আছে।

মুহূর্ত কাটতে লাগলো, নিক প্রায় টলতে টলতে স্টেডি হবার প্রয়াসী। শেষমেশ ববির মাথায় একটা প্রচণ্ড লাথি কষিয়ে দিয়ে নিক তাকে পুরো জ্ঞানহারা করে দিল। ববির গলা দিয়ে এক গভীর ঘুমে মগ্ন মানুষের ঘড়ঘড় শব্দ বেরিয়ে এলো।

রাগে অপমানে সর্বাঙ্গ জ্বলছিল নিকের। টেবিলের ওপর ককটেল যন্ত্রটা দেখে সেটাই হাতে তুলে নিল। ওর মধ্যে অনেকটা পানীয় রয়েছে, বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা,. কেউ একা একা ককটেল এমন সময় খায় না। পাত্র নিঃশেষ করে মুখে ঢাললো নিক। র' প্রিপারেশন-পূর্ব লিকারঃগলা বুক জ্বলে গেল। প্রায়-খালি পাত্রটা সোফার ওপর ছুঁড়ে ফেলায় কভারের খানিকটা অংশে দাগ ধরে গেল।

—জেনি!

নিক চিৎকার করে উঠলো।

ঝোড়ো হাওয়ায় কম্পিত গাছের পাতার মতো জেনি কোনমতে খাটের তলায় আরও নিঁখিয়ে গেল। বুকের কাছে জামার কাপড় তেমনই জড়ো করে ধরা। মনে মনে প্রার্থনা—হে ভগবান, উদ্ধার করো।

নিক সারা ফ্ল্যাটে এ ঘর-ও ঘর দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। দরজা খুলছে, বন্ধ করছে, বেসমেন্টের দিকে নেমে গেল, আবার ফিরে এলো ঘরে। নিক নিশ্চিত—জেনি এখানেই ছিল। এখনও আছে। মেঝেতে যে সিগারেটের টুকরো কুড়িয়ে পেল সে, তাতে লিপস্টিকের রঙ রয়েছে। অর্ধ-শূন্য পানীয়ের গেলাসের কানায় সেই রঙ—এবং এই রঙ নিকের অপরিচিত নয়। আরও

কিছু বোঝা যাচ্ছে—সোফাটার এমন ভগ্নদশা কেন? খুব স্বাভাবিক—এর ওপর ববি কোন নারীর সাথে কুস্তি লড়ছিলো—এবং সেই নারী জেনি হওয়া অসম্ভব নয়।

কিন্তু জেনিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এখন। ইতিমধ্যে জ্ঞান ফিরে পেয়েছে ববি। সিঁড়ি দিয়ে পাক খেতে খেতে উঠে আসছে। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তারই আবার মুখোমুখি নিক। ববি যেন অনেকটা আহত জানোয়ার। নিজের মুখের লালা সঞ্চয় করে প্লেবয়ের ফেসের ওপর এক রাশ থুথু ছিটিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলো নিক। নুড়িভরা পথের ওপর দাড়িয়ে কয়েক সেকেণ্ড ভাবলো—এখন কি করা! তারপর দৌড়ে গিয়ে তার জাগুয়ারে উঠে বসলো।

হ্যাঁ, একটা আইডিয়া মাথায় এসেছে। জেনির অবশ্য গার্লফ্রেণ্ড বেশি নেই। তবু যে দু-একজন আছে, তাদের কাছেই খোঁজ নিতে হবে। প্রথমে জ্যাকলিনকে ফোন করাই ভালো।

চলে গেল নিক।

পাঁচ মিনিট পর জেনি পোশাক পরে বাইরের ঘরে পা দিল। ববি দুহাতে মাথা ধরে সোফার ওপর বসে ছিল। সেদিকে কোন নজর দিল না জেনি। রিসিভার তুলে নিউ ইয়র্ক সিটির একটি নাম্বার ডায়াল ঘোরালো।

বেশ কিছুক্ষণ রিং হওয়ার পর ওপারে এক নারীকণ্ঠ—হ্যালো, কে!

—জ্যাকলিন। শোন, আমি জেনি বলছি।

—আরে, কতবার বলেছি আমায় 'জ্যাকি' বলে ডাকবে।.....যাইহোক, এখন খবরদার বলো না আমাদের লাঞ্চের তারিখটা বাতিল করতে হবে। আমি ঠিক করে ফেলেছি তোমায় নিয়ে একটি পরম সুন্দর জার্মান রেস্টুরেণ্টে যাব—ইয়র্কভিলের কাছে—

—জ্যাকি! প্লীজ!—জেনির দম ফেটে আসছে—প্লীজ, আমাকে একটা ফেবার করো। মনে হয়, নিক তোমার বাড়ি যাচ্ছে। ওকে বলবে, আমি এইমাত্র তোমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছি, বুঝেছ?

—না, এটা ঠিক হবে না। আমার বন্ধুত্বের সুযোগ নিচ্ছ তুমি, আমায় দিয়ে মিথ্যে বলাবে? বলোতো নিক কেন তোমার পেছনে এমন হন্যে হয়ে ছুটছে এখন?

—পরে বলব, সব বলব। এখন নয়, প্লীজ। নিক এতক্ষণ এখানেই ছিল, আর এইমাত্র—

—এখানে ছিল। মানে কোথায় ছিল?

—এই ববি আর্নল্ডের বাড়ি। নিক ববিকে বেদম পিটিয়েছে, আমাকে বিছানার তলায় লুকোতে হয়েছিলো।

—বাঃ, সাবাস নিক! ওই ববিটা একটা একনম্বরের ভণ্ড। একথা তোমায় আর কতবার বলব বলতে পারো? ববি ভাবে—টাকা আর লালচুলের সৌন্দর্য্য দিয়ে সে যা খুশি পেতে পারে। শোন বন্ধু, আমি তোমায় আরেকটা খবর দিই, ববির গণ্ডগোল শুরু হয়েছে। বেশ কয়েকটা গুন্ডাগোছের ছেলের সাথে ওর ঝামেলা বেঁধেছে। ও শীগগীরই মরবে।

—জ্যাকি, প্লীজ।

—ঠিক আছে, ঠাণ্ডা হও। রিল্যাক্স—

জ্যাকলিন ফোন রেখে দিল।

জেনি আবার জামার ভাঁজ ঠিক করতে করতে বলল—অত স্মার্টভাব দেখিয়ে দরজা খোলা তোমার ঠিক হয় নি, ববি।

মাথা তুললো ববি। বিরক্ত—কোথায় যাচ্ছ তুমি? ও ব্যাটা এখন আর ফিরবে না।

—আমি সে কথা ভাবছি না।

ববি উঠে দাঁড়ালো। মুখ কেটে রক্ত ঝরছে, চোখ লাল হয়ে উঠেছে। গলার স্বরে ঘৃণা।

—হতে পারে, নিকের জোর আমার চেয়ে বেশি। কিন্তু তোমার জোর আমার চেয়ে বেশি নয়। বোনটি আমার, এখুনি পোশাক খুলে ফেলো। এরকম একটা ধকলের পর এবার আমার যথেষ্ট আরাম দরকার।

—তুমি এরমধ্যেই আমার থেকে যথেষ্ট নিয়েছ। এবার আমার সাথে নিকের ঝামেলা বাড়িয়ে দিলে। জ্যাকি বলল—তুমি একটি বাকসর্বস্ব মানুষ।

—জ্যাকি জাহান্নামে যাক। কিন্তু তোমায় তো আমি বিশেষ নিমন্ত্রণ করে আমার ঘরে ডাকিনি। তুমি একটি মেয়ে, সকাল দশটায় নিজেই আমার ঘরে এসেছ, এমন কি তার জন্য কাজ থেকে ছুটি পর্যন্ত নিয়েছ। এখন বলো—এতে আমি কি ধরে নেব? পরিষ্কার ব্যাপার, তুমি এসেছিলে আমার উপর নখ বসিয়ে কিছু আদায় করতে, এবং সেই প্রসেসে তোমার 'ভার্জিনিটি' খোয়াতে!

—ইউ বাস্টার্ড।

—তুমি বাজি লড়েছ এবং হেরে গেছ।.....এখন তাড়াতাড়ি কাপড় খোলো, নয়তো আমি সব কিছু ছিঁড়ে ফেলব। তখন তোমায় ভালোই দেখাবে অবশ্য, কিন্তু সেই ছেঁড়া ফাটা পোশাকে তোমার গুণ্ডা বয়ফ্রেণ্ডের কাছে যাবে কি করে?

॥ ৬ ॥

জ্যাকলিন (কল্ মি জ্যাকি, ডার্লিং) থর্নবার্ন দ্যর্ গ্র জাগের রেস্টুরেণ্টে চুপচাপ বসেছিল নিক ভার্ডারের অপেক্ষায়। তার নতুন শিকার। ৮৬ নং স্ট্রীটের এই রেস্টুরেণ্টের একটি নির্জন প্রায়-অন্ধকার কোনে বসেছিলো সে। জেনির টেলিফোনের কয়েক মিনিট পরেই যখন নিকের ফোন এলো, তখনই জ্যাকলিন বুঝে নিয়েছে তার জীবনে এক নতুন পুরুষ পা ফেললো. ইতিমধ্যেই তাকে সে নগ্ন করেছে এবং শয্যায় নিয়ে গেছে।

পুরুষদের সাথে মেশার জগতের ব্যস্ততার মধ্যেই জ্যাকলিন ইয়র্কভিলের এই দ্যর গ্র জাগের রেস্টুরেণ্টে বিরাট এক গেলাস Birlinerweisser নিয়ে বসতে ভালোবাসে। এখানে যে গানগুলো বাজে সেগুলো তার খুব প্রিয়। যেমন Komn spiet mit mir blinde kuh, Wenn die Elizabeth, Ich kiisse ihre Haud, Madame, এবং Wer in Friihling keine Braut hat।

এই সব গান শুনতে শুনতে নানা স্মৃতিচারণ করতে ভালবাসে সে, এমন কি মাঝে মাঝে চোখে জল এসে যায়। পাগল হয়ে সে যেন প্রথম মানুষটিকে খুঁজতে চায়। তার কাছে নিজেকে সঁপে দিতে চায়।

বহু লোক জ্যাকলিনকে চেনে, কিন্তু কেউ জানেনা তার মনের এই একক ভ্রমণ। এ কথা সত্যি, তার ছোটবেলা ভালো কাটেনি। প্রথমতঃ তার নাম জ্যাকলিন নয়। এমন কি পদবী থর্নবার্নও নয়। বার্লিনের একটা ভাঙ্গা জায়গা হিন্ডা গোয়েরিং-এ তার জন্ম। ছোটবেলা নিয়ে তার চিন্তার বাড়াবাড়ির সমালোচনা করতে পারা যায়, কিন্তু 'গোয়েরিং' পদবী থেকে সে উদ্ধার পেতে চেয়েছে, এটার জন্য দোষ দেওয়া যায় না। ১৯৩০ সালে যারা বার্লিন ছেড়ে পালিয়েছিল, তারা বেশির ভাগই রিফিউজি। জ্যাকলিনের পরিবার উদ্বাস্তু ছিল না। অবশ্য খুবই

গোলমেলে পরিবার। সবকটা কাকা স্প্যানের কুখ্যাত জেলে দিন কাটিয়েছে, কাকীমাগুলো বেশ্যাগিরি করতো, প্রায়ই পুলিশের হাতে নাস্তানাবুদ হতো। পুলিশের হাতে পড়াতে মেডিকাল চেক-আপ হতো, তবুও দু-এক হপ্তা হাজতের মধ্যে ছুটি কাটাত ওরা। এমনই বদনামী পল্লীতে বড় হয়েছে জ্যাকি। ছোটবেলা থেকেই অপরিমিত 'মাংসের বাজার' আর যৌনক্রীড়া দেখে দেখে তার মনে অদ্ভুত অতৃপ্ত একটা খিদে জেগে ওঠে। আজও সেই খিদেকে নিবৃত্ত করা, তৃপ্ত করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

১৯৩৯ সালে পরিবারের সাথে জ্যাকলিন জলযাত্রায় হামবুর্গ থেকে লণ্ডনে রওনা হয়। নৌকো রিফিউজিতে ভর্তি, প্রত্যেকে যার যার জিনিস বুকে আঁকড়ে বসেছিলো। ট্রাঙ্ক, বাক্স-প্যাটরায় ভরে গিয়েছিলো, বোটে জায়গা ছিল না একটুও। জ্যাকলিনের আংকল কার্টের চেহারাটা ছিল এক দৈত্যাকার ভালুকের মতো। কার্ট ওই জার্নির সময় বার্লিনের এক হীরের ব্যবসায়ীর সাথে বেশ ভাব জমিয়ে ফেলে। সেই ব্যবসাদার বুঝিয়েছিল—টাকার চেয়ে জুয়েলারির দাম অনেক বেশি।

তারপরেই নাটক। সন্ধ্যের কিছু পরেই হঠাৎ দেখা গেল, সেই ব্যবসায়ী ইংলিশ চ্যানেলের জলে হাবুডুবু খাচ্ছে, আর কার্ট গোয়েরিং শান্ত মনে ডেকে পায়চারি করছে। তখন তার এক পকেটে পাঁচ হাজার জার্মান মুদ্রা, আর তার হাতে ঝুলন্ত ভেলভেটের একটা ব্যাগ—হীরের বড়বড় খণ্ড তার মধ্যে, আনকাট্ ডায়মণ্ডস্।

ইংল্যাণ্ডে এসে কার্ট গোয়েরিং নতুন নাম গ্রহণ করলো—কার্টিস থর্নবার্ন। প্রথমে লণ্ডনের বণ্ড স্ট্রীটে ডেরা বাঁধলো, আর কয়েকমাস পরেই এসেক্সের একটি পুরোনো বিরাট বাড়িতে সারা পরিবার নিয়ে উঠে এলো। জ্যাকলিন বেশ একটা ভালো স্কুলে ভর্তি হলো, কিন্তু পর পর স্কুল বদলাতে হলো—ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে নানারকম আপত্তিকর আচরণের জন্য।

এই কার্টিস থর্নবার্ন এরপর এক বিধবার প্রেমে পড়লো। কিন্তু ফ্যামিলির তীব্র অসন্তোষে এই বিয়ে করা মুস্কিল, তাই সে একদিন চুপচাপ গোটা পরিবারকে আমেরিকাগামী জাহাজে তুলে দিল, এবং সেই বিধবাকে এবার বিয়ে করতে পারলো।

এরপর হলো আরেক নাটক। ১৯৪৫ সালে। একটা বড় বোমা কার্টিসের বাড়ির সামনে এসে পড়লো, কিন্তু ফাটলো না। বোমাটা সকলকে তটস্থ করে সাতদিন ঘুমিয়ে রইলো। ঠিক যখন সবাই একটু সাহস ফিরে পাচ্ছে, তখনই ওটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সব লণ্ডভণ্ড করে উড়িয়ে দিল। জ্যাকলিনের পরিবারে সকলে হয় মৃত, নয় ছন্নছাড়া নিরুদ্দেশ। কিন্তু এই দুর্ঘটনায় জ্যাকলিনের অন্য একটা বিশাল সুবিধে হলো, ভাগ্য খুলে গেল তার। সে তখন 'ড্যাজ্‌লিং ডায়মণ্ড লিমিটেড' নামে কোম্পানীর একমাত্র উত্তরাধিকারী বলে স্বীকৃতি পেল। আরও ভালো কথা। লোকে তাকে জানতো লেডি গ্রাহাম-ব্র্যাডবেরির ভাইঝি হিসেবে। এই লেডি গ্রাহামই হলো কার্টিসের সেই বিধবা প্রেমিকা যাকে সে বিয়ে করেছিলো।

এইবার জ্যাকলিনের নতুন জীবন শুরু। গসিপ ম্যাগাজিনের বিশেষ কলামে প্রায়ই তার খবর বেরোত। শীতকালে জামাইকায় কাটতো তার দিন, গ্রীষ্মে কান্‌সে। নিন্দুকেরা বলে, এবার থেকে সে ইউরোপ-আমেরিকার পুরুষদের তার খাদ্যতালিকায় স্থান দিল।

এই মুহূর্তে রেস্টুরেন্টের এই নির্জন প্রায় অন্ধকার কোনায় বসে মনের সিনেমায় নিজের অতীতটাকে দেখছিল জ্যাকলিন। ওয়েটারের কথায় ধ্যান ভাঙ্গলো।

—মাননীয়া! অর্কেস্ট্রায় আপনার পছন্দ মতো কোন মিউজিক শুনতে চান?

হঠাৎ ক্ষেপে গেল জ্যাকলিন—ইউ, সন-অব-বিচ, ভাগো। আমাকে চেন কি! আমি ফ্রলিন থর্নবার্ন।

ওয়েটার ভয় পেয়ে চুপ করে গেল। জ্যাকলিন বরাবর ভালো টিপস দেয়।

—ঠিক আছে, এক কাজ করো। ওদের বলো লিলিয়ান হার্ভে নাম্বারটা বাজাতে।

বয় হাসলো—ও, সেই Ich tanze mit dir in den Himmel hinein,—সেটাই তো?

—রাইট। ওই বাস্টার্ডদের বলো যেন যত্ন নিয়ে বাজায়। দেখে শুনে মনে হচ্ছে যেন ঘুমিয়ে পড়ছে।

জ্যাকলিন ঠিকই বলেছে। অর্কেস্ট্রায় পাঁচজন ক্লান্ত বুড়ো বাদ্যযন্ত্র হাতে হাই তুলছে।

জ্যাকলিন বলল—আর শোন, আমাকে বিরক্ত করো না, কারণ আমার অতিথি এসে গেছে, মাই ডেট টুডে।

জ্যাকলিন দেখতে পেয়েছে নিক এখন দরজার সামনে।

—ভদ্রলোককে কি সার্ভ করব? বয়ের জিজ্ঞাসা।

—উনি লেখক। এই বাস্টার্ড লেখকের দল বিয়ার ভালোবাসে। ওর জন্য তাই দাও।

—ইমপোর্টেড, না দেশি?

জ্যাকলিনের নীল চোখ এবার কালো হয়ে উঠলো—তুমি কি ঠাট্টা করছো? নাকি বেশি বুদ্ধিমান হতে চাইছো? ওর জন্য হোলস্টেইন নিয়ে এসো।

ওয়েটার মাথা নেড়ে চলে যাবার সময় জ্যাকলিন আবার ডাকলো—শোন, ওটা থাক। তুমি টুবর্গ বিয়ার দাও।

ওয়েটার আবার মাথা নেড়ে চলে যেতেই জ্যাকলিন বিড়বিড় করলো—দেশি মাল! ছিঃ।

নিক ভার্ডার এগিয়ে আসতেই জ্যাকলিন উঠে দাঁড়ালো। জ্যাকলিনের পরণে সবুজ রঙের 'শানটুং'—এই পোশাকে ওর ফিগার আর লালচুল বেশ মানিয়ে গেল।

—ডার্লিং!

হ্যাণ্ডশেক করার সময় নিক ওকে যতটা সম্ভব দ্রুত অথচ পরিপূর্ণভাবে জরিপ করে নিল। জ্যাকলিন থর্নবার্ন সম্পর্কে বহু কাহিনী সে আগেই শুনেছে। আজ মনে মনে স্বীকার করতে হচ্ছে—জ্যাকলিন সত্যিই সুন্দরী। হ্যাঁ, মেকাপ আছে, মাথায় পরচুলা থাকতে পারে, কিন্তু তার উত্তেজক শরীর যে কোন পুরুষের দৃষ্টিকে খুশি করবেই। দীর্ঘদেহী, ভরাট-বুক আর সুগঠিত নিতম্বের জ্যাকলিন আকর্ষণীয়া অবশ্যই।

—কেমন আছ, জ্যাকলিন?

নিজের সীটে বসলো জ্যাকলিন, এবং সেই সময় এমনভাবে নিচু ভঙ্গি করলো যাতে নিক তার শুভ্র গোলাকৃতি স্তনের উর্ধাংশ ভালোভাবে দেখতে পায়।

—কল মি জ্যাকি, ডার্লিং—সেই পুরনো কথা রিপিট করলো সে, এবার কটাক্ষ হানলো ধারালো ভঙ্গীতে। নিকে হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল।

—কি ড্রিংক করবে?

নিক একবার চারপাশে তাকালো। যদিও বিকেল, রেস্টুরেন্টে বেশ ভিড়। বেশির ভাগই জার্মান। মনে হলো, জ্যাকলিনের সঙ্গে দেখা করার ঠিক উপযুক্ত জায়গা এটা নয়।

—আমার পক্ষে বিয়ার ভালো।

জ্যাকলিন হাসলো। হ্যাঁ, ঠিক ধরেছে সে। আরে, কোন পুরুষ কি চায়, সেটা কি এখনও শিখতে হবে!

সিগারেট ধরালো নিক। সিগারেটের মুখে আগুনের দিকে তাকিয়ে বলল—তোমার সাথে আমি জেনি সম্পর্কে কিছু বলতে চাই।

—সেটা আগেই বুঝেছি। এ ছাড়া আমার সাথে তোমার অন্য কি কথা থাকতে পারে?

ওয়েটার ইমপোর্টেড বিয়ার নিয়ে এলো। খুব ঘটা করে বোতলের ওপরের লেবেল জ্যাকলিন এবং নিককে দেখালো। তারপর এমনভাবে গেলাসে ঢালতে লাগলো যেন সে Mumm-এর শ্যাম্পেন-1906 পরিবেশন করছে।

চলে গেল ওভার স্মার্ট ওয়েটার।

জ্যাকলিন বলল—তুমি কি এখনই অপ্রিয় সত্য শুনতে চাও? না কয়েক সিপ বিয়ার খেয়ে আগে মনের জোর আনবে?

নিক চোখ কুঞ্চিত করে, বলল—আমি আগে মার খেতে চাই, পরে পাল্টা মারি।

—তবে শোন, জেনি ও' ব্রায়েন তোমার কলের কয়েক মিনিট আগে ফোন করেছিলো।

—তারপর?

—তোমার কি বিশ্বাস হচ্ছে না! ঠিক আছে শুনলেই বুঝবে। ও বলল—তুমি গাড়ি নিয়ে ওখানে হাজির হয়েছিলে, আর ববি আর্নল্ডকে বেদম পিটিয়েছ। জেনি খাটের নিচে লুকিয়েছিলো সারাক্ষণ, যতক্ষণ তুমি সারা ফ্ল্যাটে দাপিয়ে বেড়িয়েছ ওকে খুঁজতে।

নিকের নিঃশ্বাস এবার দ্রুত—বলে যাও।

—তুমি চলে যাবার পরমুহূর্তেই ও আমাকে ফোন করলো। ও ঠিক যা বলেছে, আমি তাই বলছি—জ্যাকি, আমাকে একটা ফেবার করো। যদি নিক তোমার কাছে যায়, বলবে আমি এইমাত্র তোমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেছি।

—তুমি কি নিজেকে জেনির বন্ধু মনে করো?

—বন্ধু! হায় ডার্লিং, আমার বয়েস এখন উনত্রিশ বছর, এবং এই বয়েসেই আমি একটা ব্যাপার পরিষ্কার বুঝে গেছি—'বন্ধু' নামক কোন প্রাণী পৃথিবীতে নেই।

—আমি শুনেছি, ইউ আর আ বিচ্।

জ্যাকলিন তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাত নাড়লো—আমার মনে হয়, তুমি আমার সম্পর্কে শুধুমাত্র সেটুকুই শোননি। শোন, তুমি কি এখন ফালতু কথা বলে সময় নষ্ট করতে চাও? নাকি আমরা আসল কথায় আসব?

—কি বলতে চাও?

নিক প্রশ্ন করলেও নিজেই বিলক্ষণ বুঝেছে জ্যাকলিন কি বলতে চায়।

জ্যাকলিন তার পকেটবুক থেকে একটা ছোট্ট হাত আয়না বের করলো—এইখানে দেখ, আমার জীবনের বর্তমানের মানুষটাকে আমি খুঁজছি।

নিক ঢকঢক করে অনেকখানি বিয়ার খেল। ন্যাপকিন দিয়ে মুখের কোনা মুছে হাসলো—একদিনে দুবার। আরে ভাই, আমি এই মেয়েছেলের ব্যাপারে ক্লান্ত হয়ে গেছি।

জ্যাকলিন হেলান দিয়ে বসলো। মুখে তার বিজয়িনীর হাসি। সে বুঝে নিয়েছে—নিক ইতিমধ্যেই তার বিছানায় এসে পড়েছে।

—তোমার আত্মবিশ্বাস নেই?

—থাকা উচিৎ কি? বিশেষ করে একটা লালচুলো রোগাটে টেনিস প্লেয়ারের কাছে জেনিকে খোয়ালে কার—। যাকগে, শোন জ্যাকলিন—

নিক ঝুঁকে বসলো।

—কল মি জ্যাকি, ডার্লিং।

—ঠিক আছে, জ্যাকি! শোন, আমি জানি তুমি একটা পচা মিষ্টি ফল, তবু সুস্থ মস্তিষ্কের বহু লোক তোমাকে ফেরাবে না। তবু বলব, হে শাণিত দেহধারীণি, আমাদের সম্পর্কটা হবে ক্ষণস্থায়ী এবং শুধুমাত্র শরীরের সম্পর্ক। কারণ আমি জানি, যে মুহূর্তে আমি কাজ সেরে পেছন ফিরব, তুমি আমার পিঠে ছুরি চালাবে। তুমি যে ধরণের মহিলা তাতে মনে হয় ছুরিটার হ্যাণ্ডেলটা থাকবে রত্নখচিত, কিন্তু তাতে ছুরিকাঘাতের কষ্ট কম হবে না।

জ্যাকলিন চুপচাপ শুনলো, তারপর বলল—প্রকৃত মানুষ কিন্তু কোন আঘাত পায় না। যাই হোক, এখন আমার প্রয়োজন হচ্ছে একজন স্টেডি পুরুষ। কে জানে—সে হয়তো তুমিই, যার জন্য আমি অপেক্ষায় আছি।

কিন্তু নিক যেন জ্যাকলিনের কথা শুনতেই পায় নি। সে বলে চললো—দ্বিতীয়তঃ, তুমি একজন ধনী মহিলা। আমার সাথে সেদিক দিয়ে বেমানান। বিশেষ করে, বর্তমানে আমার অবস্থা একেবারেই দীনহীন। একেবারে নিচের তলায়।

চারপাশে আরেকবার দেখে নিয়ে নিক বলল—যেমন, এ জায়গাটা। এখানে আসা আমার মানিব্যাগের সাধ্যের মধ্যে নয়। এখানে আমি একদম বাইরের লোক।

জ্যাকলিন ধীরস্বরে উত্তর দিল—এটা ভালো, তুমি সোজাসুজি কথা বলো। এটা একটা বৈশিষ্ট্যও বটে। তবে, এও বুঝি, তুমি চোট না পেলে এত পরিষ্কার কথা বলতে না। হ্যাঁ, আমার যথেষ্ট টাকা আছে। কিন্তু কোন লোক যখন সেই টাকার কথা তোলে, তখন আমি আমার টাকার ব্যাগটা শক্ত করে ধরে থাকি, খুলতে চাই না। আমি আমার প্রেমিককে বড় জোর একজোড়া কাফলিং, চাবির রিং, সিগারেট লাইটার দিয়ে থাকি। খুব বিরল সময়ে হয়তো একটা রিস্টওয়াচ। এই রকম ছোটখাট জিনিস। তার বেশি কিছু নয়।

নিক বিয়ারের গেলাস একটু ঠেলে সরিয়ে রাখলো। চোখ ছোট করে মহিলাকে ভালো করে পরীক্ষা করতে চাইলো। ইতিমধ্যে অর্কেস্ট্রা নতুন সুর ধরেছে—"Benjamin, ich hab' wichts anzuziehn'—

নিক বলল—আমি কিন্তু মেয়ের দালাল নই।

জ্যাকলিন হাসলো—ওঃ, আমি ওই গানটা কি ভালবাসি, আই আম ক্রেজি ওভার দ্যাট সঙ।

নিক এইবার খুব শক্ত করে তার একটা হাত ধরলো, একটু জোরেই চাপ দিল।

—না, এত জোরে নয়, ব্যথা লাগছে।

—শোন, আমি তোমার টাকা চাইনা, এমন কি ওইসব কাফলিং-টাফলিং-ও নয়।

—বেশ, কিন্তু এই বিষয়ে এত টাচি হবার কিছু নেই। মেয়েরা মাঝে মধ্যেই ভালবাসা পেতে ভালবাসে। এটাও খুশির খবর, একজন পুরুষ আমাকে চায়, আমার টাকাকে নয়।

—এখুনিই বিছানায় যেতে চাও?

জ্যাকলিন তার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল।

—আসলে আমার বিকেলের প্রোগ্রাম ঠিক হয়ে আছে, কিছু কেনা-কাটা করব। তবে যদি তোমার প্রয়োজনটা বেশ আর্জেন্ট হয়, তবে আমি তোমার সেবা করতে পারি এখনই।

—রিল্যাক্স—নিক বলল। বিয়ারের গেলাস শেষ করলো—আজ রাতে একটা পার্টিতে যাবে?

—দুজনকে নিয়ে পার্টি?

—ওই আর কি—গ্রীনউইচ ভিলেজ অ্যাফেয়ার।

—ওঃ, না, না—ওইসব লোকগুলো—

—আমার একজন বন্ধু পার্টি দিচ্ছে। তুমি তাকে চেনো। সি. স্মিথ, মনে পড়ছে?

—সি . স্মিথ। না-না—

—আমার অন্য যে ক'জন বন্ধু আছে, ও তার মধ্যে একজন। তবে কথা দিচ্ছি, ওখানে শুধু নামে মাত্র দেখা দেব। তারপরে অন্যকোথাও যেতে পারি।

—আমার কথাগুলো মনে রেখো—

জ্যাকলিন ঠোঁট উল্টে অদ্ভুত হাসির ভঙ্গি করলো। ধরা-অধরা হাসি। ওই পাগলকরা ভঙ্গি দেখে নিকের ইচ্ছে হলো ঠোঁট দুটো এখুনিই কামড়ে ধরে।

॥ ৭ ॥

ফিফথ এভিনিউ-এর ট্রাফিক ফাঁকা হয়ে আসে নি। সেই রাস্তা ধরে বরফ-সাদা ক্যাডিলাক ধীর গতিতে চলছে, যেন একটা বিরাট ছারপোকা পিপড়ের আস্তানা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। ড্রাইভিং সীটে ববি আর্নল্ড, তার মুখে এখন মার-খাওয়ার চিহ্নগুলো ফুটে আছে। তার পাশেই বসে আছে জেনি ও ব্রায়েন। পরম সম্পদ সদ্য খোওয়ানোর আঘাত সে এখনও মানসিকভাবে সামলে উঠতে পারেনি।

এখানে গাড়ির মধ্যে অন্য যেসব আরোহী রয়েছে তারা জেনির শারীরিক কম্পনের সৃষ্টি করছে। সেই আরোহী দুজন রেসের বুকি সিল্ক লেনক্স এবং তার বডিগার্ড স্যামুয়েল।

জেনির সাহসে কুলোচ্ছে না সিল্কের দিকে একবার তাকায়। চুপচাপ উদাস দৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে সে অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছে—কি কুক্ষণে সে আজকের দিনটা ছুটি নিয়েছিলো। আজকের দিনটা তার মোহমুক্তির দিন। প্রথম, কুমারীত্ব থেকে মুক্তি। দ্বিতীয়তঃ, বোঝা গেল ববি আর্নল্ড একটি চরম অপদার্থ, উদ্ভ্রান্ত এক দালাল বিশেষ, তার গাড়িতে এই ফালতু 'বুকি'র উপস্থিতি প্রমাণ করছে তার দৌড় কতখানি।

সিল্ক লেনক্স জেনির পাশেই বসে। নিজের পা মেলে সে জেনির পায়ের দৈর্ঘ্য মাপছিলো। স্পষ্ট বুঝছিলো, জেনির পায়ের গোছ ও থাই বেশ সুগঠিত, শক্ত। ভাবছিলো, জেনি এখন দুজন কাস্টমার—ববি আর্নল্ড ও নিক ভার্ডার—নিয়ে কেমন খেলা খেলছে। কানে কানে পাশে বসা স্যামুয়েলের সাথে কিছু পরামর্শ করছিল সিল্ক।

—নিজেদের সার্কেলের মধ্যে রাখাই ভালো, কি বলো স্যামুয়েল?

—বুঝলাম না। স্যামুয়েল হাতের বড় বড় নখগুলো দেখতে দেখতে ভাবছিলো একটা নেল কাটার কেনার সময় হবে কিনা।

সিল্ক হাসলো—মহিলাকে জিজ্ঞেস করো।

ববি আর্নল্ডের হাত স্টিয়ারিংটাকে শক্ত করে ধরলো। সে সামনের রাস্তা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে পাশে জেনিকে দেখলো, তারপর আবার রাস্তার দিকে চোখ গেল। ববি ভাবতে লাগলো, সিল্ক কি ইতিমধ্যেই জেনির ব্যাপারে কৌতূহলী হয়ে উঠেছে।

—লেনস্ন, আমাকে আরও কিছু দিতে হবে ভাই।

—কোথায় পাব? তুমি তো জানো আমি কত কষ্টে ব্যবসা চালাচ্ছি। এখন গাড়ি চড়ছি, বন্ধুর বড় বড় বুকের সঙ্গিনীদের পেতে পারি, কিন্তু কিছুই তো জুটছে না।

জেনি বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললো। ববিকে বলল—তুমি কি একথা শোনার পরেও একে সহ্য করবে?

ববি শুধু চাপা স্বরে বলল—শাট আপ।

সিল্ক মন্তব্য করলো—ওর কোন উপায় নেই, হাত পা বাঁধা। কি বলো স্যামুয়েল?

স্যামুয়েল এখন নিজের জুতো জোড়া দেখছিলো। ব্রাউন শু-পালিশ দরকার। সেও কাটখোট্টা সুরে বলল—শুয়ারের বাচ্চা কি আর করতে পারে? আচ্ছা সিল্ক, তুমি কি ভাবছ? আমরা কি Woolworth-এর 'পাঁচ ও দশ'এ যাচ্ছি?

সিল্ক বলল—আর্নল্ডের পকেটে যথেষ্ট মাল আছে, পাঁচশোর ওপর হবে।

—ভগবান জানেন, আমার পকেটে কিছু নেই। কেন তোমরা বুঝছ না বলো তো—আর্নল্ড এবার বেশ বিরক্ত—লেনস্ন, আমি শেষ হয়ে এসেছি। আমার বয়েস যখন চল্লিশ হবে, তখন একটা ট্রাস্ট-ফাণ্ড থেকে বেশ কিছু টাকা পাব। এখন অল্পসল্প ধার পাওয়ার চেষ্টা করছি।

সিল্ক উত্তর দিল:আরে, আমি তোমাদের মতো ওরকম বড়লোক আর ট্রাস্টফাণ্ড অনেক দেখেছি। আমাকে বোকা ভেবনা। শোন আর্নল্ড, তোমার সেই স্পীড বোটটা কি হলো?

—ওটা ব্যাঙ্কে মর্টগেজ করা আছে।

সিল্ক একটুভেবে বলল—শোন ববি, আমাদের পাওনা গণ্ডা মিটমাট করে ফেলা দরকার। তুমি আমার কাছে যা পাও, আর আমি যা পাই, তাতে আমার যেটুকু পাওনা হয়, তার জন্য আমি তোমার এই ক্যাডিলাক গাড়িটা কিনতে পারি। এর দাম যা হবে, তাতে শোধবোধ হয়ে যাবে।

ববি জিজ্ঞেস করলো—ক্যাশ পেমেন্ট করবে তো?

—হ্যাঁ।

স্যামুয়েল যেন ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসলো—আরে সিল্ক, তুমি যে ক্ষেপে উঠলে, কালকেই তোমাকে ব্রুকলিনে আমার এক কাজিনের কাছে নিয়ে যাব, তার কাছে অনেক কম দামে ভালো গাড়ি পাবে।

এবার সিল্ক ধমক দিল—শট্ আপ।

স্যামুয়েল চুপ করে গেল।

কিন্তু কিন্তু সুরে ববি বলল—আমি ঠিক জানিনা সিল্ক, তবে লোকে বলে আমার গাড়িটার অনেক দাম। অন্ততঃ তুমি যা দিতে চাইছ তার চারগুণ বেশি।

সিল্ক কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল—আমার অফার আমি দিলাম। এরপর তোমার ব্যাপার। নয়তো আমার প্রপোজাল রাত আটটার মধ্যে মিটিয়ে দেবে। ঠিক আটটা—পাঁচ মিনিট আগেও না, পরেও না। যাস্ট এইট-ও ক্লক। বুঝেছ? অথবা আমার গুণ্ডার দল তৈরি হবে। আশা করি ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়েছে।

সিল্ক এবার জেনির দিকে তাকালো—আচ্ছা, জেনি, তুমিই বা ওই লেখকটাকে ছুঁড়ে ফেলছো না কেন?

জেনি তার বিশালবক্ষে আড়াআড়ি হাত রেখে গম্ভীর ভাবে জবাব দিল—তা নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না।

—আমি কিছুতেই বিশেষ মাথা ঘামাই না। এইমাত্র ববিকে যা বললাম, সেটা আমার সব পরিচয় নয়। আমি ব্যবসা করি বটে, তবে সময় সময় খানিকটা আরাম ভালোবাসি, আমার সাথে কিছুটা আরামের সময় দেবে কি?

জেনি এবার ববির দিকে তাকালো। সে একমনে গাড়ি চালাচ্ছে, যেন কোন কথাই তার কানে যায় নি। জেনি মুখ নিচু করে ভাবচে লাগলো। মনে অসম্ভব ঘৃণা নিয়ে সিল্কের কথার অর্থটা বিশদভাবে বুঝতে চেষ্টা করলো। সাথে সাথে শরীরের মধ্যে দিয়ে যেন একটা হিমশীতল বাতাস বইতে থাকলো।

সিল্ক বলল—ববি, কথা বলছো না কেন? মোজা চেঞ্জের মতো তুমি তো মেয়ে পাল্টাও!

হঠাৎ ববির মনে একটা নিষ্ঠুর ভাবনার উদয় হলো।

—সিল্ক, তুমি এই মেয়েটাকে পছন্দ করছো?

সিল্ক যেন লাফিয়ে উঠলো—ও হো, এইভাবে বলার কি আছে!

—তাহলে আমার গাড়ির জন্য দেড় হাজারের বদলে দুহাজার ডলার দিতে হবে। ইন্ ক্যাশ। আমি এখন তোমার সাথে এই গাড়ি সমেত জেনিকে অটোমোবাইল রেজিস্টেশন পুরো সই করে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুমি টাকটা ওর হাতে দিও। এবার ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়েছে?

সিল্ক এবার খুশি মনে জেনির উরুর সাথে নিজের উরু ভালো করে ঘষে নিল।

—হ্যাঁ, মিস্টার, এইবার পরিষ্কার। তুমি বুদ্ধিমান।

সিল্ক লেনক্সের জীবনে নারী মূল বিষয় ছিল না। সে ভালোবাসত সুন্দর পোশাক, পকেটে যথেষ্ট টাকা, আর বেশ ভালো একটা গাড়ি। এখন যা অবস্থা, সিল্কের ওয়াডরোবে যথেষ্ট পোশাক, পকেটে এবং ব্যাগে সব সময় মোটামুটি ভালোই টাকা আছে। কিন্তু ভালো গাড়ি এখনও হয় নি। এবং ভালো নারীও নয়। তাই গাড়ি আর নারী এখন প্রয়োজন।

সিল্কের সাধ দামী গাড়ি। ক্রিসলার ইম্পেরিয়াল, লিঙ্কন কণ্টিনেন্টাল অথবা ক্যাডিলাক এলডোরাডো। গাড়ি না থাকায় তাকে ট্যাক্সি নিতে হয়। এমন কি অসময়ে সাব-ওয়ে ট্রান্সপোর্ট ধরতে হয়। তবু সিল্ক লেনক্স কখনও শেভ্রলে বা ফোর্ড গাড়ি কিনবে না।

গাড়ির মতন নারী সম্পর্কেও তার একই মনোভাব। নিজের এবং প্রতিবেশী এলাকার মেয়েগুলো যাচ্ছে-তাই। নিউ ইয়র্ক আকসেন্টে কথাবার্তা, সস্তা রেডিমেড জামা কাপড়, বাজারে আদব-কায়দা তার অসহ্য। সিল্ক চায় একটি রিয়েল 'এ' ক্লাস মেয়ে।

সিল্ক বুঝেছে, প্রকৃত চালককে সব সময়েই উদ্যোগ নিতে হয়। ভাবনার চেয়ে কাজ অনেক মূল্যবান। এই মনোভাব তাকে ব্যবসায়ে উন্নতিতে সাহায্য করেছে। ভালো পোশাক, ভালো সব কিছুর সাথে একটি ভালো শ্রেণীর মেয়ে একান্ত দরকার। যেমন জেনি ও-ব্রায়েন। আজ রাতে আশা করা যায় সিল্কের জীবনের সব চাহিদা পূরণ হবে। অর্থাৎ অপূর্ণ দুই চাহিদা—গাড়ি ও নারী।

জুয়া খেলার পৃথিবী বেশ বড়, মস্তিষ্কসম্পন্ন মানুষের জন্য সেখানে যথেষ্ট জায়গা আছে। সিল্ক স্বপ্ন দেখতে থাকে—একটা দিন আসবে যখন এই ধনী ববি আর্নল্ড তার দরজায় মাথা ঠুকবে। সে তখন তাকে দোহন করে শুষে নেবে। তার কাছ থেকে আজকে এই দামী গাড়ি আর বক্ষগৌরবে ঐশ্বর্যশালিনী নারী, এই দুই সম্পদ ছিনতাই শুধু একটা সূচনা মাত্র। খেলা সবে শুরু।

আচ্ছা, ওই লেখক ব্যাটার কি হবে? সেই নিক ভার্ডার। বোবা ভবঘুরে। ওটাকেও কিছু ঘুষ দিতে হবে না কি? দিতে হলে, কত!

এই ভাবনাটা সিল্কের ফূর্তিভরা মনটাকে কিছুটা বিমর্ষ করলো। কি ঘটতে পারে? বলা মুস্কিল, কারণ এই পথে পতন-উত্থান চলতে থাকে। কোন ট্রেনার ঘোড়ার ভেতর 'ডোপ্' ঢুকিয়ে দিয়ে বিশাল লাভ করতে পারে একদিন। হ্যাঁ, কিছু জুয়াড়ি পর্য্যন্ত হঠাৎ বড়লোক হয়ে গেছে ভাগ্যজোরে। সিল্ক জানে, তার পথে বিশাল কোন ক্ষতি সহ্য করা সম্ভব নয়। ঘোড়ার মাঠে অন্যরকম প্রতিকূল পরিস্থিতি হলে সিল্ককে অন্যপথে উৎরাতে হয়েছে। ববি আর্নল্ড কত বলের বন্ধের সে বুঝেছে, সেইভাবেই চাল চেলেছে। এখন নিক ভার্ডারের এলেমটা বুঝতে হবে।

না, এত ভাবনা কিসের! নিক ভার্ডারও তো এখন বেশ কিছুটা ঝাড়-খাওয়া অবস্থায় রয়েছে। সিল্ক এখন ক্যাডিলাকের স্বপ্ন দেখতে শুরু করলো। পরক্ষণেই জেনির উরুর উষ্ণ স্পর্শ স্মরণে এলো। মনের পর্দায় ভেসে উঠলোঃএবার দুজন চিরাচরিত নারী-পুরুষের প্রিয় খেলা আরম্ভ করেছে। ইয়েস স্যার, দারুণ জমাটি খেলা। তার আগে স্যামুয়েলটাকে ভাগাতে হবে। হতে পারে, কিছু টাকা দিয়ে ওকে একটা দীর্ঘ সময়ের জন্য কোন একটা সিনেমা হলে পাঠিয়ে দিতে হবে। ব্যস্!.....

॥ ৮ ॥

এখন দুপুর। থার্ড এভিনিউ-এর একটি অফিস বিল্ডিং-এর বারোতলার ঘরে সি. স্মিথ জানলার ধারে বসে স্যাণ্ডউইচ খেতে খেতে 'ডেইলি নিউজ'-টার পাতায় চোখ বুলোচ্ছিল। কিছুক্ষণ আগে লাঞ্চে দু-ঘণ্টা কেটেছে, তারপর অফিসে ফিরে ডেস্কের ওপর জমে থাকা চিঠিপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্রগুলো দেখতে হয়। দ্রুতগতিতে সেই কাজ সেরে মেন'স্ রুমে গিয়ে একটু রিল্যাক্স করার সময় প্রায় বিকেল তিনটে। সি. স্মিথ তবু চুপচাপ বসে কাগজ পড়ছে এবং হাল্কা রিফ্রেশমেণ্ট কিছু খাচ্ছে।

বারবার দরজা খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে। সহকর্মী এসে যার যার কিউবিকেলে ঢুকে পড়ছে। সি. স্মিথ মৃদু হেসে সৌজন্য দেখিয়ে আবার কাগজে মন দিচ্ছে।

একটু পরে দরজায় টোকা। মহিলা কণ্ঠ—স্মিথ, আছ কি? খবরের কাগজ রেখে একটু বিরক্তি নিয়ে উঠে দাড়ায় স্মিথ, চুলটা হাত দিয়ে ঠিক করে দরজার কাছে যায়। ওঃ, স্যালির আগমন! এক ছোটখাট কালো চুল, সাদামাটা এক মেয়ে—যার শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য পরিপূর্ণ বুক।

—স্মিথ, সুপারভাইজারটা একদম পাগল হয়ে গেছে। অথচ, তুমিও দেরি করে এসেছ, বহুক্ষণ লাঞ্চে কাটালে। আর এখন আর কোন কাজ করবে না। কি মুস্কিল!

লম্বা গোঁফের দুকোণ কাঁপিয়ে হাসলো স্মিথ।

—হ্যাঁ, আমারও চিন্তা হচ্ছে। মানে, ওই সুপারভাইজারকে নিয়ে।

স্যালির মুখে উৎকণ্ঠা—কিন্তু তোমারই বা হয়েছেটা কি? তুমি যদি ওভারটাইম করতে না চাও, তাহলে আমাদের বাকী সকলের দ্বিগুন খাটনি বেড়ে যায় তোমার কাজ নিয়ে। তুমি তো জান কত আগে চিঠিপত্র সব চলে যাওয়ার কথা!

মাথার পাতলা চলে হাত বুলিয়ে হাসলো স্মিথ, ভাবতে লাগলো বড়-বড় বুকের এই ইডিয়ট মেয়েটাকে নিয়ে একটু খেলা করা যাবে কিনা।

—এক কাজ করো, বাইরে গিয়ে সুপারভাইজার মহিলাকে একটা কিছু বলো।

—আরে, কি বলব?

—বলো, আমার শরীর খারাপ।.....আচ্ছা, বেবি ডল্—

স্যালি একটু পিছিয়ে গেল। স্মিথকে ভালো করে দেখে বলল—আমার চোখে তো তোমাকে বেশ সুস্থ দেখাচ্ছে।

সি. স্মিথের হাতে দুই থাবা এখন পেয়ালার ভঙ্গি নিয়ে আচমকা সাপের মতো গতিতে এগিয়ে এসে বিনা ভূমিকায় স্যালির দুই স্তন চেপে ধরলো। হাতের সুখ স্পর্শে মনে হলো দুই শক্ত বাতাবি লেবু।

মুখে 'ছাড়ো' বললেও স্যালি নিজেকে ছাড়াবার কোন চেষ্টাই করলো না। তবু বললঃকি হচ্ছে স্মিথ! আফটার অল, ইট ইজ মেনস্ রুম।

উত্তেজিত স্মিথ তার নিজের কাজে এবার আরও বেশি করে মন-সংযোগ করলো। বিশাল বুক দুটোকে সে ধীরে ধীরে হাতের আদরে উত্তপ্ত করে তুললো।

—স্যালি, কি চেহারা বানিয়েছ?

স্যালি এবার চোখ বুজলো। বন্দিনীর ভঙ্গিতে স্মিথের মোটকা শরীরের ওপর লুটিয়ে আঃ -উঃ করতে শুরু করলো। নাকি সুরে বলল—কি বলছ কিছু বুঝতে পারছি না।

স্মিথ খুশি মনে এবার একটা হাত ওর ব্লাউজের মধ্যে প্রবেশ করালো। ব্র্যাসিয়ারের স্ট্রাপটা নিয়ে টানাটানি শুরু করলো।

—তুমি লক্ষ্মী মেয়ে, বুঝতেই পারছ কি চাইছি আমি।

স্যালি হাঁপাচ্ছে—তা বুঝতে পারছি অবশ্য।

—তবে ঠিক আছে। তোমাকে তৈরি করা যাবে তো?

ব্র্যাসিয়ারের স্ট্রাপ ছিড়ে পড়লো পচা ফিতের মতো, স্যালি যেন ছিটকে পড়লো টাইলস্ মেঝের ওপর। সাথে সাথেই স্মিথের চোখের সামনে একটা পরিবর্তন ঘটে গেল। অদ্ভুত কাণ্ড! মেয়েটার ভয়ংকর বুক লাফিয়ে উঠে নিচে গড়িয়ে গেল। ঝুলে পড়ার সাথে ফুটো বেলুনের মতো চুপসে গেল। শুধু বেলুন ফুটোর 'হিসস্' শব্দটা শোনা গেল না। তবে অন্য ধরনের আওয়াজ কানে এলো। দুটো শক্ত বলের মতো জিনিস স্মিথের বুটের ওপর ধপ করে পড়লো।

—হায় ভগবান! বলে স্মিথ নিচু হয়ে ফলস বুক জোড়ার একটা পিস কুড়িয়ে নিল।

কিন্তু স্যালি এবার উত্তেজনায় ভুগছে। তাই দেওয়ালে পিঠ দিয়ে সে নাটকীয় সুরে লেডি চ্যাটার্লির ভঙ্গিতে বিড়বিড় করে চলেছে—আমাকে নাও, এখুনিই, দোহাই তোমার, আমাকে বুঝিয়ে দাও আমি এক নারী। এখন, এই মুহূর্ত শুধু তোমার আর আমার!

স্মিথ এখন নকল বুক পরীক্ষায় মগ্ন।

—আরে বেবি, আমি আন্দাজ করেছিলাম কোথাও একটা গোলমাল আছে। তুমি যখন ঘরে ঢুকলে প্রথমে যেন তোমার বুক জোড়া ভেতরে এলো, তার পাঁচ মিনিট পরে তোমার বাকী ছোট্ট শরীরটা দেখা দিল। পিকিউলিয়ার! দূর ছাই—

স্যালি ছটফট করছে—এখন, স্মিথ, এখুনিই। সময় পেরিয়ে যাচ্ছে—

স্মিথ বলল—এই নকল বুকের কথা আমি শুনেছিলাম। কিন্তু এই প্রথম হাতে নিয়ে চোখে দেখলাম। দূর ছাই!

এরপরেই দ্রুত নাটকীয় দৃশ্য নতুন করে শুরু হলো। সেই সুপারভাইজার, লম্বা ঘোড়ামুখ এক মহিলা—রাফ্ ইংলিশ টুইডের জামা গায়ে—উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল—কোথায় গেল স্যালি! সে নিজের অফিস ঘর ছেড়ে স্যালির খোঁজে হলঘরে এসে দাঁড়ালো। লক্ষ্য করলো, দুজন এলিভেটর অপারেটর আর একজন তার অফিসকর্মী মেন'স রুমের দরজায় কান পেতে দাঁড়িয়ে আছে। সুপারভাইজার মহিলা থমকে গেল, সে স্যালির গলার আওয়াজ ঠিক শুনতে পেয়েছে, তাই সে ছুটে এসে মুখোশধারী উদ্ধারকর্মীদের মতো কান-পাতা লোকগুলোকে ঠেলে সরিয়ে মেনস রুমে দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

পাঁচ মিনিট পরের দৃশ্য। সি. স্মিথ রাস্তায় ঘুরছে, তার চাকরি গেছে। সে একটি চলন্ত ট্যাক্সি থামিয়ে ড্রাইভারকে বলল—গ্রীনউইচ ভিলেজের 'ফ্লাওয়ার স্পট' রেস্টুরেন্টে চলো।

গাড়ি পেছনের নরম চামড়ার সীটে স্মিথ একটু আয়াস করে বসার চেষ্টা করলো। ঠিক আছে, কুছ পরোয়া নেই। রেস্টুরেন্টে কিছুক্ষণ কাটিয়ে বাড়ি ফিরে আজ রাতেই পার্টিতে যাবে। জমাট পার্টি সারা রাত, ভোরবেলা এলাকার সবাই জানবে—হ্যাঁ, স্মিথ একখানা পার্টি দিয়েছে বটে!

কিন্তু স্যালির কি হলো?

সেটা স্মিথের জানা হয়নি এখনও।

হাউস্টন স্ট্রীট ছাড়িয়ে এভিনিউ অব আমেরিকার দিকে ফ্লাওয়ার স্পট রেস্টুরেন্ট। এটা একটা বাড়ি বলা যায়। বিটলরা সস্তা খাবারের জন্য এখানে ভিড় করে। খাদ্য অবশ্য বিশেষ সুস্বাদু নয়, কিন্তু গ্রাম্য মুর্গী প্রচুর পাওয়া যায়। আর একটা সুবিধে আছে, এখানে 'মিসেজ' রাখা যায়—ঠিক বার্তা ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাবে।

সিলিং বেশ নিচু, এ কোনা থেকে ও কোনা পর্যন্ত টেবিলে ঠাসা। সিলিং থেকে নানা ধরনের সস্তার জিনিস ঝুলছে—আলো, ছবি, খেলনা। দেয়ালের রঙ উঠে গেছে। এখানে আগন্তুক কিছু তথাকথিত শিল্পী তাদের কীর্তির প্রদর্শনী এখানে-ওখানে-সেখানে ছড়িয়ে রেখেছে। এটাই ডেকোরেশন, এর জন্য শিল্পীরা এক বোতল বিয়ার বা এক বাটি সুপ পেয়ে থাকে।

রেস্টুরেন্টের মালিক মিস্টার হেনরি প্রধান যেদিন এর উদ্বোধন করে সেদিন খুব একটা ভিড় জমেনি। নিন্দুকেরা রটিয়েছিল—খাবারের ডিশ ভালো করে ধোওয়া হয় না, ইত্যাদি ইত্যাদি। ঘরের আকাশে তামাকের কটু ধোঁয়া যেন ঝড়ো মেঘের মত ঘন। মেঝেতে—থুথু, খাবারের টুকরো, কুকুরের পায়খানা, অসুস্থ শিল্পীর বমি—কি নেই! (শোনা যায়, বহু শিল্পীই হেনরির রেস্টুরেন্টের খাবার খেয়ে বমি না করে পারে না।)

হেনরি—যে মালিক—তাকে সবাই এক কথায় বাস্টার্ড বলে তুচ্ছ করে। টাকমাথা, দাড়িওয়ালা, দন্তহীন রোগাটে চেহারার হেনরি একাধারে মালিক, প্রধান কুক, প্লেট ওয়াশার এবং ওয়েটার।

তাকে দেখা যায়, খাবারের প্লেট হাতে সারা ঘরে ঘুরছে, কিন্তু খাবার দেবার আগে হেনরি দাম নিয়ে নেয়। কাউকে ধারে খেতে দেওয়া তার নীতিবিরুদ্ধ। গরম সুপের বাটি হাতে নিয়ে সে টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ায়, কিন্তু কাস্টমার শিল্পী কাশতে কাশতে যতক্ষণ না দাম দিচ্ছে, ততক্ষণ খাবার টেবিলে রাখা হবে না। যদি খুচরো পেনি গুনতে খদ্দের টাইম নেয়, হেনরি গরম খাবারের প্লেট হাতে গার্ডের মতো শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। খাবারের ধোঁয়া তার লোমভরা নাকের ফুটোয় ঢুকে তাকে অস্বস্তি দিলেও সে ধৈর্য্য ধরে সহ্য করবে। তার নাকের জল গড়িয়ে যদি দু-এক ফোঁটা খাবারের ওপর ঝরে পড়ে, কিছু করার নেই।

—এক পেনি কম আছে।

বলা মাত্র কাস্টমারকে সেটা দিতে হবে। যদি না দিতে পারে, হেনরি চিৎকার করবে—বাইরে যান, মিস্টার। খাবারের প্লেট কাউন্টারে রেখে সে ফিরে আসবে সেই কাস্টমারকে তাড়িয়ে দেবার জন্য।

তবু লোকে এখানে আসে কেন? কারণ আছে। প্রথমতঃ, হেনরি অল্পদামে বেশি পরিমাণে খাবার দেয়; দ্বিতীয়তঃ, এখানে গোপন বা জরুরী বার্তা রাখার সুযোগ আছে। বার্তা পাওয়ারও। কিছু ম্যাগাজিন পাওয়া যায়। Paris Soir-এর পুরনো কপি থেকে শুরু করে সদ্য প্রকাশিত France-Amerique-ও এখানে মিলবে।

স্মিথের এই জায়গার প্রতি আকর্ষণের ভিন্ন একটা কারণ আছে। ফোর্থ এভিনিউ-এর বইয়ের দোকান ঘাঁটার পর এখানে হঠাৎ স্মিথ Cordos Bleu নামে একটা পুরনো বই পেয়ে যায়। ১৯০১ সালের এডিশন। ছেঁড়াফাটা এই বইটার বিশেষ প্রয়োজন ছিল স্মিথের। এই প্রাপ্তির সূত্রেই স্মিথ হেনরির ফেবারেট কাস্টমার হয়ে যায়।

নিক ভার্ডার কিছুক্ষণ পড়ে Racing Form-এর কপিটা সরিয়ে রাখে, ঘোলাটে কফিতে চুমুক দেয়। মনে পড়ে, রেসের বুকি সিঙ্ক লেনঅকে সে একশো ডলার দিয়েছে ব্ল্যাক বিগহেড ঘোড়ার পেছনে নাম্বার লাগাতে। সেটা বোকামি হয়েছে এখন নিক বুঝেছে। লেনঅকে এত তেল দিয়ে, খোসামোদ করে কি লাভ তার?

অন্যদিকে, জেনি ও ব্রায়েনের ব্যাপারটাও ভাবার মতো। অবশ্য দুজনের মধ্যে সব শেষ, এখন তাই মনে হচ্ছে। জ্যাকি থর্নবার্ন যা বলল, তারপর জেনিকে ফোন করারও কোন মানে হয় না। ভাবা যায় না—জেনি সেই সময় সারাক্ষণ ববি আর্নল্ডের বাড়িতে লুকিয়েছিল! দীর্ঘশ্বাস ফেলে নতুন কোন শপথ নিতে গিয়ে আবার সিগারেট ধরায় নিক, যদিও ধূমপানে পর্য্যন্ত ইচ্ছে হচ্ছে না।

আনমনে ধোঁয়া ছাড়লো নিক। এখন তার উচিৎ ছিল কোন পাবলিক লাইব্রেরিতে গিয়ে পড়াশুনো করা। কিছু রিসার্চের বিষয় রয়েছে। তার জীবন থেকে জেনি সরে গেছে, তবু তো এই জীবনটা কাটাতে হবে।

হঠাৎ সামনের দরজা খুলে গেল। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া এসে বদ্ধ ঘরে মশলার গন্ধভরা বাতাসের সাথে মিশলো। ফ্লাওয়ার স্পট-এর দরজায় দাঁড়িয়ে সি স্মিথ একজন অভিনেতার ভঙ্গিমায় দর্শকদলকে দেখছে। দু-একজনকে হ্যালো, হাই, বলে সে নিকের টেবিলের কাছে এগিয়ে এলো।

—ম্যান, কি ব্যাপার! চোট পেয়েছ নাকি? এখানে তোমাকে দেখার জন্য আমি বেঁচে থাকব, এটা আগে ভাবতে পারিনি।

একটা চেয়ার টেনে বসলো স্মিথ।

নিক বললঃতোমার সাথে কিছু কথা আছে।

—বিচ্ছেদ? আজ রাতেই নাকি হচ্ছে?

—হ্যাঁ, তবে জেনির ব্যাপারে নয়।

—যাই বলো। আমি অনেক দিন থেকেই লক্ষ্য করছি সে কাজগুলো ভালো করছে না। তবে.....হয়তো তুমি সেসব শুনতে চাও না, আর আমিও তোমাকে সব কিছু বলতে পারিনা। সরি! মেয়েটা আসতো যেন রাজপরিবারের কাজিন।

—আচ্ছা, তুমি জ্যাকলিন থর্নবার্নকে চেনো?

স্মিথ চোখ উল্টে, নিচের ঠোঁট ফুলিয়ে বিড়বিড় করলো —কল মি জ্যাকি, ডার্লিং!

—আমি পার্টিতে তাকে নিয়ে যাচ্ছি।

—শী ইজ আ বিচ্।

—সকলেই তো একবার করে চেষ্টা করেছে। এবার বোধহয় আমার পালা। দেখাই যাক না।

—তা তুমি শরীর নিয়ে যা খুশি করতে পারো। তাতে কোন বাধা নেই। কিন্তু—

অকস্মাৎ ভূতের মতো হেনরির উদয়।

—বলুন স্যার, কি চাই?

স্মিথের দিকে প্রাশিয়ানের ধাঁচে মাথা নিচু করে হেনরি—আমার ডিয়ারেস্ট কাস্টমার, আপনি যা খান, সেটাই দেব তো?

—সুপ, কফি আর ফ্রেঞ্চ ব্রেড। আর, হেনরি, আমি তোমাকে একটা ক্রিস্টমাস প্রেজেন্ট দেব। এক বাক্স রুমাল।

দন্তহীন হাসি হেনরির। মুখের ভেতরটা গুহা গহ্বরের মতো দেখালো।

—কৃতার্থ হলাম। কিন্তু রুমালগুলো চাই বিশুদ্ধ আইরিশ লিনেনের।

আবার মাথা নত অভিবাদন জানিয়ে চলে যায় হেনরি, দূরে অন্ধকারে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যায়।

নিক জিজ্ঞেস করে—পার্টি কটার সময়?

—আমি তোমায় বলেছিলাম আটটায়। শোন ভাই, একটা বোতল অবশ্যই এনো।

সি. স্মিথ নিকের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট টেনে নেয়। ধোঁয়া ছেড়ে বলে—ভালো কথা, এখন থেকে আমি কিন্তু বেকার পার্লামেন্টের সদস্য, জানো কি?

—চাকরি ছেড়ে দিলে নাকি?

—হ্যাঁ, তাই। ছেড়েই দিলাম।

নিক চেয়ারে হেলান দিয়ে তার গোলমুখ সঙ্গীর দিকে তাকালো। আধা-অন্ধকারে মুখটা অতি অস্পষ্ট যদিও। কিছুক্ষণ পরে ঘুরে ফিরে জেনির চিন্তাই ফিরে এলো, কত সুন্দর কেটেছিলো বছরটা। আশ্চর্য, কিসের জন্য, ঠিক কি কারণে সব গোলমাল হয়ে গেল?

হ্যাঁ, নিকের নিজের মধ্যেই দুটো সত্তা রয়ে গেছে। একটা হলো বোহিমিয়ান ভবঘুরে জীবন, শিল্পীসুলভ চিন্তা। আরেকটা, সোজাসুজি পথে রক্ষণশীল ধাঁচের চাকরির নিরাপত্তা ও

শান্তির জীবন। এই দ্বিতীয় সত্তাটা জেনি তৈরি করেছিল। কিন্তু তার জন্য সম্পর্কের চিড় ধরবে কেন? জেনি নিকের সামনে নিজের দেহ মেলে দিত, পাশাপাশি তার লেখার কঠোর বিদ্রূপ করতো। সত্যিই নিকের পিঠে জেনি বেশ শক্তি নিয়ে চেপে বসতো। আচ্ছা, যদি নিক সাধারণ জীবনই বেছে নিত, রোজ ঘুম থেকে উঠে মুখ ধুয়ে পোশাক পরে রুটিন অফিস জীবন পথে সাবওয়ে ধরতো, কি পুরস্কার পেত সে? প্রতিরাতে পাঁচ মিনিটের জন্য বিছানার ওপর কুস্তি করা, এই তো। নিককে মানতেই হয়, শুধু একটা বিশাল উপভোগের দেহ ছাড়া জেনির আর আছেটা কি?

তবু, সত্যি কথা, সে জেনিকে চিনে উঠতে পারেনি। হয়তো শরীর ছাড়াও তার আরোও কিছু সম্পদ আছে, অন্য কোন গুণ—যা নিকের জানা নেই। তাতে বরঞ্চ ভয়ই বেড়ে যায়, কারণ নিক এখন তার ভবিষ্যৎ স্পষ্ট বুঝে উঠতে পারছে না। এতদিনের সম্পর্কটা কি ছিল? কিছু জড়াজড়ি, ভালো খাবার পোশাক ইত্যাদি নিয়ে কথা, আর প্রতিরাতে তর্কবিতর্ক।

কে দায়ী? কি ভাবে, কোন রাস্তা দিয়ে ববি আর্নল্ডের প্রবেশ যে তার 'ভার্জিনিটি' লুট করলো, এবং—খুব সম্ভব—তাতে জেনিকে তৃপ্ত করলো?

কম্পচোখে সে দেখতে থাকলো—ওরা দুজন, ববি ও জেনি। নগ্ন অবস্থায় দেহযুদ্ধে রত, জেনির সেই কঠিন, ক্রীম রঙের দুই উরু, ববির ক্লান্ত শরীর চিত হয়ে আর্চের মতো উঠছে, নামছে। জেনি মুখ হাঁ হয়ে গেছে। ধীর-দ্রুত-ধীর-দ্রুত ছন্দে শরীরের গতি মিলিয়ে নিঃশ্বাস নিচ্ছে সে। ববির হাসির শব্দ—যার মধ্যে জয় ও ঘৃণা দুইই মিশে আছে।

মরুক গে! নিক দুহাতে চোখের পাতা চেপে ধরলো। আচ্ছা, কি করে জেনি ববির সাথে এমন অমার্জনীয় অবাক-কাণ্ড ঘটাতে পারলো? না, না একি সম্ভব! নিক দুহাত মুঠো করে টেবিলের ওপর আঘাত করলো। ফলে কাচের গেলাসগুলো লাফিয়ে উঠলো। বড় ট্রে-টা মেঝেতে পড়ে ঝনঝন আওয়াজ ছড়ালো।

স্মিথ চেঁচিয়ে উঠলো—আরে, ম্যান, কি হয়েছে তোমার? আমার সুপ যে উল্টে গেল!

—ওঃ—নিক চোখ খুলে যেন বাস্তব জগতে ফিরে এলো। মাথা নিচু করেই সে হেনরির শরীরের রসুনের গন্ধভরা উগ্র উপস্থিতি টের পেল।

—উঠে পড়ুন মিস্টার। হাউস্টন স্ট্রীটে আমার এই ফ্লাওয়ার স্পটে কোন পাগল-ছাগলের জায়গা নেই। বুঝেছেন? এখন কেটে পড়ুন।

নিক উঠে দাঁড়ায়। টলতে টলতে দরজার দিকে এগোয়। স্মিথের দিকে তাকাবার প্রয়োজন বোধ করে না। অবশ্য পেছন থেকে স্মিথের গলা ভেসে আসে—রাতের পার্টির কথা ভুলো না কিন্তু! জমাট পার্টি হবে।

॥ ৯ ॥

সূর্য্যাস্তের শেষ আলো এসে পড়ছে ইস্ট রিভারের ওপর। দূরের তীরভূমি যেন একটা তামার চাঁদোয়া, আর এপারে ম্যানহাটনের দিকটা গভীর ছায়াচ্ছন্ন। ওপর জেনি ও ব্রায়েন দাঁড়িয়ে, ঠান্ডা বাতাসে তার চুল উড়ছে, উত্তপ্ত দুই গাল শীতল হয়ে যাচ্ছে।

সে এইমাত্র ববি আর্নল্ডের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে। সকালবেলায় ববির ঘরে নিক ভার্ডারের আগমনের স্মৃতি তার মনকে ভারাক্রান্ত করছে। অনুশোচনাও হচ্ছে। একি ঘটে গেল! অতি কষ্টে চোখের জল আটকাতে চেষ্টা করে সে, সারা শরীর এখনও কাঁপছে।

আর সেই জঘন্য রেসের বুকিটা! ওই সিঙ্ক লেনক্স! ববি এই ঠগটার কাছে তাকে পাঠালো গাড়ির রেজিস্ট্রেশনের কাগজপত্র দিয়ে। ছিঃ! না, সে এভাবে যেতে পারে না। কিছুতেই না।

জেনির জামাকাপড় এখন কুঁচকে গেছে, ময়লা হয়েছে। এমন একটা বিভ্রান্তি—জেনি বুঝে উঠতে পারছে না কোনদিকে যাবে। জানা কথা অবশ্য, সব মেয়ের জীবনেই এই ব্যাপারটা ঘটে। পাড়ার বহু মেয়ের কুমারীত্ব চোদ্দ বছর বয়েসেই শেষ হয়েছে, জেনি সেটা জানে। ওদের কাছে এটার অর্থ গভীর কিছু নয়ঃ অন্ধকার সিঁড়ির নিচে পরস্পরের গায়ে হাত দেওয়া, অপটু বিনিময়, তারপর একটা যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে দ্রুত অবসান। এতে কারুরই কোন তৃপ্তি হয় না। যেমন ববির সাথে ব্যাপারটা তার ঘটেছে। শুধু একটা অঘটন।

জেনি শুনেছিলো, মেয়েরা তার প্রথম জনকে, তার গ্রহণ করাকে সব চেয়ে ভালোবাসে। কিন্তু ববির কথা ভাবলে জেনির ঠিক সেইরকম ভালোবাসা মোটেই জাগে না। কেমন একটা মিশ্র অনুভূতি হয় মাত্র।

ঠিক আছে, এখন সে আর কুমারী নয়, সে এখন নারী। কিন্তু তার জীবনে তাকে নারীত্বে আনতে এমন একটা বাস্টার্ড এলো কেন? এর চেয়ে নিককে মেনে নিলে কি ক্ষতি হতো?

জেনি দেখছে—নিচ দিয়ে গাড়িগুলো ছুটছে ইস্ট সাইড হাইওয়ে দিয়ে ব্রংকস বা ওয়েস্টচেস্টার কাউন্টির দিকে। ধীরে ধীরে জেনি নদীর কাছ থেকে সরে এসে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ায়। রাস্তা ক্রস করতে হবে, ওদিকে ইস্টসাইড রিভারড্রাইভ। ওইখানে তার বন্ধু জ্যাকলিন থর্নবার্নের বাড়ি। তার সাথে দেখা করতে হবে। অন্ততঃ একজন কারুর সাথে জেনি এই ব্যাপারে কথা বলতে চায়।

বিশাল বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে সে। এখন ধীরে চলায় তার পায়ের শব্দ মৃদু। দারোয়ান তাকে চেনে, সে মাথা ঝোঁকালো। এলিভিটরে বোতাম টিপলো। এলিভিটরের ভিতরে আয়নার কাচ বসানো দিকটায় হেলান দিয়ে জেনি চোখ বুজলো। মনে পড়লো—ববির সাথে সেকেণ্ড রাউণ্ডটা ভালো হয়েছিলো। যন্ত্রণা ছিল না। একটামাত্র অনুভূতি ছিল—কি বলা যায় সেটাকে? প্যাশন? স্রেফ নির্বোধ প্যাশন।

হ্যাঁ, দ্বিতীয়বার সে আচরণ করেছে অভিজ্ঞতা নিয়ে। বলা যায়, এক অভিজ্ঞ বেশ্যার মতো। ভাবতেই জেনির গাল লজ্জায় উত্তপ্ত হয়ে উঠলো।

হ্যাঁ, তারা তখন পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছিলো, ধীর গতিতে দেহ চালিত হচ্ছিলো। তখন হঠাৎ ববি থেমে গিয়েছিলো, কিন্তু জেনি তার নিজের নিম্নাঙ্গকে তখনও উত্থান-পতন, এপাশ-ওপাশে ছটফটানিকে শান্ত করতে পারে নি, গায়ের ওপর ববির সম্পূর্ণ দেহভার সত্ত্বেও। ববির মুখ তার দুই বুকের মধ্যে ঢুকে গিয়ে উষ্ণ-ভেজা আরাম সঞ্চার করছিলো, শরীরের আনন্দে হাঁপিয়ে তুলছিলো। ববি জানতো—কি করে জেনির দেহের উত্তেজনার সাথে তাকে সঙ্গতি রাখতে হবে। জেনির কানেকানে এমন সব কথা বলতে হবে যাতে সে পুলকে আর্তনাদ করতে থাকে।

—ইস! কি জঘন্য কাণ্ড করলাম আমি!

জেনি এখন লজ্জা, অনুশোচনায় মাথা নিচু করে।

সোফার ওপর গ্রুভিক-হাই-ফাই টেপে এখন বাজছে Wenn die beste Freudin. সম্পূর্ণ নগ্ন জ্যাকলিন থর্নবার্ন সাউণ্ডের ভল্যুম ঠিক করছিলো—যাতে মার্লিন ডেট্রিকের গলাটা ভালো

শোনা যায়। এই সুরটা রেকর্ড করেছিলো এক জার্মান কোম্পানী খুব সম্ভব ১৯২০-র প্রথম দিকে। জ্যাকলিনের ভাগ্য ভালো হামবুর্গের স্ট্যাণ্ডামের এক পুরনো রেকর্ডের দোকানে এটা খুঁজে পেয়েছিলো।

দরজার ঘণ্টা ঠুং করে বেজে উঠলো। জ্যাকলিন—'দুর ছাই' বলে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে দরজা খুললো। জেনি ও ব্রায়েন ঘরে এলো।

আবার বাথরুমে। বাথটাবের জলে আঙুল ডুবিয়ে তাপ পরীক্ষা করলো জ্যাকলিন। তারপর বাথটাবে নেমে গেল। ভাণ করলো যেন একটা সুইমিং পুলে ডাইভ দিল সে—হ-ইইই!

জেনির দিকে তাকিয়ে বলল—তারপর? শেষ পর্য্যন্ত যা হবার তাই হলো, ডার্লিং?

ওর শরীর এখন গলা পর্য্যন্ত জলে ডুবে রয়েছে। তাই বুকের গোল যে অংশটুকু জলে ভেসে আছে, মনে হচ্ছে—যেন পিংক রঙের বাস্কেটবলের মতো কোন তরুণীর স্তনযুগল।

এখন লিলিয়ান হার্ভে গাইছে—Lass mich heut Abend niecht allein.

টেপরেকর্ডারের দিকে তাকিয়ে জেনি জিজ্ঞেস করলো—ওটা কোথায় পেলে?

—ও, ওটা শেষবার ইউরোপ টুরের সময় যখন হামবুর্গে গিয়েছিলাম, তখন।

—কিন্তু ওই গানগুলো জঘন্য, তুমি শোনো কি করে?

—যদি বলো জার্মান বলেই ও গানগুলোর দোষ, তবে আমি পাল্টা বলতে পারি, নাৎসী শাসনের আগে ওদের জন্ম। ওই গানগুলো শুনলে আমার ছোটবেলার কথা মনে পড়ে যায়। ধরো, জেনি, আমি যদিও তোমার ঘরে গিয়ে শুনতে পাই জন ম্যাককর্মিকের কোন রেকর্ড, বা তোমার মায়ের মুখে I dreamt, I dwelt in marble Halls, অথবা বেশ মন ভোলানো কোন কাউন্টি কর্ক নাম্বার—আমার কিন্তু দারুণ ভালো লাগবে।

জেনিকে খোঁচাটা হজম করতে হলো। ঠোঁট কামড়ালো সে।

—আচ্ছা জ্যাকলিন, এখন তোমার সাথে কয়েকটা জরুরী কথা বলতে পারব?

—কল মি জ্যাকি, ডার্লিং! নিশ্চয়ই পারবে। তাই তো আমরা বন্ধু!

জ্যাকলিন যাই মনে করুক, জেনি উঠে গিয়ে রেকর্ড প্লেয়ারের ভলুম কমিয়ে দিল। একটু বেশিই কমে গেল, প্রায় ফিশফিশ শোনাচ্ছে গানের সুর। বাথরুমটা অবশ্য বেশ বড়, তবু গরম লাগছে, সর্বত্র জ্যাকলিনের বাথসেন্টের গন্ধ। সিলিং-এর মাঝখানে একটা বিরাট গ্লোব, তার ঠিক নিচে দেয়াল জুড়ে ঘাম আর বাষ্প মিশে একটা মোটা মালার মতো দাগের সৃষ্টি হয়েছে। জামার কলার ঠিক করে জেনি এবার টয়লেট সীটের কভার টেনে বসলো। সুন্দর ভেলভেটের কুশন-আঁটা টয়লেট সীট।

চট করে মনে মনে একবার আজকের সকাল ও বিকেলের দৃশ্যগুলো দেখে নিল। জেনির বলার ফাঁকে ফাঁকেই জ্যাকলিন কিছু কিছু প্রশ্ন করে বাধা দিচ্ছিল, ঠিক যেমন করে উকিলরা মক্কেলদের দুর্দশার কথা শোনে।

—এবং নিক ববিকে পেটালো। ঠিক তো?

—হ্যাঁ, আমি নিজে লুকিয়ে দেখেছি। নিক ববির দিকে তেড়ে গেল, বেশ মারধর করলো, উল্টে ফেলে দিল।

স্মৃতিচারণ করতে করতে মাথা নাড়ছিল জেনি।

—কিন্তু এমন মার খায়নি যাতে ববি একেবারে উঠে দাঁড়াতে না পারে, বা কাজকর্ম করতে না পারে। তাই তো?

—কি বলতে চাইছ?

—বলতে চাইছি, মার খেয়েও ও উঠে আবার তোমাকে বিছানায় নিয়ে যেতে পেরেছিলো। তাই তো? ও, ডার্লিং লজ্জা পেও না। আমরা এখন পরিণত বয়েসের মহিলা, কনভেন্টের কিশোরী নই।

—আঃ, জ্যাকলিন, তুমি কিন্তু ভীষণ কড়া, তাই না।

—কড়া! ....আসলে আমি প্র্যাকটিকাল। আর ডার্লিং, তুমি কি দয়া করে আমায় 'জ্যাকি' বলে ডাকবে?

জ্যাকলিন এবার ভালো করে জেনিকে দেখলো। সত্যি, জেনিকে এখন বিধ্বস্ত, কাহিল দেখাচ্ছে।

জ্যাকলিন বলল—আমি অবশ্যই বলব—ববি আর্নল্ড আমায় কখনও এমন অবস্থা করে নি। বরং আমার সঙ্গে ব্যাপারটা উল্টো হতো। ববিই ধসে যেত। আর আমি আরামসে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরতাম। একদিন অবশ্য এমনও হয়েছিল—আমি গাড়ি নিয়ে যাইনি। তখন মুহ্যমান ববির গলায় স্কচ ঢেলে চাঙ্গা করিয়ে আমি ওকে দিয়ে ওর গাড়ি চালাতে বাধ্য করি।

—তাহলে তুমিও ববি আর্নল্ডের সাথে শুয়েছ?

—ডার্লিং! আমাদের সার্কেলের প্রত্যেক মহিলাই কি তা করেনি? হ্যাঁ, কয়েকজনের পক্ষে ববির কাছে ঘেঁষতে একটু সময় লেগেছে—এই যা। অথবা উল্টোটাও হতে পারে। ববিই সময় নিয়েছে তোমাকে তার কাছে যেতে দিতে।

—ইউ আর আ বিচ:

জ্যাকলিন দম পেয়ে সিলিং-এর দিকে তাকালো।

—হে ভগবান, আমাকে ধৈর্য্য দাও। এই হতভাগ্য মেয়েটি আমার বুকে রাজকীয় ব্যথার সৃষ্টি করছে। আই মিন, এই জেনি। শোন, তোমরা এই সব মেয়েরা নিজেদের গা বাঁচিয়ে ছাব্বিশ বছরে যখন পৌঁছে যাও, তখন দারুণ ভীতু হয়ে যাও। প্যানিক হয় তোমাদের। তোমরা একজন একনিষ্ঠ পুরুষ পেতে চাও। তাকে তৈরি করতে, মাতাল করতে বা বিয়ে করতে চাও—যেন তেন প্রকারেণ। যেন তোমার জীবন ফুরিয়ে যাচ্ছে। ছাব্বিশ বছর বয়েসটা তোমাদের মনে একটা ডেঞ্জার পয়েন্ট। এখনই কিছু ঘটাতে হবে। নয়তো জীবন পচা বস্তার মতো আবর্জনা হয়ে যাবে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি ইউরোপীয়ান, আমি সব ঘটনার মুখোমুখি হতে পারি পূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে। হায়, আমি ভুলেই গেছি—কখন, কবে কার কাছে আমি কুমারীত্ব হারিয়েছি। এইটুকু শুধু মনে আছে, ঘটনাটা ঘটে যাবার পরে শুধু ভেবেছিলাম—ও, এই ব্যাপার! এর জন্যই পৃথিবীতে সমাজে এত মাতামাতি!

—ভালো। কিন্তু আমি তোমার মত হৃদয়হীন, বিবেকশূন্য মেয়ে নই। কোন কিছুর পরোয়া না করে এক বিছানা থেকে আরেক বিছানায় লাফিয়ে বেড়ানো আমার পথ নয়। কিন্তু তোমার যদি তাই মত হয়, তাহলে কোন কথা নেই। আমি বরং টেলিভিশন দেখি!

তীক্ষ্ণ সুরে জ্যাকলিন বলল—দেখ ডার্লিং, তুমি কিন্তু এবার নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছ। মানে আক্রমণ ঠেকাচ্ছ।

জেনি উত্তর দিল—তুমিও স্বীকার করতে চাইছ না তুমিও একজন পুরুষ খুঁজছ, এবং তাকে এখনও পাওনি। আমার সন্দেহ আছে, কোনও পুরুষের কাছ থেকে তুমি আদৌ কোন আনন্দ পেয়েছ কিনা। তোমাকেও বিচার করা দরকার।

—আমার ঘরে বসে আমার সাথে যুদ্ধ করো না, ডার্লিং, ভুলো না তুমি এখন শুধু শিখছ, অনেক শেখার বাকী, মিছিমিছি মনকে উত্তেজিত করো না।

জেনি উঠে দাঁড়িয়ে আবার পোশাক ঠিক করলো—

—তোমার এখানে আসা আমার পক্ষে শুধু সময় নষ্ট হলো। তুমি একটি কঠিন মনের বিচ্ ছাড়া কিছু না। শুধু সারা জীবন একটার পর একটা চোরের সাথে মিশে তোমার টাকা হয়েছে। এ ছাড়া আর কিছু নেই।

—তোমারও অতীত বোধ হয় নরকের মতো। তবু বলব—তোমার বর্তমান অবস্থার চেয়ে সেটাও ভালো ছিল। তাই তুমি ভাঙ্গা বাজনা বাজিয়ে যাও। ঠিক আছে, আজ থেকে একবছর পরে তোমার অবস্থাটা আমি দেখব। শুনে রাখো, আমি ববি আর্নল্ডকে চেয়েছিলাম, সেও আমাকে চাইত, তোমার সাথে তার ক্ষণিক সম্পর্ক হতে পারে। এর বেশি আর আমার কিছু বলার নেই।

জ্যাকলিন দুহাত তুলে ধরলো—যেন কোন প্রেমিককে আলিঙ্গন করতে চাইছে। চোখ বুজে আছে সে। পশ্চাদদেশের দোলানি দিয়ে সুগন্ধী স্নানের জলে সমুদ্রের ফেণা সৃষ্টি করছে।

জ্যাকলিন আবার বলে—হ্যাঁ, যদি চাও, তোমার সময় তুমি বুঝে-সুঝে নিতে পার, তবে নিজের সম্বন্ধে বেশি উঁচু ধারণা রেখো না। তোমার কথায় আমার কিছু আসে যায় না। তোমার চেয়ে অনেক ভালো মহিলারাও আমার সম্বন্ধে অনেক কিছু বলে। যাই হোক, আমি কথার বিষয় পাল্টাতে চাইছি না, তবু বলছি —নিক ভার্ডারের খবর কি?

জেনি মুখ নিচু করে বলল—আমি তার সাথে অবহেলার আচরণ করেছি। বেসিক্যালি, সে ভালো লোক। মনে হয়, আমি যদি বোঝাই, সে বুঝবে।

—সে ইতিমধ্যেই সব কিছু জেনে গেছে। আজ বিকেলেই আমায় ফোন করেছিলো। ইয়র্কভাইলে এক রেস্টুরেন্টে আমরা দেখা করেছিলাম। সেখানে সুন্দর কেটেছে, আর আজ রাতে গ্রীনউইচ ভিলেজে একটা পার্টিতে আমরা যাচ্ছি।

কথা বলতে বলতে জ্যাকলিন তার দুই বুক নিজের হাতে ধরে ঘষাঘষি করতে লাগলো। স্তনবৃন্তদুটো নিয়ে 'টিজ' করতে থাকলো, ক্রমশঃ বোঁটা দুটি শক্ত হয়ে উঠলো।

জ্যাকি বলল—তারপর সে আমাকে ঘরে পৌঁছে দেবে।

জেনি অতি কষ্টে দম নিল। জ্যাকলিন থর্নবার্নের দীর্ঘ সুঠাম চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকলো, তারপর সজোরে থুথু ফেললো।

—তুই বেশ্যা, পচা বেশ্যা। আমি একটা যে রুচিশীল মানুষকে জানি, তুই তাকেও ছিনিয়ে নিচ্ছিস।

জ্যাকলিন বাথটাবের পাশ ধরে অর্ধেক উঠলো। জল-উপচে পড়লো টাব থেকে।

—বেরিয়ে যাও, গেট আউট অব মাই হাউস। আর আমাকে বেশ্যা বলো না, বোনটি আমার। আমরা সকলেই এখন এক নৌকোয় চড়েছি। আজ সকালেই তুমি তোমার কুমারীত্ব হারিয়েছ। তাই না? ইউ আর নো মোর আ ভার্জিন! হাঃ হাঃ—

জেনির চোখ এবার বাথরুমের চারপাশে ঘুরলো, কোন একটি যন্ত্র, একটা অস্ত্র পাওয়া যায় কিনা! টেপ রেকর্ডারটা চোখে পড়লো, যদিও সে বিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিক্সের বিশেষ কিছু জানে না। সে প্লাগ, তার সমেত টেপরেকর্ডারটা শূন্যে তুলে জ্যাকলিনের গায়ে ছুঁড়তে চাইলো।

জ্যাকলিনের আর্তনাদ—কারেন্ট লাগবে, আমি মারা যাব!

--ঠিক তাই।

জেনির হাত থেকে সেই যন্ত্রটা এবার বিরাট জোরে আছড়ে পড়লো বাথটাবের মধ্যে। এত জোরে, যে প্রায় চারভাগের তিনভাগ জল ছিটকে উপচে পড়লো। যেন নায়াগ্রা জলপ্রপাতের সুগন্ধী জল ঝাঁপিয়ে এলো মেঝের টাইলসের ওপর। উপচে পড়া জলের আনন্দ নৃত্যে সব কিছু যেন ভেসে গেল—বাথ টাওয়েল, ফ্লোর ম্যাট, প্রসাধন দ্রব্য, পুরনো রেডের স্তূপ—এমন কি জেনিও।

বাথরুমটা ঘরের মেঝে থেকে প্রায় এক ফুট নিচে হওয়ায় জল অন্য ঘরে যায় নি। জেনি বাথরুমের জলে অর্ধেক-ডুবন্ত। নিজের কাণ্ডে নিজেই স্তম্ভিত জেনি সংবিত পেয়ে উঠে দাঁড়ালো, দরজার কাছে গেল।

এইবার খেয়াল এলো, তাই প্রায় জলশূন্য বাথটাবে উলঙ্গ জ্যাকলিনের এখন কি অবস্থা, তাই দেখার জন্য পেছন ঘরে উঁকি দিল জেনি।

—ইউ বিচ—জ্যাকলিন এবার গর্জে উঠলো—সৌভাগ্য আমার, তুমি ইলেকট্রিক প্লাগটাও টেনেছিলে, নয়তো আমি এতক্ষণে মরে কাঠ, আর তুমি পুলিশের হাতে। আর তারা তোমাকে নিয়ে সিং-সিং-এর পথে।

জেনি গলায় হাত দিয়ে নিজের আর্তনাদ আটকে কোন মতে ছুটে বেরিয়ে গেল।

॥ ১০ ॥

হ্যামণ্ড হাউসের বিশাল দরজাটা দিয়ে একটা সার্কাসের হাতি অনায়াসে গলে যেতে পারে মনে হয়। ভেতরে সুন্দরী গ্ল্যামারাস মেয়ের দল, যাদের দেখে লাস ভেগাসের কোরাস গার্লদের কথা স্মরণে আসে, তারা সবাই টাইপিস্ট। ওদের রেট সপ্তাহে ষাট ডলার। অলিভেট্টি টাইপ রাইটারে তারা একসাথে ঝংকার তুলে টাইপ করে যাচ্ছে। একটি চামড়ার সোফায় হেলান দিয়ে নিক ভার্ডার তাদের দেখছে, এবং তারই ফাঁকে ফাঁকে ম্যাগাজিন পড়ছে। কিছুক্ষণ পড়ে পাশে সরিয়ে রেখে নিজের ডান হাতটা ভালো করে দেখে নিক। হাতের সেই চোট, ববিকে মারার সময়! উল্টোপিঠের ফোলাটা কমেছে। কিন্তু চামড়াটা লাল হয়ে আছে এখনও।

—মিস্টার ভার্ডার!

লাল চুল একটি সুন্দরী মেয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে ভিজিটরস রুমে এলো। পরণে টাইট-ফিটিং কালো স্যুট, পায়ে তিন ইঞ্চি হিলের জুতো।

নিকের বুক ধড়ফড় করছে—ইয়েস!

—মিস্টার হ্যামণ্ড আপনাকে ডাকছেন।

নিক ভাবছে—শেষ পর্যন্ত কি সিদ্ধান্ত হলো মিস্টার হ্যামণ্ডের। মেয়েটির পিছু পিছু যেতে তার চোখ তৃপ্ত হলো। লক্ষ্যনীয়, কাটা স্কার্ট সত্ত্বেও মেয়েটির নিতম্বনর্তন অপ্রকাশ্য থাকছে না। অথবা, হতে পারে মেয়েটি ইচ্ছাকৃতভাবে এই পশ্চাদদেশ দোলানিতে সজাগ যত্নবতী।

এক মহিলা দরজা খুললো। ওয়েটারদের ভঙ্গিতে মাথা নিচু করে অভিবাদন জানিয়ে ঘরে আহ্বান জানালো। নিক প্রবেশ করলো হ্যমণ্ড হাউসের অফিসে। আফ্রিকান ঘাসের মতো পুরু কার্পেট ডিঙ্গিয়ে এগিয়ে গিয়ে বলল—হ্যালো।

মিস্টার হ্যামণ্ড টেবিল ছেড়ে উঠে এলেন। চশমা খুলে নিকের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। যদিও হ্যাণ্ডশেকের জন্য হাত বাড়ালেন না। কাঁধের ঢাল রাখা এক ধরণের আইভি লীগ স্যুট

পরেছেন হ্যামণ্ড। এই পোশাকটা ঠিক ওকে মানাচ্ছে না, চওড়া হিপ অথচ সরু কাঁধের এক বালকের মতো চেহারা, অনেকটা কোকাকোলা বোতলের কথা মনে করিয়ে দেয়। এমনিতে কোন বৈশিষ্ট্য নেই চেহারায়। সরু গোঁপ। হার্ভার্ডের আন্ডার-গ্রাজুয়েট ছেলেদের সাথে মিল আছে।

—সরি, অনেকক্ষণ ধরে আপনাকে বসিয়ে রেখেছি, কিন্তু—নিজের ডেস্কের দিকে আঙুল দেখায় হ্যামণ্ড—ওই দেখছেন, চিঠির পাহাড়, প্রুফশিট্ আর আপনার কাগজও।

নিক শরীরের ভার রাখার জন্য পা বদল করে।

—মিস্টার হ্যামণ্ড, আপনি তো নিজের মতামত ইতিমধ্যে নিশ্চয় ঠিক করেছেন?

নিকের বেশ অস্বস্তি হচ্ছিলো। তার সামনে এমন একটা লোক যে তার কথা দিয়ে নিককে গড়তেও পারে, বা ভাঙ্গতেও পারে।

ময়লা আঙুল দিয়ে কান চুলকায় হ্যামণ্ড—ই-য়ে-স! আমাদের এই প্রতিযোগীতায় ঝাঁকে ঝাঁকে পাণ্ডুলিপি জমা পড়েছিল। আশ্চর্য্য, আমরা এতটা আশা করিনি।

হ্যামণ্ড বলতে থাকেন—এমন কি একটা পি. এইচ, ডি থিসিস পর্য্যন্ত জমা পড়েছে। অথচ, আমরা পরিষ্কার জানিয়েছিলাম শুধুমাত্র আধুনিক বিষয়ের ওপর উপন্যাস চাইছি। অন্ততঃ আমাদের প্রতিটি বিজ্ঞাপনে ও ব্রেশিওরে আমরা সেটাই সবাইকে বলেছি। তবু দেখুন—

হ্যামণ্ড এবার দেয়ালের একটা ছবির দিকে তাকায়। একদল নোংরা জীর্ণ লোক সোপবক্সের ওপর দাঁড়ানো একজনের দিকে চেয়ে রয়েছে।

হ্যামণ্ড বলেন—আমরা চাইছি, লেখকরা একটু সর্বহারাদের বিষয় নিয়ে লিখুক। এটাই বেশ আধুনিক হবে। আচ্ছা, মিস্টার ভার্ডার, অপনার বয়েস কি তিরিশের নিচে?

—তিরিশ ছাড়িয়ে গেছে।

—ভালো, তাহলে আপনি বুঝবেন, আমি কি বলতে চাইছি। কঠিন সময়ে, আমাদের জগতে খুব দুর্দশার দিনে, স্টেনব্যাক, জেমস্ টি. ফ্যারেল, দ্য পাঁশো লেখার বিষয়টাকে ককটেল লাউঞ্জ আর নাইটক্লাব থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছেন সূর্য্যকরোজ্জ্বল তটভূমির ওপর। অর্থাৎ যেখানে এফ স্কট ফিজেরাল্ড, লুই ব্রোমফিল্ড এবং হেমিংওয়ে—হ্যাঁ, এমন কি হেমিং ওয়ে পর্য্যন্ত—সেখানে বিষয়গুলোকে ধরে রেখেছে। বিষয়গুলোর মধ্যে হাজারো মানুষের ভিড় নিয়ে এসেছেন।

নিক আবার পা বদল করলো।

—হ্যাঁ, আমি বুঝছি আপনি যা বলতে চাইছেন।

এবার একটু মুখ ঘোরালেন হ্যামণ্ড—আমি খুশি, আপনি ফ্যারেলের ট্রাডিশন মেনে লিখেছেন। আমি এ-ও বলব, আপনার বই আবেন ক্যাণ্ডেলের 'সিটি ফর কনকোয়েস্ট' বা এলমার রাইসের 'ইম্পেরিয়াল সিটি'-র মতোই ভালো মানের। হ্যাঁ, মিস্টার ভার্ডার, এই তুলনাগুলো আমি এমনি করছি না। আপনি শহুরে জীবন নিয়ে একটি উৎকৃষ্ট উপন্যাস লিখেছেন।

হ্যামণ্ড বলে চলেন—কেন! আমি লেখার মধ্যে স্পষ্ট রাস্তার গোবরের গন্ধ পাচ্ছি, বিয়ারের ফেণার স্বাদ পাচ্ছি, শুকনো সিগারেটের টুকরোর ধোঁয়া নিজেই নিতে পাচ্ছি নায়কের সাথে সাথে। কেন! এমন কি বলা যায়, নায়ক যখন জীর্ণ বেশ্যার বিছানায় উঠছে, অথবা কেন, আমি.....আমি.....আমি—

—আপনিও নায়কের সাথে সেই বিজ্ঞনায় উঠছেন?

—সে তো বটেই, তা কি আপনি জানেন না? আমি তা না পারলে ভগবান অভিশাপ দিতেন। সেই বুড়ির ওপর আমিও উঠলাম, মানে ওই নায়ক সমেত, যে শরীরটা সে ভোগ করেছে, তার ওপর আমিও দাপাদাপি করলাম।

একটু দম নিলেন হ্যামণ্ড। যেন এই নিষ্ঠুর যৌন আনন্দ উপভোগের অবসাদ তাকে থামালো।

—সত্যি, আ গ্রেট বুক।

—তার মানে, আপনি বলছেন আমি প্রতিযোগীতায় জিতেছি।

মিস্টার হ্যামণ্ড যেন দিবাস্বপ্ন থেকে জেগে উঠলেন। চমকে উঠলেন বলা যায়, কারণ তার মাথা সোজা হয়ে গেল।

—কনটেস্ট। ওঃ—তার মানে?

—আপনারা আমাকে গত সপ্তাহে জানিয়েছেন, আমার বই নির্বাচিত পাঁচটি বইয়ের একটি, যেটা প্রাইজ পাওয়ার জন্য ফাইনালে উঠেছে। তাই জন্যেই আমি আপনার সাথে আজ অ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়েছিলাম।

মিস্টার হ্যামণ্ড দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডেস্কে ফিরে গেলেন। ছড়ানো কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাটতে বললেন—এটা ১৯৬২ মিস্টার ভার্ডার। আপনার বইটা ১৯৩০-এর জগতের।

নিক স্তব্ধবাক—কিন্তু আপনারা বলেছিলেন, এই জাতীয় উপন্যাসই চাইছেন।

—আমি ব্যক্তিগতভাবে এই ধরনই চাই, কিন্তু মিস্টার ভার্ডার, আমার স্টাফেরা আমার সাথে একমত নয়। আপনি কি আমার কথা বুঝতে পারছেন? আমার কাছে যদি ব্রিজিট বার্দো আসে আমি কি পছন্দ করব না? কিন্তু আমার স্ত্রী কি তাতে সায় দেবে? দেখুন, মিস্টার ভার্ডার, আমার পছন্দের কেউ মূল্য দেয় না।

মিস্টার হ্যামণ্ড নিজের কাজে মন দেবার আগে জানিয়ে দিলেন—আপনার পাণ্ডুলিপি বাইরে বসা একটি মেয়ের কাছে রয়েছে। সুতরাং .....গুড্ ডে।

নিক বিদায় নিল।

পার্ক এভিনিউ-এর ডুপ্লে টাইপের এই ফ্ল্যাটটার ভাড়া কমপক্ষে বার্ষিক বিশ হাজার ডলার। এই ঘরে কাজ করছে একটি মেয়ে। যেভাবে সে শরীর ঘোরাচ্ছে, পাক দিচ্ছে, সেটাই তার জীবিকা। অসাধারণ চেহারার এই কল গার্লের নাম যোশেফাইন। সৌন্দর্য্য ও পারদর্শীতা দুইয়ের জন্যই তার নাম আছে। তাই তার দর একঘণ্টার জন্য আড়াইশো ডলার।

আপাততঃ যোশেফাইনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমন একজন কাস্টমারের গায়ে লেপটে আছে যে অতিশয় স্থূল, মাথাভর্তি টাক, আর তার চেয়ে বয়েসে অন্ততঃ তিনগুণ বড়। যোশেফাইন যন্ত্রের মতো শরীর দোলাচ্ছিলো ঠিক ঠিক। কিন্তু একই সময়ে সিলিং-এর দাগগুলো গুনতে গুনতে সে ভাবছিলো—আজ বিকেলে রেসকোর্সে কোন ঘোড়াটাকে ধরবে!

টেলিফোন বেজে উঠলো।

হীরের ব্রেসলেট-পরা একটি হাত বাড়িয়ে যোশেফাইন রিসিভার তুললো—ই-য়ে-স!

—যোশেফাইন, আমি সিন্ধ বলছি।

—সিঙ্ক ডার্লিং! আরে কি কাকতালীয় ব্যাপার। আমিও এই মুহূর্তে তোমার কথা ভাবছিলাম। শোন গুরু, আমি লাস্ট রেসের জন্য 'গ্রে-রানার'কে ধরছি। তার নাকের সামনে আমার হয়ে একটা 'C' নোট ধরো। ধরবে তো?

—'ব্ল্যাক বিগহেড'টা কেমন?

—দূর, ওসব ছাড়ো, সিঙ্ক।

যোশেফাইন ফোন রাখে।

বুড়ো লোকটা ওর শরীর থেকে গড়িয়ে পড়ে, কোন মতে উঠে দাঁড়ায়। তার চেহারাটা এখন একটা মজাদার দৃশ্য—হাফ-প্যান্ট সরু মুর্গীর ঠ্যাং-এর মতো পায়ের নিচে নেমে গেছে, অথচ বিশাল ভুঁড়ি। দীর্ঘ দূরত্বের দৌড় প্রতিযোগীতার রানারের মতো হাঁপাচ্ছে। সারা মুখ রাগে রক্তবর্ণ।

যোশেফাইনের ভঙ্গি অনেকটা ফরাসী রাজসভার সদস্যের মতো। আরামে বালিশে গা এলিয়ে সে বলল—মিস্টার ওয়াকার, আপনার শেষ হয়েছে তো?

—তুমি কি করে—উত্তেজিত ওয়াকার বলে—যখন আমরা সংগমে রত, তখন তুমি রেসের বুকির সাথে কথা বলো কি করে?

যোশেফাইন হাসে।

—ওঃ, মিস্টার ওয়াকার। সংগমের সময় আমি যে আরও কত হাজার কাজ করতে পারি, তা যদি আপনি জানতেন—

এই নাইট ক্লাবটার নাম সাদামাটা : দ্য রুম। ফ্যাগোটভিল-এর মাঝখানে লেক্সিংটন এভিনিউ-এ পঞ্চাশ নম্বরের কাছাকাছি। এর বিশেষত্ব, রাত্রিবেলা এখানে হোম-সেক্সুয়ালদের ভিড় হয় বেশি। রোগা, টাকমাথা বয়স্কগুলো অল্প বয়েসি ছেলেগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞাপনে কালো বর্ডার দিয়ে ঘোষণা করে—'দ্য রুমে যা খুশি চলতে পারে—Anything goes at The Room. এটা মিথ্যে নয়। প্রেমের পরিচয়, সঙ্গীবদল, ঘুষোঘুষি, ব্ল্যাকমেইল, নাচ-গান-বিকৃতকাম—সব কিছুই এখানে চলে।

এখন, মাইকে ঘোষণা করছে একটি রোগা, পটকা গাল-তোবড়ানো লোক, বিচিত্র ভঙ্গি করে হাসাবার চেষ্টা করছে। ব্যাটাকে দেখলে মনে হবে রাশিয়ান লেবার ক্যাম্পে দিন কাটিয়েছে একদা। লাল পরচুলো, ড্রেনপাইপ ট্রাউজার, এডওয়ার্ড আমলের জুতো যেগুলো ড্রাকুলা ফিল্মের অভিনেতারা পরতো, তার সাথে বেগুনি রঙের সোয়েটার। এখানে সে 'দ্য ডল' নামে পরিচিত।

অর্কেস্ট্রার মধ্যে আছে—পিয়ানো আর গীটার। আর কিছু শ্রোতা সেখানে মিশে গেছে। মুখে কাটা দাগ একব্যক্তি এই 'দ্য রুমে'র মালিক সালভাটোর।

দ্য ডল বলে চলেছে—ওঃ, আমি পারিনা। আর পারিনা, সত্যি আর পারছি না আমি।

পিয়ানো আর গীটার বাদক দুই কালো চামড়ার লোক। এতক্ষণ নানা ধরনে 'জ্যাজ' বাজিয়েছে। এখন বিষণ্ণ মনে দেখছে দর্শকের আচরণ। কত রকমের পাগলামি! বাদ্যযন্ত্র রেখে তারা চুপচাপ।

পিয়ানিস্ট তার পার্টনারকে বলল—আমরা আবার শুরু করি?

পার্টনার উত্তর দিল—আরে ম্যান, বাহান্ন নাম্বার রাস্তা এখন মরা। কি হবে আর! ওই মেয়েটা আর তার ন্যাকামি আমাকে মেরে ফেলছে।

দ্য ডল আবার চিৎকার করলো—ওই নাম্বারটা আমার নয়। বলেই একটা গানের কাগজ গুটিয়ে রোল করে পাশে ছুঁড়ে দিল। ট্রাউজার টেনে তুলে সে বেশ গর্বিতভাবে মঞ্চ থেকে বিদায় নিল।

সালভাটোর একটা শক্ত পিঠের চেয়ারে বসেছিলো। সে এবার উঠে এসে দ্য ডলের কাছে গিয়ে কিছু বলল। যেন একটা বিশাল গোরিলা একটা রোগা শিম্পাঞ্জীকে কিছু বলছে—শোন, ব্রাদার, আমি তোমাকে বারবার বলেছি এখানে যে গানগুলো জমে, সেগুলো গাইতে, যেমন—Autumn leaves বা Love me or Leave me-এইরকম। এতে শ্রোতারা একটু রিলিফ পায়। কিন্তু তোমার এই সঙ্গীরা, যাদের এক ফোঁটা যোগ্যতা নেই, তারা সব ট্র্যাশ গান লিখছে, আর তাই শোনাচ্ছে।

দ্য ডল হাত তুলে বলল—তোমার এত সাহস—তুমি Be mine, you Divine ধরনের গানকে ট্রাশ বলছ। তুমি তোমার কারখানায় যে ধরনের আনন্দ তৈরি করতে চাও, সেটা ভুল। তুমি তোমার যোগ্যতার সীমা ছাড়িও না সালভাটোর। আমাকে আমার কাজ করতে দাও।

সালভাটোর মাংসের প্লেটের মতো তার দুই হাত মেলে বললঃতাহলে তুমি জমাটি কোন গান গাইতে পারছ না কেন?

দ্য ডল 'শ্রাগ' করে চেয়ার টেবিলের ভিড়ের মধ্যে এগিয়ে গেল। যেন এক কবি বাগানে বেড়াচ্ছেন। কাছেই ঝাড়ুদার ছেলেটা তার ময়লার ঝুড়ি পাশে রেখে বিস্মিত হয়ে সব কিছু দেখছে, সেও শুনেছিলো এই ধরনের 'প্রতিভা' পৃথিবীতে জন্মায়। কিন্তু নিজের চোখে এমন একজন 'প্রতিভা'কে সে প্রথম দেখলো।

দ্য গল বলে চললো—তুমি বুঝবে না সালভাটোর, আমরা প্রতিভার পাশাপাশি আরেকটা বিষয়কে গুরুত্ব দিই, সেটা হচ্ছে 'মুড', আমার এখন একদম মুড নেই। বুঝেছ?

—শোন, ইউ সন-অব-বিচ।—সালভাটোর গর্জন করলো—আমি তোমায় হপ্তায় দেড়শো করে দিচ্ছি, তোমার ওই মুড চুলোয় যাক। এখুনি রোগা পাছা নিয়ে মঞ্চের সীটে গিয়ে বসো। নয়তো এখান থেকে ভাগিয়ে দেব, আর তোমাকে আবার লেডিজ হেয়ার ড্রেসারের কাজে ফিরে যেতে হবে।

—খুব ভালো। তুমি তোমার প্রতিশোধ নিতে পার।

ঠিক সেই সময় স্যামুয়েলসহ সিল্কের প্রবেশ।

—কি যা-তা হচ্ছে এখানে? তোমরা যেমন ঝগড়া করছ, যেন স্বামী-স্ত্রী। তাহলে তোমাদের পরস্পরকে বিয়ে করা উচিৎ!

সালভাটোর চিৎকার করলো—সিল্ক!

সেই স্বাগত চিৎকারে যোগ দিল পিয়ানিস্ট-গীটারিস্টের দল, সেই ঝাড়ুদার, এমন কি দ্য ডল্ পর্য্যন্ত! সমস্বরে।

—ও. কে, ও. কে, হল্লা করো না—সিল্ক বলল—তোমরা সবাই লাইন করে দাঁড়াও, তোমাদের প্রাপ্য এক-এক করে নাও। শেষ রেস শুরু হবার সময় হয়েছে, তাই একদম গোলমাল করো না কেউ!

কিছুক্ষণ পরে শেষ টাকাগুলো মুঠো করে সে সরিয়ে রাখলো। দ্য ডল মঞ্চে গেল, সালভাটোর নিজের চেয়ারে গিয়ে বসলো। ঝাড়ুদার তার বালতি নিয়ে কাজ শুরু করলো—আর দুই বাদক তাদের পিয়ানো আর গীটার হাতে প্রস্তুত হলো।

সিল্ক স্যামুয়েলকে বলল—আচ্ছা, কেউ বিগ্ ব্ল্যাকহেডের ওপর বাজি ধরছে না কেন বলো তো?

—হুঁ, অবশ্য তোমার ওই লেখক বন্ধুটা বাদে।

—ওই বাস্টার্ডকে আমার বন্ধু বলো না। যে লেখক না খেয়ে মরতে চায়, অথচ রেস খেলে, তাদের ফল যা হবার তাই হয়।

৫১ নম্বর স্ট্রীটের কোনায়, এক অন্ধ পেন্সিল বিক্রী করছে। তার পায়ের কাছে একটা বিশাল কালো পুলিশের কুকুর ঘুমিয়ে রয়েছে।

সিল্ক লেনক্স একটু থামলো। দুই ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেট নিয়ে দেশলাই জ্বালালো। আস্তে আস্তে ধোঁয়া ছেড়ে সে রাস্তার গাড়ির সারি আর ঝাঁকে ঝাঁকে চলন্ত লোক দেখতে থাকলো।

যেন মুখের কোনা দিয়ে জিজ্ঞেস করলো—আর্চি, এখানে কি চাইছ?

অন্ধ উত্তর দিল—আরে সিল্ক, এমন ভাবনায় ডুবে ছিলাম, তোমায় চিনতে পারিনি। আমার জন্য 'ব্লু-বয়' বাজি ধরো।

সিল্ক একটু কাছে এগিয়ে গেল—আমি একটি ভালো ঘোড়ার নাম বলছি, শেষ রেসে খুবই ভালো দৌড়াবে। ব্ল্যাক বিগহেড্।

অন্ধের কৌটোর মধ্যে একটা কয়েন ফেলে সে তার চোখের সামনে একটা দশ ডলারের বিল মেলে ধরলোঃকিন্তু এটার কি হবে?

অন্ধ ধরা পড়ে চিৎকার করলো—গেট আউট, ভাগো, এখানে একটু লাকট্রাই করছি যদি কিছু কেউ কেনে বা দয়া করে, আর তুমি আমার সর্বস্ব চুরি করতে এসেছ?

॥ ১১ ॥

কিছুক্ষণ পরে সেকেণ্ড এভিনিউ-এর ৪৯ নম্বর স্ট্রীটের একটা খাবারের দোকানে ঢুকলো সিল্ক আর স্যামুয়েল। স্যামুয়েল একটা মেয়েদের ম্যাগাজিনের ছবি দেখতে শুরু করলো। নারী মাংসের সৌন্দর্য্যের ছবিগুলো দেখতে দেখতে তার চোখ চকচক করতে লাগলো।

সিল্ক টেলিফোন নিয়ে সমস্ত 'বেট'দের কাছে খবর পাঠাতে শুরু করলো। বহু লোকের কাছে টাকা পাওনা আছে। নিক ভার্ডারের একশো ডলারের বিলের কথা মনে এলো। কি করা যায়! ওকে ফোন করবে একবার? লাভ কি! ব্ল্যাক বিগহেডের কোন চান্স নেই।

কয়েকটা ফোন সেরে রিসিভার রাখলো সিল্ক—দ্যাটস্ অল। টেলিফোন বুথ থেকে বেরিয়ে এসে একটা এগ্-ক্রীম কিনলো। খেতে খেতে মনটা খুশি হয়ে উঠলো।

স্যামুয়েলের বগলে একটা উলঙ্গ নারীচিত্রের ম্যাগাজিন।

—আরে সিল্ক, আমাকে পঞ্চাশ সেন্ট ধার দেবে?

সিল্ক ওর হাতে আধ ডলারের নোট দিল—কি করবে? আরে ভাই, আসল কিছু করো না। এই ছবি দেখে কি লাভ?

স্যামুয়েল দেঁতো হাসি হাসলো—হেঁ হেঁ, এ ম্যাগাজিনটা দারুণ সস্তা।

সেই সময় একটা মেয়ে দোকানে ঢুকলো। একটু স্লিম, লাল ডাই করা চুল, স্ল্যাক্স-সোয়েটার পরা। এক প্যাকেট সিগারেট আর একটা খবরের কাগজ কিনলো। তারপরেই সিঙ্কের দিকে নজর গেল তার।

দীর্ঘশ্বাস চেপে সিঙ্ক বললঃহায়, এই বোধহয় খারাপ খবর এলো।

—অ্যাই সিঙ্ক!

মেয়েটা এগিয়ে এলো। একটু ইতঃস্তত করে দোকানের মালিকের দিকে তাকালো। স্যামুয়েলের হাসিকে পাত্তা না দিয়ে সিঙ্ককে বলল—অ্যাই, আমার শেয়ার দাও।

—মোটেই না।

—আরে, লাভ অব পীট-এর জন্য আমার দু-ডলার পাওনা!

—ভাই, তুমি ডুবে গেছ।

—সিঙ্ক, আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করে—

—সেটা আমার দোষ নয়। আমার জন্য তুমি অনেকবার জিতেছ। সেটা ভুলো না। অবশ্য তোমাদের মতো লোকের এই ব্যাপারে স্মরণশক্তি খুব দুর্বল হয়।

—দেখ, পুলিশ আমায় ধরেছিলো। সেন্টার স্ট্রীটের লক-আপে আমাকে তিনদিন আটকে রেখেছিলো। আমি বের হবার সুযোগ পাইনি, কোন রোজগারপাতি হয়নি।

—তোমার লোকটির কি হলো?

—মানে, সেই দালালটা?

লালচুল মেয়ে এবার ক্ষেপে গিয়ে থুথু ফেললো—আমি তাকে রেখে গাড়ি ভাড়া মেটাবার সময় সে দেখলো আমি বিপদে পড়েছি। তখুনি আরেকটা মেয়েকে গিয়ে ধরলো।

সিঙ্ক বলল—তা হলে যাও, আজ রাতের মতো কেটে পড়ো। কাল দেখা করো। আমি কাছেই থাকব।

লালচুল মিনতি জানালো—আমার সাথে একটু ওপরে চলো, প্লীজ।

—তোমার মাথায় এখন পাহাড় প্রমাণ বোঝা, আমি টাকা পয়সা দিতে পারব না। দেখো, স্যামুয়েল যদি—কি স্যামুয়েল, একে নিয়ে ওপরে যাবে? জানো তো লালচুলদের ব্যাপারে লোকে কি বলে?

স্যামুয়েল মাথা নাড়লো—না, কিন্তু এ একেবারে পুরো লালচুল নয়। তাছাড়া আমি কখনও মেয়েদের সাথে যাই না, ধরো, ও যদি আমাকে রোগগ্রস্ত করে—

—তোমাদের দুজনকে অনেক ধন্যবাদ, বিনা কারণে। তোমরা সত্যিই ফালতু লোক!

সিঙ্ক স্যামুয়েলকে বলল—চলে এসো!

লাল চুলকে বিদায় জানিয়ে ওরা এগিয়ে গেল। ঠিক তখুনিই সামনের দরজা ঠেলে ঢুকলো নিক ভার্ডার। বিধ্বস্ত চেহারা, হাতে সেই পাণ্ডুলিপি।

—আরে, তোমরা!

—আরে, আমার বেস্ট কাস্টমার!—সিঙ্ক জড়িয়ে ধরে নিককে, তারপর ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে।

নিক বলে—তোমাকে যদি রাতে দেখতে না পাই। তাহলে কাল সকালে ধরব কিন্তু!

সিঙ্ক হাঁ করে বলে--কি বলতে চাইছ তুমি?

—আমার বাজি জেতার টাকা চাই।

সিঙ্ক মাথা পিছিয়ে ওপরে তাকালো—আরে ভাই, এখনও স্বপ্ন দেখছ! সেই ব্ল্যাক বিগহেড নিয়ে?

—বেশ, তাহলে আমার টাকা ফেরৎ দাও।

—অনেক দেরি করে ফেলেছ। অনেক বেশি দেরি।

সিঙ্কের মাথায় হঠাৎ একটা ধান্দা এসে গেছে। হ্যাঁ, নিক তার কাছে কিছু টাকা পায়। সেই টাকা থেকে সামান্য কিছু দিলে ক্ষতি নেই।

—আচ্ছা নিক, তুমি ওই লালচুল মেয়েকে দেখেছ?

নিক দোকানের অন্ধকার কোনায় তাকালো। সেখানে মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে।

নিক বললঃএক মিনিট! আচ্ছা, ওই মেয়েটাই এখানে প্রায়ই ঘুরে বেড়ায়, তাই না?

সিঙ্ক হেসে মাথা নাড়ে—হ্যাঁ, ঘুরে বেড়াতো। এখন সেই খেলা ছেড়ে দিয়েছে। আমার এই রেসের-বেটের ব্যাপারে কাজ করে, আমি ওকে শেয়ার দিই।

সিঙ্ক ডাকলো—অ্যাই, ব্যাবস্!

স্ট্রিপ-টিজারদের মতো পশ্চাদদেশ দুলিয়ে মেয়েটা এগিয়ে এলো।

—আর কি সর্বনাশ চাই?

—আচ্ছা, এইভাবে কি আমার সাথে কথা বলা ঠিক? আমি সারাটা দিন তোমার জন্য রেখেছি। যাই হোক, মিট্ মাই ফ্রেণ্ড, বিখ্যাত লেখক নিক ভার্ডার। নিকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় জেনে রাখো : ওর একটা সুন্দর জাগুয়ার গাড়ি আছে, ওয়াডরোবে ভর্তি পোশাক, চার্মিং ব্যবহার—আর পকেট ভর্তি টাকা।

লালচুল মধুর হাসি হাসলো—কিন্তু, সমস্যাটা কি?

এমনভাবে কথাটা বলল যেন সে কিছুই বোঝে না।

—নিক একদম একা, হি ইজ লোনলি।

—কি লজ্জার কথা!

এইবার হঠাৎ দোকানের মালিক এগিয়ে এলো। কোমরে অ্যাপ্রন বাঁধা। সে কাউন্টারের পেছন থেকে এসে ওদের সামনে দাঁড়ালো।

—এখানে এসব চলবে না।

—মানে ?

—শোন সিঙ্ক, আমি এখান থেকে তোমাকে ফোন করতে দিয়েছি, কিন্তু তা বলে এখানে ব্যাবস্‌কে ব্যাবসার লেনদেন করতে অ্যালাও করব না। আমি জানি তাহলে একটু পরেই পুলিশ আসবে, ফাইন করবে আমায়। যাও ভাই, তোমরা এবার আসতে পার।

ব্যবস্ বললঃতুমি তাড়িয়ে দিচ্ছ কিন্তু।

রাস্তায় এসে নিক মেয়েটাকে ভালো করে দেখলো। অ্যাভারেজ হাইট, স্লিম কিন্তু সুন্দর ফিগার, মুখটাও খারাপ নয়, শুধু হাঁ-টা একটু বেশি চওড়া।

—তুমি কোন ঘোড়াটা ধরেছ?—নিকের জিজ্ঞাসা।

—বাঃ, তুমি কিন্তু বেশ ভালো লোক।.....আমি 'ব্লু বয়' ধরেছি। দেখো, ঠিক জিতব, জিতে দেখাবই!

নিক মাথা নাড়লো, কাগজপত্রের মধ্যে থেকে একটা পাঁচ ডলারের বিল বের করে সিঙ্ককে দিল।

—মহিলা কি বলছেন তুমি শুনেছ?

টাকাটা নিয়ে সিক্ক বলল—সত্যি তুমি উদার, আমাকে অনেক সাহায্য করছ। স্যামুয়েল, এখুনি ফোন করে বুক করো।

স্যামুয়েল বলল—সিক্ক, আমার কিছু দরকার—ফোন করাই জন্যই।

—টাকা পয়সা নষ্ট করো না।

সিক্ক কিছু দিল—যাও, হাঁ করে দাঁড়িয়ে না থেকে কাজের কাজ করো।

নিক বলল—তোমরা দুজনে সত্যিই ভালো টিম।

ব্যাবস্ বলল—নিক, তুমি যা করলে, অনেক ধন্যবাদ।

নিক বলল—দূর, ওসব ছাড়োতো।

সিক্ক এতক্ষণ আবার একমনে নিককে দেখতে শুরু করেছে। কৌতূহলী দৃষ্টি।

ব্যবস্ বলল—কিন্তু আমি শোধ দিতে চাই।

—এখন নয়, অন্য কোন সময়ে। এটা আজকের দিনের জন্য আমার একটা ভালো কাজ। সেইভাবেই ব্যাপারটা নাও, আমি খুশি হব।

ব্যাবস্ নিকের হাত জড়িয়ে ধরলো—তুমি আমাকেও দারুণ খুশি করেছ। চলো, আমার ঘরে চলো। বেশি দূর নয়, আমরা ভালবেসে খুশি হব।

হাতের পাণ্ডুলিপিটা তুলে ধরে নিক বলল—সুইট হার্ট, আমার মন ভালো নেই। এইমাত্র আমি একটা খারাপ খবর পেয়েছি।

—তাহলে আমি তোমার মন ভালো করে দেব। এসো, এসো, নয়তো তুমি আমাকে অপরাধী বানাবে। এমনিতে আমাকে কেউ কোনদিন কিছু দেয়নি। সত্যি বলতে কি, পৃথিবীর লোক সম্পর্কে আমার মন অন্যরকম হয়ে গেছে।

—ঠিক আছে, চলো।

নিক মেয়েটির সাথে একটা ভাঙা ঘরে গিয়ে উঠলো।

বিছানার চাদরটা এক সপ্তাহের মধ্যে ধোয়া হয়নি। সেই বিছানায় ওরা পাশাপাশি শুয়ে। নিকের চোখ শক্ত করে বোজা। যেন একটা স্তব্ধ মৃতদেহ। ব্যাপারটা ভালো কাটেনি আদৌ। নিজের ওপর রাগ আর গ্লানি:দুটো ছেয়ে যাচ্ছে। রাগ—কারণ একটা বেশ্যার সাথে থাকতে হলো। আর গ্লানি—কারণ নিক একটু আগে ইম্পোটেন্টের মতো ব্যর্থ হয়েছে। পুরুষত্বহীনতা! আশ্চর্য্য!

ব্যাবস্ চোখ খুলে ঠোঁট কামড়ে শুয়ে আছে। তার শরীর সাপের মতো পাক খাচ্ছে। বিতৃষ্ণায় ভরে গেছে। এতো সুন্দর চেহারা লোকটার, এদিকে একেবারে ছিবড়ে! যখন সে বলেছিল সে ভালবেসেই প্রতিদানে দিতে চায়, তখন মিথ্যে বলে নি। কত সময় গেছে, যখন তার শরীরটা পুরুষের দখলে, কিন্তু তার মন তখন অন্যত্র ঘুরে বেড়িয়েছে। বহু পুরুষ তার মসৃণ কিশোরীর মত কচি শরীরের দিকে একবার তাকিয়েই লুটিয়ে পড়েছে। দু-সেকেণ্ড পরেই ব্যবস্ দেখেছে, তারা কোন মতে প্যান্টে পা গলিয়ে দরজার বাইরে হাওয়া। এই একবারই সে বুঝতে চেয়েছিল সে ভালোবাসার লোকের সাথে শুয়েছে—আর সেটাই এমন হলো, শোচনীয় পরিণতি!

ব্যবস্ বলল—তুমি বলেছিলে তোমার মন খারাপ, ঝামেলার মধ্যে রয়েছ।

—হ্যাঁ, তাই। বিশ্রী ঝামেলা।

—লাভারকে হারিয়েছ?—বলে ব্যাবস্ ভাবলো, নিক শুধুমাত্র সেটাই হারায় নি, আরও কিছু—

নিক বলল—শুধু আমার প্রেমিকা নয়, আমার আত্মবিশ্বাসও হারিয়ে যাচ্ছে।

—আহা, সেটা আমায় আগে বলো নি কেন? এরকম বহু লোকের হয়। তখন আমার দায়িত্ব তাকে স্বাভাবিক করে তোলা। তার জন্য কায়দা আছে। পদ্ধতি আছে। আমাকে আগে বলা উচিৎ ছিল।

নিক উঠে বিছানার ধারে বসলো। মনে হলো, সবচেয়ে ভালো হয় পোশাক পরে ঝটপট এখান থেকে তাড়াতাড়ি বিদায় হওয়া। তার সারা শরীরে এখন নোংরা বিছানা আর মেয়েটার প্রসাধনের গন্ধ। বাড়ি গিয়ে স্নান করতে হবে। তারপর সন্ধ্যের জন্য পরিষ্কার পোশাক পরা দরকার। রাত আটটায় গ্রীনউইচ ভিলেজে সি. স্মিথের পার্টি শুরু হবে, তারপরে রাতে জ্যাকলিন থর্নবার্নের সাথে থাকতে হবে। কে জানে, পরিদিনটা ভালো কিছু হতেও পারে। অন্ততঃ সেটা আজকের মতো খারাপ হবে না। ওঃ আজ যা কাটলো! ভাই, ব্ল্যাক মন্-ডে বলে কথা!

ব্যাবস্ একটা কনুই-এর ওপর ভর দিয়ে উঠে নিককে দেখলো। তার গায়েও লাল আভা, স্লিম চেহারা কিন্তু সুন্দর ঢেউ, সুঠাম বাঁকাচোরা। তার স্তন দুটি ছোট, কিন্তু বেশ শক্ত এবং চাপলেও ঠেলে জেগে ওঠে। ছোট, কিন্তু পুরুষের মুঠোকে পুরোপুরি ভরে তোলে। ঠিক হাতের মাপে মাপে তৈরি, একেবারে টেলর-মেইড!

খসখস আওয়াজ শুনে নিক যেন নৈর্ব্যক্তিকভাবে ব্যাবসের দিকে ঘুরে তাকালো। মনে হয়, ওর বয়েস আঠারো-উনিশের বেশি হবে না, কিন্তু ইতিমধ্যেই পাকাপোক্তভাবে লাইনে নেমে পড়েছে। কাটা-কাটা মুখ, আর কঠিন চোখের দৃষ্টি না হলো ওর মুখটাকে বেশ সুন্দরই বলা যেত। সুঠাম দুই পা ছড়িয়ে আছে, সুগোল নিখুঁত বুকের দিকে না তাকিয়ে পারা যায় না। স্লিমের মধ্যেও এত সুগঠিত চেহারা পাওয়া বিরল। সুন্দর মুখের ওপর মুখ নামালো নিক, ব্যাবসের ঠোঁটের শুষ্কতার স্বাদ নিল। সাথে সাথে নিককে দুহাতে জড়িয়ে কাছে টানলো সে।

ব্যাবসের গলা এখন ফিশফিশ—ধীরে, ধীরে, হুড়োমুড়ি করো না এখন। সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। এবার ব্যাবস্‌কে কাজ করতে দাও। লেট হার হ্যাণ্ডল দ্য শো!

নিক অনুভব করলো—তার ছোট ছোট সুগঠিত বুক দুটো এবার নিকের বুকে পিষ্ট হয়ে গেল।

হাঁটু মুড়ে নিজের স্লিম শরীরটাকে শক্ত করলো ব্যাবস্। তারপরেই হঠাৎ নিকের দেহের সাথে আটকে গেল। ব্যাবসের গলায় এবার গোঙানি, আর নিক সর্বশক্তি দিয়ে তার ছটফটে ঘুরপাক খাওয়া শরীরকে সামলাতে চেষ্টা করলো।

—সুন্দর! খুব ভালো। ফাইন! ঠিক এই চাই—আঃ কি দারুণ—

বলতে বলতে খেলা চালালো ব্যাবস্। অভিজ্ঞ সে, ক্রমশঃ নিকের শরীরে সব রস শুষে নিয়ে তাকে নিঃশেষ করলো ব্যাবস্। নিক শ্রান্ত, ক্লান্ত, কম্পিত। শেষ বিস্ফোরণের পর নিক নিঃসম্বলের মতো পড়ে গেল, তার দুহাতে তখনও ব্যাবসের দুই পশ্চাদদেশ শক্ত করে ধরা। শক্ত-নরম, নিখুঁত নিতম্বদ্বয়।

একটু পরে রেডিও চালালো ব্যাবস্। নিক পোশাক পড়ছে। দুজনে তখন দুজনের দিকে তাকিয়ে শিশুর মতো হাসছে।

—তুমি সত্যি দারুণ মেয়ে, ব্যবস্।—বলে নিক পকেটে পাণ্ডুলিপি রাখলো।

ব্যবস্ এখন একটা গোলাপি তোয়ালে দিয়ে গা ঢেকেছে, একটা সিগারেট ধরিয়েছে।

—তাহলে এর মধ্যে একদিন আবার এসে আমায় দেখে যেও।

নিক কিছুক্ষণ কিন্তু-কিন্তু ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে। তারপর তারপর একটা দশ-ডলারের নোট এগিয়ে দিল।

—এটা নিতে দ্বিধা করো না। ভেবনা, আমি তোমায় অপমান করতে চাইছি। এটা আমার দিক থেকে সামান্য সাহায্য, আর কিছু নয়।

ব্যবস্ হাসলো—আমি যদি কথাটা আগে না বলে থাকি, তাই এখন বলছি, বা আবার বলছি—আমি অতি অল্প যে ক'জন অতি সুন্দর সজ্জন দেখেছি, তুমি তাদের একজন।

নিক একটু চোখ মেরে হেসে বেরিয়ে গেল। ব্যবস্ কিছুক্ষণ তার চলে যাওয়া পদক্ষেপের শব্দ শুনলো কান পেতে। তারপর রেডিওর ভলুম বাড়িয়ে শুনতে পেল ঘোষক বলছে—আমরা আবার জানাচ্ছি, এবং জানি না শুনে আপনারাও আমাদের মত আশ্চর্য্য হবেন কিনা—আজকের রেসে বিজয়ী—ব্ল্যাক বিগহেড্। আবার বলছি—ব্ল্যাক বিগহেড্।

ব্যাবস্ হতাশ হয়ে মাথা নাড়লো—ও ভাই, সত্যি আমার ভাগ্যে কিছু নেই!

॥ ১২ ॥

একটা ঝরঝরে বুইক গাড়ির পাশে ক্যাডিলাকটা পার্ক করলো ববি আর্নল্ড। চাবি হাতে নেমে এসে চারপাশে তাকালো। মনে হচ্ছে, আসল উদ্দেশ্যটা পণ্ড হবে, কিন্তু তার কিছু করার নেই।

প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে থেকে জেনি ও'ব্রায়েন বেরিয়ে এলো। গাড়ির দরজায় ধাক্কা মেরে বলল—ববি, আমার মনে হচ্ছে তুমি একটা বিরাট ভুল করেছ।

ববি রাগত। বলল—ঘা খাওয়ার পর এই অবস্থায় আমার কি করা উচিৎ, তুমি ঠিক করো। তুমি হতভাগী মেয়ে, আমার মতো একটা লোকের জীবনে এসে জুটলে, দখল করলে। স্পষ্ট শুনে রাখো, আজ সকালের ব্যাপারটা খাস্ট একটা উত্তেজনার ফল, তার বেশি কিছু নয়। আমি এখনও আমার জীবনের মালিক। যদি আমার গাড়িটা ওই ছুঁচো সিল্ক লেনক্সের কাছে বিক্রী করে রক্ষা পাই, আমি তাই করব। বুঝেছ?

যদিও এখন সবে সন্ধ্যের শুরু, তবু রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে এসেছে। ববি একবার ওপর-নিচে তাকালো, তারপর জেনিকে নির্দেশ দিল তাকে ফলো করতে।

ববির পরণে এখন সুন্দর মধ্যরাতের নীল স্যুট, কিন্তু জেনির গায়ে সেই ধূসর গান-মেটাল জামা যা কুঁচকে নোংরা হয়ে গেছে, বিশেষ করে জ্যাকলিনের বাথরুমের ঘটনাটার পর। সত্যি, জ্যাকলিনকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করে মারতে চেয়েছিলো জেনি।

ববি বলল—তুমি ড্রেসটা চেঞ্জ করলে পারতে।

ববির চিন্তা হলো, সিল্ক জেনির আগমন মোটেই পছন্দ নাও করতে পারে, এমন কি গাড়ি কেনার ব্যাপারটায় পিছিয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়।

জেনি বলল—আমি তো বাড়ি গিয়ে পোশাক পাল্টাবার সুযোগই পেলাম না। কিন্তু তোমারই বা এত সাজগোজ কিসের? কোথায় যাচ্ছ তুমি?

ববি হাত তুলে জেনিকে থামতে বলল—বেবি, আমি তোমায় বলেছি কি বলিনি—আমার জীবনের পেছনে ছোটার চেষ্টা করো না?

একটা মধ্যবিত্ত বাড়িতে ঢুকে ওরা সিঁড়িতে পা রাখলো। এটাই সিঙ্কের বাড়ি। একটা ব্যাগের মধ্যে থেকে ববি সেই ক্যাডিলাক বিক্রীর রেজিস্ট্রেশনের কাগজপত্র বের করে জেনিকে দিল।

—সব জায়গায় সই করে দিয়েছি। এখন যাও, ওর থেকে টাকাটা নিয়ে চলে এসো এখানে। আমি অপেক্ষা করছি।

—কিন্তু আমি কেন? তুমি নিজেই তো যেতে পার।

—আবার প্রশ্ন! বেবি, আমি তোমার একটু আগে কি বলেছি?

জেনি বিশাল বাঁধে 'শ্রাগ্' করে এলিভিটারে উঠলো। যদিও ববি জানিয়েছিল, সিঙ্ক তিন তলায় থাকে।

সিঙ্কের ফ্ল্যাটে একটা বেডরুম, একটা কিচেন, একটা লিভিং রুম। গ্র্যাণ্ড-র‍্যাপিড, স্টাইলে সাজানো। তার মানে, প্রতিবেশী অঞ্চল বিচার করলে এটা ভালো রুচির পরিচয় নয়। সিঙ্ক একটা ফুলহাতা সার্ট পরে নিচু কফি টেবিলের ওপর টাকা গুণছে। তার কাছে এখন পুরো দু-হাজার ডলার নেই। স্বভাবতঃই ববি আর্নল্ড বা নিক ভার্ডারকে দেবার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

—হায়, কি সর্বনাশ! কথা দেবার আগে আমি হিসেব করিনি কেন?

দরজায় বেল বাজলো। স্যামুয়েল এতক্ষণ কিচেনে স্যাণ্ডউইচ খাচ্ছিলো। সে দরজা খুলতে গেল। কিছুক্ষণ পরে সে আবার মুখভর্তি খাবার নিয়েই লিভিং রুমে ফিরে এলো।

—আরে সিঙ্ক, সেই বিশাল মেয়েটা হাজির।

—কোন মেয়েটা?

সিঙ্ক টাকার বাণ্ডিলের দিকে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করলো।

—আরে, তুমি চেনো, মিস আমেরিকা। সে বলল—ববি আর্নল্ড নিচে অপেক্ষা করছে।

সিঙ্ক তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো। টাকাগুলো ঢুকিয়ে ফেললো, তারপর বেডরুমে চলে গেল। স্যামুয়েলকে বলল—যখন মেয়েটা এই ঘরে আসবে, বলবে আমি বেডরুমে আছি। ঠিক আছে?

স্যামুয়েল চোখ টিপলো—বুঝেছি বস্।

বেডরুমে সিঙ্ক তাড়াতাড়ি পোশাক ছাড়তে শুরু করলো। জামা-প্যান্ট দ্রুত খুলে ফেললো, সার্ট খুলে চেয়ারের ওপর রাখলো, তারপর ছোট প্যান্টটাও খুললো। তাড়াতাড়ি চ্যানেল নং ৫-এর বোতল খুলে পারফিউমের অনেকখানে পেটে আর বগলের লোমে মেখে নিল। তারপর ট্যালকম পাউডারের বড় কৌটোটা নিজের লোমশ অঙ্গে উজাড় করলো। এবার সাদা ভূতের মতো চেহারা।

লজ্জার বিষয়, তার পরিকল্পনা পাল্টাতে হচ্ছে। সে চেয়েছিলো, পুরো এক হপ্তা জেনির সাথে বিছানায় খেলা করতে। যাইহোক, নিজেকে বোঝালো, এখন এক রাউণ্ড হোক, কারণ এরপরেই তাড়াতাড়ি শহরের বাইরে পালাতে হবে।

হ্যাঁ, ববি আর্নল্ডকে সে ভাগাতে পারতো। শুধু ঝাড়তে হবে একটি মোক্ষম ঘুঁষি, ব্যস্—ইডিয়েটটা পালাতে পথ পাবে না। কিন্তু নিক ভার্ডারটা আবার আরেকটা সমস্যা। হ্যাঁ, সে ব্যাটাও মাঝে মাঝে নিরীহ ভাব দেখায়—যেমন সব শিল্পীই করে। কিন্তু তবু সিল্ক এখনও নিককে ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি। বিশেষ বিশেষ সময়ে এই সব শান্ত লোকেদের সাথে সমঝে পা ফেলতে হয়।

মোটামুটি ভাবা আছে, কিছুদিন দূরে কোন ছোট শহরে লুকিয়ে থাকতে হবে। তারপর যখন পুরো ব্যাপারটা উড়ে যাবে, তখন আবার চুপি সারে ফিরে আসবে। আর রেসের 'বুকি' হয়ে কাজ নেই, অন্য কোন ধান্দা দেখতে হবে।

একহাতে ক্যাডিলাক রেজিস্ট্রেশনের কাগজপত্রের প্যাকেট, জেনি জিজ্ঞেস করলো—কিন্তু আমি বেডরুমে যাব কেন?

স্যামুয়েল কাব্য আওড়ালো—ইওরস নট টু রিজন হোয়াই—তোমার 'কেন' বলার কথা নয়। সে মোটা হাতে জেনির বাহু ধরে তাকে হ্যাঁচকা টান মেরে সিল্কের বেডরুমের দিকে নিয়ে গেল। জেনি আবার লড়াই শুরু করলো. চিৎকার করতে গিয়ে নিঃশ্বাস আটকে গেল। একপাটি জুতো কোথায় ছিটকে পড়লো।

জেনি ছটফট করছে। সেই অবস্থায় তাকে সিল্কের বেডরুমে জোর করে ঢুকিয়ে স্যামুয়েল হাসলোঃতোমার জন্য সারপ্রাইজ, বস্।

ধাক্কার জেরে জেনি উলঙ্গ সিল্কের পাশ দিয়ে দেয়ালে গিয়ে পড়লো. মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেল, আর মেঝের ওপর তার বিশাল চেহারা সশব্দে আছাড় খেলো। ফলে, অদ্ভুত হাস্যকর পোজিশন! দুই পা বেরিয়ে গেছে, তলার ড্রেস কোমরের কাছে উঠে এসেছে, দুই উরুস্তম্ভ প্রকাশিত, মুখ হাঁ হয়ে গেছে।

সিল্ক ভণ্ডামি করলো—আরে, আরে, এইভাবে কি কেউ কোন ভদ্রলোকের শোবার ঘরে ঢোকে! যদিও আমি সব সময় নতুন নতুন পদ্ধতি ভালোবাসি, তবুও এইভাবে—। কিন্তু, বেবি, তুমি যদি এইভাবেই কাজ করতে চাও, তাহলে আমি অভিযোগ করার কে! ঠিক বলেছি?

সিল্ক ঝুঁকে পড়ে জেনির গোড়ালি দুটো ধরলো। দেয়ালের কাছ থেকে টেনে আনলো। যতটা সে ভেবেছিলো, জেনি তার চেয়ে বেশি ভারি। কিন্তু কোন বাধা দিল না। মুহ্যমান অবস্থায় জেনি শুধু বুঝতে পারলো তার গা থেকে পোশাক খুলে নেওয়া হচ্ছে।

জেনির শরীরের উপর নিজেকে স্থাপন করার আগে সিল্ক লেনক্সের চোখ গেল—মেঝেতে ক্যাডিলাক রেজিস্ট্রেশন কাগজপত্র পড়ে আছে। ধরা পড়া ইঁদুর হাতে নিয়ে বেড়াল যেমন হাসে, তেমন হাসি ফুটে উঠলো তার মুখে। রেজিস্ট্রেশন স্লিপটা তুলে নিয়ে সে ট্রাউজারের পকেটে ঢুকিয়ে রাখলো।

—হুঁ, আমি একটা নীতি মানি। বিজনেস বিফোর প্লেজার!

ফিফথ্ এভিনিউ-এর উপর দিয়ে কালো জাগুয়ার বুলেটের মতো ছুটছে। স্টিয়ারিং আঁকড়ে নিক ভার্ডার ট্রাফিকের মধ্যে ঝুঁকি নিয়ে ডান-বাঁ করতে করতে চালাচ্ছে। ৩৩নং স্ট্রীটের মুখে ট্রাফিকের লাল আলো, তাই গাড়ি থামাতে হয়।

তার পাশে জ্যাকলিন থর্নবার্ন, পরনে টুইড্ স্কার্ট আর ছোটহাতা উলের সোয়েটার।

—তুমি একেবারে রেসের ড্রাইভারের মতো গাড়ি চালাচ্ছ। তুমি কি লে-ম্যানস্ বা মিল্ মিগলিয়ার মোটর রেসে নাম দিয়েছিলে কখনও?—জ্যাকলিন জিজ্ঞেস করে।

এবার সবুজ আলো। নিক গাড়ি ফার্স্ট গীয়ারে দিয়ে চালাতে শুরু করলো।

—হ্যাঁ, আমার ঘর গ্রীন প্রিন্স অ্যাওয়ার্ডে ভরা। দেখ, বেবি, আমার অনেক দোষ আছে। কিন্তু কেউ কখনও বলে নি আমি বাজে কথা বলি। তার মানে, আমার সাথে কিছু উল্টোপাল্টা করো না। আমার ওইসব আলতু-ফালতু ঢং-ঢাং বিশেষ পছন্দ হয় না। তোমার যদি ইউরোপীয়ান কালচার নিয়ে প্রভূত জ্ঞান থাকে, তাহলে একটা সুবৃহৎ বই লেখা শুরু করো না কেন?

জ্যাকলিন বলে—আমি বুঝিনি তুমি এত টাচি!

—হ্যাঁ, ম নে রেখো।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে থাকে। ২৩ নং স্ট্রীট এসে গেছে। জ্যাকলিন আবার কথা শুরু করলো—একবার ভেবে দেখ তো, মেয়েটা আমাকে শক্ খাইয়ে খুন করতে চেয়েছিলো।

নিক হাসলো—জেনি সত্যি আমাকে অবাক করে দিয়েছে। আমি বুঝিনি ওর মধ্যে এত সাহস আছে।

জ্যাকলিন সন্দেহ নিয়ে নিকের দিকে তাকায়। হ্যাঁ, নিক দেখতে ভালো। এখন যদি বিছানার কাজেও ভালো হয়, তবে জীবনটা নতুন করে বাঁচার পথ খুঁজে পাবে। হাত দিয়ে গাড়ির রেডিও-র সুইচটা অন্ করে দেয় জ্যাকলিন। ঘুরিয়ে একটা স্টেশন ধরে যেখানে জার্মান মিউজিক বাজছে। আরাম করে সীটের গদিতে গা এলিয়ে দেয়।

জ্যাকলিন বলে—তুমি জানো তো, এই সোয়েটার আর স্কার্ট পরে দর্শন দিলে আমাকে ওরা তাড়িয়ে দেবে না?

নিকের পরণে ঘন নীল স্যুট আর সাদা সার্ট। বলে—আরে, এটা গ্রীনউইচ ভিলেজ পার্টি। তুমি চটের থলি পরেও আসতে পার, কেউ কিছুই ভাববে না।

জাগুয়ার ছুটছে। ১৪ নং স্ট্রীট শেষ বলো, বাঁয়ে এভিনিউ অব্ আমেরিকা। এবার ১২ নং স্ট্রীটের দিকে জোরে ছুটে চললো। গাড়ি পার্ক করে নিক জ্যাকলিনকে নামতে সাহায্য করলো। দুজনে এবার ওপরে তিনতলার একটা জানলার দিকে তাকায়। আলো জ্বলছে, হাল্লার শব্দ আসছে ঘরের ভেতর থেকে।

মাগো—জ্যাকলিন বলে—হাড় কাঁপতে শুরু করেছে। আরে, এটাই তো সেই জায়গা যেখানে আমি আমার হারানো যৌবন নতুন করে ফিরে পেয়েছিলাম।

সিঁড়ি দিয়ে উঠছে জ্যাকলিন, পশ্চাদদেশ পেণ্ডুলামের মতো দুলছে।

পিছু পিছু উঠে নিক হঠাৎ আঙুল মটকালো।

—আরে, আমি যে একেবারেই ভুলে গেছি।

—ভুলে গেছ, কি?

—শেষ রেসের রেজাল্ট জানতে। জানি না, কোন ঘোড়াটা জিতলো!

—এই সময়ে তোমার এই চিন্তা—জ্যাকলিন ধমক দিল। বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল।

॥ ১৩ ॥

খুব সম্ভব গ্রীনউইচ ভিলেজের পার্টি নিয়ে এক হাজার গল্প চালু আছে। এর মধ্যে কিছু মিথ্যে, কিন্তু বেশির ভাগই সত্যি। গ্রীনউইচ ভিলেজ নিউ ইয়র্কে তেমনই জায়গা যেমন চেলসি লণ্ডনের বা মন্টপারনাস প্যারিসের। ভাবঘুরেপনা চলতে থাকে। প্রতি বছর নতুন প্রজন্ম আসে পুরনোকে অনুসরণ করে, এমন সব আদর্শ গ্রহণ করে যাতে রক্ষণশীলতা ধাক্কা খায়। এখানে ভীরুতা বা নিয়মানুবর্তিতার কোন ঠাঁই নেই। রটনা আছে—এখানে অনিয়ম বা নিয়মভঙ্গটাই নিয়ম। সত্যি কথা, অনেক শিল্পী ও লেখক গ্রীনউইচ ভিলেজে এসেছে এই বিশ্বাস নিয়ে যে, বেহিসেবি ব্যবহার ও আচরণ প্রতিভা বিকাশে সাহায্য করে। প্রায়শঃই সেই শিল্পী ও লেখকদল পালিয়েছে দুঃখিত মনে নতুন জ্ঞান নিয়ে, ততক্ষণে তাদের প্রতিভা ফুরিয়ে গেছে এবং নীতিবোধ চূর্ণ হয়েছে। তবু প্রবাদ টিকে আছে, বিশেষ করে যখন পার্টি হয়। এটা নিঃসন্দেহে সত্য, গ্রীনউইচ ভিলেজে বেশির ভাগ পার্টি অতি-সাধারণ মিলনোৎসব হিসেবে শুরু হয়, আর বেশ কিছুক্ষণ ঘোরতর মদ্যপানের পর বিকৃত কামের মধ্যে দিয়ে শেষ হয়।

যে কোন বিষয়েই পার্টি হতে পারে এখানে। এক কুমারীর কৌমার্য্য গেছে, সে নারী হয়েছে, তাই নিয়ে সে পার্টি দিতে পারে। কোন মহিলা তার প্রেমিক বা স্বামী হারিয়েছে—অথবা কেউ অবৈধ সন্তানের জন্ম দিয়েছে, সে পার্টি দিয়ে তার দুর্ভাগ্যকে জয় করতে পারে।

কোন এক কবির কবিতা হয়তো এক অতি-অখ্যাত পত্রিকায় বেরিয়েছে, যে পত্রিকাগুলো প্রথম সংখ্যার পরেই মরে যায়। সে কবির আয় হয়তো নগণ্য, তবু সে পার্টি দেবে, এবং কবিতা লিখে যা পেয়েছে, তার দু-তিনগুণ বেশি খরচ করবে।

সি. স্মিথের চাকরি গেছে। সেই সম্মানে আজকের পার্টি। অবশ্য ঘটনাটা হলো, পার্টির পরিকল্পনা হয়েছিল যখন, তখন সি. স্মিথের চাকরি অটুট ছিল। যদি তাই থাকতো তবেও পার্টি হতো। না থাকলেও হবে। কেউ না কেউ একটা কারণ খুঁজে বের করবেই।

আজকের পার্টি হচ্ছে একটা থ্রি-রুম ফ্ল্যাটে, যেখানে একটা ছোট বেডরুম, একটা বড় বসার ঘর, কিচেন আর টয়লেট আছে। এর জন্য লিলিয়ান ফিফারকে মাসে একশো তিরিশ ডলার দিতে হয়। সি. স্মিথের খুব ঘনিষ্ঠ গার্লফ্রেণ্ড লিলিয়ান।

লিলিয়ানের চুল একটু রুক্ষ ধরনের লাল। ইংরেজিতে বহু মেয়েকেই 'blonde' বলা যেমন হয়ে থাকে, তেমন। সে পুরুষদের ভালো মতো জানে, আর পুরুষরাও তাকে ভালোই চেনে। লিলিয়ান নিজেকে অবশ্য খুব চালাক ও শক্ত মেয়ে বলে মনে করে। সে সেই দলে যেসব মেয়েরা ভাবে তারা পৃথিবীটাকে বোকা বানাচ্ছে। কিন্তু আসলে নিজেরাই বিশেষ কিছু পায় না।

নানা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে লিলিয়ান। বহুদিন আগে, যখন তার চুল ছিল ব্রাউন, ঠিক 'blonde' নয়, সে তখন এক ধনী যুবকের রক্ষিতা। সেই থেকে তার নিচে নামা শুরু! নাকি ওপরে ওঠা? সেই ধনী যুবক তাকে অনেক কিছু দিয়েছিল—অর্থ, ভালো পরিচ্ছদ, মদ, সুখাদ্য, ছুটিতে সুন্দর জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যেত, কারণ, এটা ঠিক—এসব না দিলে ফল খারাপ হবে। এইভাবে সেই ধনীব্যক্তি লিলিয়ানকেও কিন্তু যথেষ্ট ভুগিয়েছিল—চলতি কথায় বলা যায়-একেবারে ছিবড়ে করে ছেড়েছিল। তারপর একদিন, যেমন করে ভিজে কুকুর গা থেকে জল ঝাড়ে, ঠিক সেইভাবে সে লিলিয়ানকে ঝেড়ে ফেলে দিল।

বছর কাটতে লাগলো। কিন্তু লিলিয়ান তবু মাঝে মাঝে ঘড়ির কাঁটা উল্টো দিকে ঘুরিয়ে স্মৃতি চারণে তার সুখের মুহূর্তগুলোর কথা ভাবে। একবার তাকে একজন ধনী যুবক পছন্দ করতো, আবার এমনই কেউ একজন কি আসবে না?

এখন লিলিয়ানের আচরণ সহ্যের মধ্যে। এমন কি তার অহংবোধ মাঝে মাঝে বেশ আহত হয়। সে সময় তাকে আর ফ্ল্যাট হয়ে শুতে হয়, যাতে সে অভ্যস্ত ছিল।

সে জানে সি স্মিথের টাকা আছে। স্মৃতির পাত্রে একটা আঙুল ডুবিয়ে সে আবার একটা খাবার তৈরির চেষ্টা করে। এই আরেক ধনী যুবক! যদিও আসল ব্যাপারটা হলো, সি. স্মিথ তেমন ইয়ং নয়, আর তার টাকাও তার নিজস্ব নয়, পরিবারের। স্বপ্নে লিলিয়ান দেখেছে, সে দক্ষিণের খেত-খামারের মধ্যে বেড়াচ্ছে, চারপাশে প্রস্ফুটিত ম্যাগনোলিয়ার গন্ধ, ভ্রমরদল ফুলে ফুলে মধুপান রত। মনে হয়, এমন স্বপ্নের উৎস একটি সিনেমা 'Gone with the wind' এবং একটি উপন্যাস, ফ্ল্যাঙ্ক ইয়ারবি-র লেখা।

স্বপ্ন দেখার জন্য লিলিয়ানকে আর দোষ দেওয়া যায় না, যেমন আজকের রাতের পার্টির জন্যও নয়। রোগা, লম্বা চেহারার ওপরে আজ সেঃযাকে বলে 'হোস্টেস গাউন' চাপিয়েছে। আসলে সেটা একটা পর্দার কাপড়। দরজার কাছে সি. স্মিথের বাহু জড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে অভ্যাগতদের স্বাগত জানাচ্ছে।

—আরে, নিক ভার্ডার! কি অপূর্ব, একেবারে স্বর্গীয় আগমন।—লিলিয়ান সোৎসাহে বলল।

নিক এলো, পেছন পেছন জ্যাকলিন থর্নবার্ন।

নিক বলে—এত অতিরিক্ত উৎসাহের কি আছে? কালরাতেই তো আমাদের দেখা হয়েছে।

লিলিয়ান এগিয়ে এলো—আরে, জ্যাকলিন। হাউ ওয়াণ্ডারফুল।

—কল মি জ্যাকি, ডার্লিং।

সি. স্মিথের পরণে সেই পোশাক। জ্যাকলিনের শরীরটাকে মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত দেখলো। বুকের ওপর দৃষ্টিটা একটু বেশি সময় নিল।

—আরে বাস, হু ববা, ·· ব্বা—

এ এক ধরণের প্রাচীন সম্ভাষণ, তার পোশাক আর আর চুলের স্টাইলের মতোই ব্যাক-ডেটেড্।

নিক আক্ষেপ করলো—আরে দূর! আমি বোতল আনতে ভুলে গেছি'

স্মিথ বললো—এক কাজ করো। সিড়ি দিয়ে এখুনি সোজা নেমে যাও, ওই কোনায় মদের দোকানটা এখনও খোলা আছে, পেয়ে যাবে।

লিলিয়ান বাধা দিল—না, না, এমন করো না। স্মিথ, নিজেকে খুব ছোট করছ। বিশেষ করে নিকের মতো বন্ধুর সাথে এমন আচরণ ঠিক নয়।

নিক বলল—আরে, এক মিনিটের ব্যাপার। যাব আর আসব।

জ্যাকলিনও নিককে টেনে ধরে আটকালো—না, যাবে না। এই ঘরভর্তি বিটনীক্‌দের মধ্যে তুমি আমায় একলা ফেলে যাবে না।

স্মিথ বলল—বেশ, মিস বার্লিন, নিক তুমি ওকে সঙ্গে নিয়ে যাও। তবে তোমার স্পীড কেমন জানি না, আমাদের স্টকে কোন জার্মান রেকর্ড নেই।

—কে বলল নেই?—লিলিয়ান আবার প্রতিবাদ করলো—অবশ্যই আছে। আমার কাছে Morgen' এবং Meadowlands দুই-ই আছে।

—আরে তুমি ঠকাচ্ছ! ওগুলো রাশিয়ান!

ইতিমধ্যে একটা ছোট দল জানলার কাছে জড়ো হয়ে খাঁচা বন্দী শাখামৃগের মতো কিচির মিচির করছে। তাদের মধ্যে একটা নোংরা লোক নিককে দেখতে পেল। সে ওই ভিড়ের চিৎকার করলো—নি-ই-ক!

ছুটে এসে নিককে জড়িয়ে ধরলো সে। নিক অস্ফুট স্বরে বলল—এই মরেছি!

—আরে জ্যাকি—বলে সেই তরুণটি জ্যাকলিনকে জড়িয়ে ধরলো—ওঃ, কি আনন্দ! লিলিয়ানের পার্টিতে আজ সবাই হাজির।

স্মিথ বলল—এটা আমার পার্টি, লিলিয়ানের নয়।

এই তরুণটি এক দূর জগতের বাসিন্দা। নাম জ্যাক শ্যাপিরিয়ো, ছবি আঁকে। ছবির নিচে স্বাক্ষর দেয় পুরো নাম, জ্যাকস্ শাপিরিও। নোংরা চুল-দাড়ির এই চিত্রশিল্পী কখনও চুল আচড়ায় না, কাটে না। সস্তার বিদঘুটে প্যান্ট, ট্রেন কণ্ডাক্টরের ইউনিফর্মের মতো জ্যাকেট পরে থাকে। জ্যাকেটটা খুব সম্ভব চুরি করা যখন সে এক সময়ে সিম্পলন-ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসে কাজ করতো। শীত ও গ্রীষ্মে সে একটা ফেল্ট হ্যাট মাথায় দেয়। টুপিটার ব্যাণ্ড নেই, তাই একটা দিক কোনাকুনি হয়ে ঝুলে থাকে। এক এক সময়ে সে উত্তেজিত হয়ে লোকজনকে ডাকাডাকি করে, আবার অন্য সময়ে ভিড় এড়িয়ে চুপচাপ ঠোঁট চেপে দাঁড়িয়ে থাকে, যেন খুব একটা রহস্যজনক কিছু গোপন করছে। ওর চলতি নাম 'বনের মানুষ', সেটাই চালু আছে। অনেকবার দেখা যায়, খুব ভোরে ঘুমন্ত রাস্তায় সে ঘুরে ফিরে ভ্যানের পেছন থেকে দুধের বোতল চুরি করছে।

এ হেন শিল্পী জ্যাকলিনকে জিজ্ঞেস করে—তোমরা কি এই শতাব্দীর নতুন যুগলমূর্তি?

জ্যাকলিন বলে—তা বলতে পার। আমি নিককে খুঁজে পেয়েছি, সেও আমাকে পেয়েছে।

স্মিথ বলল—ঈশ্বর জানেন, তোমাদের মধ্যে কার দুর্ভাগ্য বেশি?

জ্যাকলিন উঠে দরজার দিকে এগোল। লিলিয়ান বিমর্ষ, সে চেয়েছিল পার্টির মর্য্যাদা বজায় রাখতে।

নিক ছুটে এসে জ্যাকলিনের বাহু ধরলো—

—আরে, থামো থামো।

তারপর স্মিথের দিকে তাকিয়ে বলল—আমাদের ব্যাপারে একটু কম মাথা ঘামাও। তোমার পুরনো ভাঙ্গা রেকর্ড আর ভালো লাগে না। বুঝেছ?

দু-এক জনের দিকে মাথা নেড়ে সৌজন্য দেখিয়ে নিক জ্যাকলিনকে নিয়ে বেডরুমের দকে এগোলো। ঘরটা অন্ধকার। তার মধ্যে শুধু একটা জ্বলন্ত সিগারেটের মুখ দেখা যাচ্ছে। একটা বৃহৎ আকার লোক বসে আছে, আর বিছানার ওপর একটা মেয়ে কুঁকড়ে শুয়ে কাঁদছে।

মোটা লোকটা অন্ধকারেই হাসলো—তোমরা এই মুহূর্তে চলে যাও, ভাই। তোমরা তো এসব ব্যাপার জানো। যখন তোমাদের পালা আসবে, তখন এসো।

তারপর বিছানায় মেয়েটাকে কি যেন বলল। মেয়েটা সে কথা পাত্তা দিল না। অতএব সপাট এক চড় পড়লো তার গালে। মোটা লোকটা ওকে তুলে ধরতে গেল, তখুনি মেয়েটা আবার কেঁদে উঠে একছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মোটকা নিজের জামাকাপড় একটু গুছিয়ে নিয়ে মেয়েটাকে তাড়া করলো। যাবার আগে বলল—আরে ভাই, বিছানাটা এখনও গরম আছে।

জ্যাকলিন বিরক্ত হয়ে বলল—লোকটা অন্ততঃ চল্লিশ, আর মেয়েটা মনে হয় ষোলোর বেশি নয়।

নিক বলল—হ্যাঁ, বড় জোর আঠারো। কিন্তু তুমি কি আশা করো? এই হচ্ছে গ্রীনউইচ ভিলেজ, তার চেয়েও বড় কথা এটা লিলিয়ানের বাড়ি।

জ্যাকলিন বিছানায় বসলো। নিক জানলার কাছে গিয়ে ভেনিসিয়ান ব্লাইণ্ড তুলে পাল্লা খুলে দিল। এক ঝলক বাতাস ঢুকলো, তাতে সস্তার পর্দা দুলে উঠলো, আর মোটকা লোকটার ঘামের গন্ধটাও খানিকটা দূর হলো।

জ্যাকলিন আয়াস করে শুয়ে পড়লো—থ্যাংকস্।

নিক জিজ্ঞেস করলো—কিসের জন্য?

—এই আমার সাথে থাকার জন্য। বিশ্বাস করো, আমার ভাগ্যে এমন আগে জোটেনি। আমার মনের জোর অনেকটা বেড়ে গেছে।

—এ কথা হচ্ছে কেন? আমি তোমার ডেট্—ক্ষণস্থায়ী সঙ্গী। আজকের মতো।

কিছুক্ষণ দুজনে চুপচাপ।

নিক বলল—আমি কি তোমার জন্য একটু ড্রিংকস বানাব?

—একটু পরে। আপাততঃ আমি এখানে স্থির হয়ে বসতে চাই, আর বোকাগুলোর কাণ্ড কারখানা দেখি।

দরজার বাইরে বাফডজন লোক সেই চিত্রশিল্পীকে ঘিরে রয়েছে। সেই জ্যাক শ্যাপেরিয়ো!

জ্যাক বলল—ওইখানে নিক ভার্ডার আছেন, শহরের নাম কর' ব্যক্তি।

কমলা রঙের চুল আরেকজন মন্তব্য করে—কই, আমি কখনও নাম শুনিনি!

—শাট আপ্!—জ্যাক ধমক দিল—ওর সাথে আছেন জ্যাকলিন থর্নবার্ন—বিরাট ধনী মহিলা। একবার ভেবে দেখো—

একটি যুবক বলল—কিন্তু, এখন আমাদের মাথা খারাপ করা ঠিক হবে না।

সকলে হেসে উঠলো। জ্যাক শ্যাপরিয়ো অপ্রস্তুত। তার কথা হারিয়ে গেল। রাগত গলায় সে শুধু—ইউ, ইউ—বলে কি বলবে ভেবে পেল না।

লোকজন, জোড়া জোড়ায়, চেয়ারে বসে গলা ধরে জড়াজড়ি করছিলো। কেউ কেউ রেকর্ডের মিউজিকের তালে তালে নাচছে। একটা স্প্যানিয়েল কুকুর ভিড়ের মধ্যে দিয়ে এদিক এদিক টুঁ মারছে, খুব সম্ভব তার মালিকের খোঁজে। লিলিয়ান এখনও দরজায় দাঁড়িয়ে অতিথিদের স্বাগত জানাচ্ছে। সি.স্মিথের মুড খারাপ. বিশেষ করে নিকের সাথে কথা কাটাকাটির পর, সে উঠে গিয়ে ফায়ার প্লেসের পাশে গিয়ে বসলো। ঘটনাগুলো স্মিথের মন মতো ঘটছে না। ফলে তার নজর গেল একটি ছোট হাইটের পরিপূর্ণ বুকের একটি মেয়ের দিকে।

একটি আঠারো বছরের মেয়ে। জীনসের প্যাণ্ট, আর লো-কাট ব্লাউজ যার ফলে তার সম্পদ স্পষ্ট দ্রষ্টব্য, স্মিথের কাছে এগিয়ে এলো। বলল—আমি তখন থেকে ভাবছি কখন তোমার নজর পড়বে আমার দিকে। সারা সন্ধ্যে কেউ আমাকে বিশেষ পাত্তা দেয় নি।

—আরে মেয়ে, এই সব ফালতু লোকেদের কাছ থেকে তুমি কি আশা করো? যাই হোক, একটা ব্যাপার—তোমার ব্লাউজের ভেতর লাফাচ্ছে জিনিসটা কি? ফলস্ কিছু নয় তো?

স্মিথের মনে পড়েছিলো অফিসের মেয়েটার সাথে সেই অভিজ্ঞতার কথা।

মেয়েটা টান হয়ে দাড়ালো, এমন ভঙ্গিতে যে তার দুই বুক যেন চ্যালেঞ্জ জানিয়ে উঠে এলো—নিজের চোখেই দেখ!—বলেই দন্তবিকশিত আকর্ণ বিস্তৃত হাসি। ভালো করে দাঁত মাজে না মেয়েটা।

দ্বিধাভরে এক হাত বাড়িয়ে স্মিথ মেয়েটির একটি উঁচু মাংসল সম্পদ ঝট করে ধরে ফেললো।

—ইসস্। পুরোটাই মাংস আর চর্বি। আর আপেলের মতো শক্ত।

মেয়েটি হাসলো—আর অন্ততঃ আপেলের ডবল সাইজ।

—হ্যাঁ, মনে হচ্ছে। তবে আরও কিছু জানা দরকার। আরেকটু ভালো করে সব কিছু পরীক্ষা করতে হবে।

—যদি আমার দিকে সত্যি তুমি নজর দাও, তাহলে ভেবে নাও। কোথায় দেখবে? বেডরুম তো দখল হয়ে আছে। রান্নাঘরেও কারা যেন ঢুকেছে। তোমার বাথরুমটাও তো এদিকে নয়, কোন দিকে?

—ধুত্তোর!—বলে স্মিথ উঠে গেল।

মেয়েটিও পিছু পিছু গেল, তারপর একজন রোগা দেবদূত মার্কা মুখের সামনে। জুলিয়াস সীজারের ধাঁচে চুল ছাঁটা। গ্রামাফোনটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে।

তার সামনে গিয়ে রাজকীয় ভঙ্গিতে দুই বুক মেলে ধরে মেয়েটি বলল—হে বন্ধু, তোমার কি মনে হয়—এ জিনিস দুটি খাঁটি, অকৃত্রিম?

ছেলেটি একবার সেই জোড়া সম্পদের দিকে তাকালো। তারপর রেকর্ডগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে প্রশ্ন করলো—তুমি লোকগীত ভালোবাসো?

—ধুত্তোর!—ঠিক স্মিথের সুরেই উচ্চারণ করলো মেয়েটি। অন্যদিকে সরে গেল।

গ্রামাফোনে এখন গান বাজছে—Kisses sweeter than wine! লোকগীতিতে নিকের কোন আকর্ষণ ছিল না, তবুও এই সুরটার মধ্যে কেমন একটা বেদনা মেশানো আছে, নিকের মনের উপর ছাপ ফেলছে। দারুণ বিমর্ষ হয়ে যাচ্ছে মনটা!

জ্যাকলিন নিকের হাতের ওপর হাত রাখলোঃকি হয়েছে, তুমি হঠাৎ এতো মনমরা হয়ে গেলে কেন?

নিক বলল—মনে হয়, গানটার জন্য।

—তুমি কি জেনি ও ব্রায়েনের কথা ভাবছ? তার চুমু কি মদের চেয়ে মিষ্টি?

নিক দীর্ঘশ্বাস ফেললো—জেনি এখন অতীতের বিষয়। আমার জীবনে বহু মেয়ে এসেছে, চলে গেছে, কিন্তু জেনিই একমাত্র যে আমাকে বোকা বানিয়েছে। এখন বলতে পারছি না ঠিক কবে ওর সাথে আমার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো, কবে এনগেজমেন্ট হলো। তবে এটা স্পষ্ট মনে আছে, আমি ওর সাথে গিয়ে এনগেজমেন্ট রিং কিনে দিলাম। কিন্তু শারীরিক দিক দিয়ে ও সবসময় নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলো। একটু ছোঁয়াছুয়ি, এখানে-ওখানে সামান্য হাত রাখা, গলা জড়িয়ে ধরা—আর তারপরেই হঠাৎ সব স্তব্ধ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জেনি বিছানায় গেল একজন সন্দেহাতীত নারীখাদকের সাথে, তার নাম ববি আর্নল্ড। এটা আমার মনে ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স, মানে হীনমন্যতা সৃষ্টি করার পক্ষে যথেষ্ট।

—তুমি এখনও জেনিকে বেশ সমীহ করো, তাই না?

—এখন! ওসব ছাড়ো। প্রত্যেক মেয়েকে আমি গ্রহণ করি মাত্র একবার। কখনই দ্বিতীয়বার নয়। আমি দিশেহারা এইমুহূর্তে।

তবে মারাত্মক কিছু নয়। শুধু অবাক হয়ে ভাবছি, ওই বাকসর্বস্ব ববি আর্নল্ডের কি এমন আছে যার জন্য সে পাঁচ মিনিটের মধ্যে জেনির কাছ থেকে যা পেল, আমি পাঁচ মাসের চেষ্টায় তা পাইনি?

জ্যাকলিন বলল—আমার মনে হয় জেনি তোমার কাছে ফিরে আসতে চাইছে। তা নইলে আমাকে ইলেকট্রিক শক্ দিয়ে মারার চেষ্টা করবে কেন?

—তুমি তার গর্ব ভেঙ্গে দিয়েছ, তাই, সে মোটেই আমাকে চায় না।

নিক বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো। জ্যাকলিন ওর ওপর ঝুঁকে পড়ে চুলে বিলি কাটতে শুরু করলো।

নিক বলল—আমার ওইসব ব্যাপারে এখন একদম মন নেই, বেবি।

—তুমি আমার সাথে দেহের মিলন চাও না?

—আমরা এখানে একটা পার্টিতে এসেছি। লোকে দেখেছে আমরা বেডরুমে ঢুকেছি। তোমার কি সুনাম হানির কোন ভয় নেই?

—সুনাম আমার আগেই শেষ হয়ে গেছে।

জ্যাকলিন নিকের বুকে বুক রাখলো। হাল্কাভাবে চাপ দিল। গভীরভাবে নিঃশ্বাস নিয়ে বলল—শোন নিক, একটা সময় এসেছে যখন আমি কোন একটি মাত্র পুরুষকে জীবনে গ্রহণ করব।

জানলার দিকে মুখ ফেরালো জ্যাকলিন—লোকে আমাকে বেশ্যা বলে, টাকাওয়ালী বিচ্ মনে করে, এমন কি সেক্স-পাগল নারী—এক কথায় নিম্ফোম্যানিয়াক বলে বিশ্বাস করে। আর কি ভাবে, ঈশ্বর জানেন। এখন আমার এই পরিচয়ের একটা আমূল পরিবর্তন চাই।

পাশ থেকে জ্যাকলিনের মুখ দেখতে পাচ্ছিল নিক—কি পরিচয় চাও। মিসেস.....?

জ্যাকলিন বসে রইলো। দ্রুত নিঃশ্বাস পড়ছে তার—আমাকে একটা সুযোগ দাও, নিক। প্লীজ! আমি রেস্টুরেন্টে তোমাকে কিছু বলার চেষ্টা করেছিলাম। জানি না, আমার সম্পর্কে কি ধারণা তোমার! কিন্তু মনে হয়, তুমি যদি আমায় একটা চান্স দাও, কিছু একটা ভালো হতে পারে।

নিক নিজেকে বোঝাতে চাইলো সে এই নারীকে চায় না। কেমন যাচ্ছে তার দিনটা! আজ সকালেই সেই বুড়ি সম্পাদিকা কণ্টি-শ-এর সাথে আদিম দেহযুদ্ধ। কণ্টি প্রকৃতপক্ষে তাকে ক্ষুধার্ত বনবেড়ালের মতো ক্ষতবিক্ষত করে ছেড়েছে। তার কিছু পরেই, সেই বাচ্চা বেশ্যাটা—ব্যাবস্! না—মাথা নেড়ে নিক ভাবলো—সে এত বিশাল পৌরুষের অধিকারী নয় যে, একদিনে তিন জন মহিলার সেবা করবে!

—আমি আজ একটু বিশ্রাম চাই, বেবি। আমি ক্লান্ত।

জ্যাকলিন বিছানা থেকে নেমে গেল। ফিশফিশ করে বলল—আমি বাজি রাখতে পারি, আমার জায়গায় যদি জেনি ওব্রায়েন থাকতো, তাকে তুমি ফেরাতে না।

—তুমি সত্যিই হতভাগী বিচ্!

—ইয়েস ডার্লিং, আমি হয়তো বিচ্, কিন্তু অন্ততঃ আমি অনেস্টলি বলতে পেরেছি আমি তোমায় চাই।

—তুমি অনেস্ট নও, তুমি অসুস্থ।

নিক তার দিকে শুধু ছেটালো—তুমি জানো আজ এরমধ্যেই ক'জন মেয়ের সাথে আমায় শুতে হয়েছে। দু-দজন!

—আমি বিশ্বাস করি।

—তাহলে আমরা কথা বুঝতে চেষ্টা করো।

নিক বিছানায় উঠে বসে আজ সারাদিনের অভিজ্ঞতার বিশদ বর্ণনা দিল—কিভাবে কন্টি শ' আর ব্যাবসের সাথে কেটেছে তার।

—বেশ তো—জ্যাকলিন বলল—তুমি যখন এত কথা বলছ, তখন আমি নিজেকে সংযত রাখব। বেশ্যাদের কাছ থেকে তুমি কি পেয়েছ, তুমিই বুঝে দেখ। চলি, পরে দেখা হবে।

সোয়েটার স্কার্ট ঠিক করে পরে বেরিয়ে গেল জ্যাকলিন। পশ্চাদদেশের দোলানি সেই রকমই লোভনীয়।

একা অন্ধকারে বসে নিক সিগারেট ধরালো। একটু পরে লাইটের সুইচটা খুঁজলো। পেল না। অগত্যা টেবিল ল্যাম্পটা জ্বাললো। ফোন তুলে সিক্স লেনক্সের নম্বরে ডায়াল করলো।

ও প্রান্তে অন্তত সাতবার রিং হওয়ার পর সাড়া পাওয়া গেল। নিক বুঝলো, এই রুক্ষস্বর স্যামুয়েলের।

—কে এই সময় জ্বালাচ্ছে?

—স্যামুয়েল, আমি নিক ভার্ডার বলছি। আমি রেসের রেজাল্ট জানতে পারিনি। কে জিতলো?

নিক শুনতে পাচ্ছে ওপারে বিশাল গোলমাল হচ্ছে। পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে একটি মেয়ে করুণ গলা দয়া ভিক্ষে করছে। স্যামুয়েল একটু ইতস্ততঃ করে জবাব দিল—তোমার ঘোড়া জেতে নি।

—আমি আশাও করি নি। কিন্তু কে জিতলো?

স্যামুয়েলের চিৎকার—দূর, বোকা বাস্টার্ড! বললাম না, ব্ল্যাক বিগহেড জেতেনি।

নিক নিজেকে বোঝালো, এই মুর্খের সাথে বুদ্ধি রেখে চলতে হবে। এটার মাথায় কোনও পদার্থ নেই।

—শোন স্যামুয়েল, আমার কাছে যদি কোন সান্ধ্য দৈনিক, এমন কি একটা ছোট রেডিও সেট থাকতো, আমি তোমাদের বিরক্ত করতাম না। আমাকে বিশ্বাস করতে পার। শুধু বিজয়ী ঘোড়াটার নাম জানতে চাইছি। আমাকে যত ইচ্ছে গালাগাল দাও, ফোনটা আমার মাথায় ভাঙতে পার, শুধু ওই নামটুকু বলো।

ফোনের মধ্যে মেয়েটার আর্ত চিৎকার শোনা গেল, যেন খুন করা হচ্ছে তাকে।

স্যামুয়েল বলল—আর নতুন করে কি গালাগাল দেব তোমায়! তুমি যথেষ্ট শুনেছ।

ফোন রেখে দিল স্যামুয়েল।

অ্যাশট্রেতে সিগারেট গুঁজে নিক জানলার কাছে গেল। বাড়ির ছাদগুলোর ওপারে অন্ধকার। ফ্যাকাশে চাঁদ তারই ফাঁকে উঁকি মারছে। আকাশে মেঘ জমেছে। তারাগুলো মিটমিট, হাল্কা বাতাস ঢুকছে ঘরে।

.....হায়, জ্যাকলিনের স্বপ্নের মতো, আমি সত্যিই একটা ঘোড়দৌড়ের ফলাফল নিয়ে মগ্ন হয়ে আছি—নিক জানলা থেকে সরে এলো। দরজার কাছে এসে পার্টির লোকজনদের একবার লক্ষ্য করলো। আরও অনেকে এসেছে। ছোট লিভিংরুমটাকে এখন রাশ-আওয়ারে গ্র্যাণ্ড

সেন্ট্রাল স্টেশন বলে মনে হচ্ছে। জ্যাকলিনকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। নিক তাতে মন দিচ্ছে না। সে ভিড়ের মধ্যে ঢুকলো—কেউ অন্ততঃ নিশ্চয় জয়ী ঘোড়াটার নাম জানে।

॥ ১৪ ॥

সিন্ধ লেনক্স ও জেনি ওব্রায়েন উলঙ্গ হয়ে পাশাপাশি শুয়ে। সিন্ধের একটা হাত জেনির বুকের ওপরে। সেই হাতটা সরাবার শক্তি নেই জেনির—তার চোখ জ্বলছে, সারা গা কাঁপছে।

—বেবি, তোমার হার্ট দারুণ উত্তেজনায় দপদপ করছে।—সিন্ধ বলল।

—ছাড়ো, আমাকে ছাড়ো, প্লীজ।

—কিন্তু আমরা পরস্পরের প্রতি ভালো কিছু করলাম না। শোনো, তুমি যদি সহযোগীতা করতে, তাহলে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সুখ পেতাম আমরা। বিশ্বাস করো—নারী-পুরুষের মধ্যে এর চেয়ে ভালো সম্পর্ক আর কিছু নেই।

জেনির নিজের মুখে হাত পুরে কান্না থামাতে চেষ্টা করলো। সকালে সেই উচ্চ-আদর্শের মেয়েটার ভাগ্যে একদিনের মধ্যে কি ঘটে গেল! যে মেয়েটা এত নির্দোষ, এত পবিত্র ছিল!

—দেখ, খুকি, আমি রেপ্-এ বিশ্বাস করি না। দুঃখিত, তোমার উপর অই করতে হয়েছে। কিন্তু তোমার চেহারা আমাকে উন্মাদ করে দিয়েছিলো।

কেউ দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে।

বিছানা থেকে মাথা তুলে সিন্ধ চিৎকার করলো—কোন হতভাগা এলো এই সময়!

দরজার ওপার থেকে স্যামুয়েল বলল—সিন্ধ, সেই নিক ভার্ডার ব্যাটা এইমাত্র ফোন করেছিলো।

—নিক!

জেনি নামটা শুনেই লাফ দিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠলো, ছুটে গেল দরজার কাছে। দরজার খিল খুলে সে বাইরে চলে গেল। সিন্ধ তখনও বিছানায়। স্যামুয়েলের চোখের সামনে একটা সাদা ধাঁধাঁ সৃষ্টি করে জেনি বাইরের দরজার কাছে চলে গেল। স্যামুয়েল হতচকিত, সামনে উঠে সে তাড়া করলো তাকে।

সিন্ধ উঠে এসে দেখল, হলওয়ের মাঝখানে দুজনে হিংস্রভাবে ধস্তাধস্তি করছে।

—হারামজাদী কুত্তি! স্যামুয়েল, তুমি ওটাকে শক্ত করে ধরো, বেটির গতরে বেশ জোর আছে।

স্যামুয়েল গোঁত-গোঁত করছে—আরে ভাই, ওর গতরখানা তো দেখতেই পাচ্ছ!

এইবার উলঙ্গ জেনিকে শূন্যে তুলে আধ-পাক ঘোরালো স্যামুয়েল, তারপর দেয়ালে ঠেসে ধরলো। জেনি উল্টে এলো, সশব্দে মেঝের ওপর আছাড় খেলো। ভেজা কাপড়ের মতো জুবুথুবু হয়ে গেল এবার।

দুজনে আবার বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলো। স্যামুয়েল জোরে জোরে দম নিচ্ছে—ওই খুকির ওজন অন্ততঃ এক টন।

সিন্ধের এবার অপ্রশংসা দৃষ্টি—তা ঠিক! কিন্তু কি একখানা শরীর দেখ! কোন মেয়ের শরীরে ওমন একজোড়া পেল্লাই জিনিস দেখেছ? এবং ও দুটো কেমন স্ট্রেট দাঁড়িয়ে আছে। মনে হয়, ও দুটোর ওপর একটা বিয়ার বোতল ব্যালেন্স করা যাবে। একেবারে ভেনাস ডি মেলো!

—আমি পুরুষদের ম্যাগাজিনে এমন কিছু ছবি দেখেছি, সত্যিকারের দেখিনি।

জেনি দুহাত মেঝেয় পেতে কাঁদছে—তোমরা আমায় নিয়ে আর কি করতে চাও?

কালো চুল ছড়িয়ে পড়ে মুখ ঢেকে গেছে তার।

সিল্ক বলল—একটু সাহায্য করো, তারপর আমরা ভেবে দেখব।

স্যামুয়েল মাথা চুলকে সিল্ককে বলল—ওকে পেয়েছে তো?

—ঠিক সে ভাবে পাইনি।

স্যামুয়েলের অবশ্য চিন্তা শক্তি নেই। তবু তার খেয়াল হলো, সে জীবনে একবারও কোন সুন্দরী মেয়ের সাথে বিছানায় শোয় নি। তার জীবন কেটেছে জানোয়ার আর বেশ্যাদের নিয়ে, যারা টাকার বদলে তাকে কোন সুখই দেয় নি।

—আমি তোমায় সাহায্য করতে পারি সিল্ক—স্যামুয়েল বলে—যদি তুমি বোঝ আমি কি বলতে চাইছি।

—কি, তুই, সন অব্ আ.....যাক, শোন স্যামুয়েল, তুমি কি বলতে চাও আমি বুঝেছি। আমি কারুর সাহায্য চাই না, কাউকে এ ব্যাপারে সাহায্য করি না। তোমার জ্যাকেটটা নিয়ে তুমি কেটে পড়ো, ঘরের কোনায় গিয়ে সিনেমা দেখ।

—কিন্তু আমি যখন ফিরে আসব, তুমি পালাবে। তুমি নিজেই আমাকে পালাবার প্ল্যান জানিয়েছ। তাই মনে হয় এখনই পার্টনারশীপ অনুযায়ী আমাদের বখরা ভাগাভাগি করা ভালো।

ঠিক এই সময় তারা দুজনেই শুনতে পেল ওদের ফ্লোরে এলিভেটর এসে থামলো। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই টাইলস্ মেঝের ওপর জুতোর হিলের শব্দ। শব্দটা কাছে এলো, আর দরজার বেল বেজে উঠলো।

—সর্বনাশ! ঠিক জানি, নিক ভার্ডার ওর বাজি জেতার টাকা নিতে হাজির হয়েছে।—সিল্ক বলল।

এইবার প্রাণপণ জোরে জেনি চিৎকার করলো- -নিক, নিক, শীগগির এসো, নিক—

কিছুটা ফ্লাশব্যাক :

লিলিয়ানের পার্টিতে নিক এবার সেই চিত্রশিল্পীর কলার চেপে ধরলো—অ্যাই জ্যাকসন, তুমি কি রেস খেলো? বলতে পার, আজকের শেষ রেসে কোন ঘোড়া জিতলো?

ব্যালেরিনার ভঙ্গিতে জ্যাক শ্যাপিরিয়ো বেঁকে গেল—আঃ, আমার লাগছে। আর আমাকে কখনও জ্যাকসন বা জ্যাক বলে ডাকবে না। আমার নাম জ্যাকস্ বুঝেছ?

—সরি, ভবিষ্যতে খেয়াল রাখব। কিন্তু তুমি জানো—

—আরে ভাই, তোমার আর মিস জ্যাকলিন থর্নবার্নের মধ্যে ব্যাপারটা কি সত্যি? তার তো গাদা গাদা টাকা। আর সে সুন্দরীও বটে। শুধু ওই বদদোষ, জার্মান-রেকর্ডের ব্যাপারটা। একদিন ওর বাড়ি গিয়েছিলাম, দেখলাম একটা দোকানের চেয়ের বেশি ওর মিউজিক রেকর্ডের স্টক, সবগুলোই জার্মান। আমি এর মানে বুঝি না। ওতো ইংরেজ, তাই না? অন্ততঃ কথায় ইংরেজের টোন্ আর লণ্ডনেই থাকে, সবই। আর ইংরেজরা তো জার্মানদের ঘৃণা করে, পরিষ্কার বিদ্বেষ! তা হলে অতো জার্মান মিউজিকের রেকর্ড কেন?

—ঠিক আছে, এই বিষয়ে পরে কথা হবে।

—তা বেশ, দেরি করো না। .....হ্যাঁ, ওই যে দেখ--

জ্যাক একটি কালো তেলতেলে চামড়ার লোককে দেখায়। সে একটু দূরে এক 'blonde'-র সাথে কথা বলছিলো।

—ওই লোকটা জুয়াড়ি। রেস খেলে। ও বোধ হয় ঘোড়ার নামটা জানে।

লোকটার পরণে স্ট্রাইপ-কাটা স্যুট, আর মেয়েটা একটা ছেলেদের সার্ট আর ট্রাউজার পরেছে। লোকটার চুল পাতলা হয়ে এসেছে। মেয়েটার হাতে-কাঁধে হাত বোলাচ্ছে সে।

মেয়েটা বলছে—তুমি বললে তোমার মেয়ে পাবার উত্তেজনা এসেছে।

—অ্যাঁ, হ্যাঁ, এই তোমার মতো, তুমি, তোমার—ভাষা খোঁজার জন্য লোকটা সিলিং-এর দিকে তাকালো—তুমি দারুণ। টেরিবল্!

—মানুষ আমায় অতো চায় না.....যাই হোক, একটা সিগারেট হবে?

রোন্ডগোন্ডের সিগারেট কেস থেকে একটা বের করে মেয়েটাকে দেয় লোকটা—আমার হাভানা থেকে আনা ছোট সিগার। এগুলো চাষারা খায়।

সিগার মুখে নিয়ে মেয়েটা বলে—ম্যাচিস্।

লোকটা এবার রোন্ডগোন্ডের একটা লাইটার এগিয়ে ধরে। মেয়েটা লাইটার নিয়ে বলে—তোমার কি কি আছে?

—শোন, আমার একটা ডাইমার কনভার্টিবল গাড়ি আছে। তার মধ্যে মেক্সিকো-বেকার রেডিও ফিট করা। চামড়ার সীট। বুঝতে পারছো? লণ্ডনের স্যাভাইল রো থেকে আমি পোশাক কিনি। স্যাভাইল রো কোথায় জানো তো? আমার ঘর সব ইমপোর্টেড্ ফার্নিচারে ভর্তি। বুঝতে পারছো? আসলে, আমি একেবারে সাধারণ লোক নই। তাই—

ধোঁয়া ছেড়ে মেয়েটা বলল—তুমি হয় ধনী, নয় মেয়ে সাপ্লাই-এর দালাল।.....তোমার কোন বোন আছে?

নিক ওদের মধ্যে এসে পড়লো।

—মাপ করো, আশা করি তোমাদের একান্ত ব্যক্তিগত কোন কথাবার্তায় বাধা দিচ্ছি না। শুধু একটা খবর চাই—শেষ রেসে কোন ঘোড়াটা জিতলো?

লোকটা বলল—তুমি জানো না! আর আমিও ঠিক আজই ঘোড়ার খবর নিই নি।

—হায়!—নিক ঠোঁট কামড়ালো—একবার কোন কাগজের স্পোর্টস ডিপার্টমেন্টে খবর নিয়ে দেখলে হয়।

—ফতুর লোক সব!—মেয়েটা বলল।

—কি বললে?—নিক প্রশ্ন করলো।

—ফুটো পকেট লোকেরা রেস খেলতে যায়।

লিলিয়ান একটা টেবিলের ওপর উঠে দাড়িয়েছে।—সবাই শান্ত হও। একদম সাইলেন্স।

সি. স্মিথ জ্যাকলিনের সীটটা ধরে আছে। স্মিথ আর ব্যাক শাপেরিয়োঁর সাহায্যে জ্যাকলিনও টেবিল উঠে লিলিয়ানের পাশে দাঁড়ালো।

—আমি নিশ্চিত, তোমরা সকলেই জ্যাকলিন থর্নবার্নকে চেনো।

—কল মি জ্যাকি, ডার্লিং।—জ্যাকলিন দর্শকদের উপর চোখ বুলিয়ে বলল।

লিলিয়ান বলল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক কথা। এবার জ্যাকি তোমাদের জন্য শো করবে। আমরা হোস্টেস—আমি আর সি. স্মিথ, একটা দ্রুত নির্বাচন ও মতামত নিয়েছি। তাতে জ্যাকি হয়েছে

উপস্থিত মেয়েদের মধ্যে বেস্ট ফিগার। এখন জ্যাকি তোমাদের জন্য ধীরে ধীরে পোশাক খুলবে।.....শী উইল স্ট্রিপ ফর ইউ!

জ্যাকলিন বলল—একটা জার্মান মিউজিক বাজাও।

সিলিয়ান টেবিল থেকে নেমে একটু হতাশ সুরে বলল—আমার কাছে শুধু Morgen আছে।

—তাই চালাও।

ওরা তিনজন। ববি আর্নল্ড, সিল্ক লেনক্স আর স্যামুয়েল—সবাই লিভিংরুমে। স্থির দৃষ্টি নিয়ে জেনি ও ব্রায়েনের নগ্ন শরীর উপভোগ করছে। আর, দুহাতে দুই বুক ঢেকে জেনি লজ্জা রক্ষার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। অন্য দিকে মুখ ফেরালো।

ববি এবার অন্যদিকে তাকালো—কি ব্যাপার, তোমাদের তিনজনের গলা একদম নিচতলা থেকে শোনা যাচ্ছিলো।

সিল্ক পরিস্থিতিটা সামলে উঠেছে, ধোঁয়া ছাড়ছিলো। সে সার্ট-প্যান্ট পরেছে, অবশ্য খালি পা।

—হ্যাঁ, সেটাই ভাবনা হচ্ছিলো আমার। প্রতিবেশিরা কি ভাববে!

—রেজিস্ট্রেশনের কাগজপত্র পেয়েছ তো?

—পেয়েছি। সই করি নি।

—তাহলে, সই করো, আর আমার টাকা দাও। আমি চলে যাবার পর তোমরা ছাদ ফাটিয়ে চিৎকার করো। আপত্তি নেই। কিন্তু পুলিশ আসার আগে আমি বহু মাইল দূরে চলে যাব।

সিল্ক বলল—তোমার এই মেয়েটি কঠিন খেলা শুরু করেছে। আমাদের অসুবিধে হচ্ছে।

—ও আমার গার্ল নয়, ও কি করছে না করছে, আমি তাতে জড়িত নই। সিল্ক, ক্যাডিলাক নিচেই রয়েছে, আমার টাকাটা দিয়ে দাও।

—আমি জানি না আর্নল্ড। মনে হচ্ছে, আমি তোমার কাছে আরও অনেক পাই, যখনই চেয়েছি তুমি এড়িয়ে গেছ।

—তার মানে? দুনম্বরি করছ নাকি? যদি করো—

—যদি করি তো কি?—স্যামুয়েল চাপা গর্জন করলো।

সিল্ক হাই ঝাড়লো—আমি মিটমাট চাই। তোমরা আমায় কি ভাবো? আমি কি ব্যাঙ্ক? আমি টাকা পকেটে নিয়ে ঘুরি না। যদি তোমার পাওনা থাকে, একটু অপেক্ষা করতে হবে।

ববি আর্নল্ড দু পকেটে হাত রেখে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে দুজনকে দেখলো। সে সিল্ককে প্রায় মারতে যাচ্ছিলো, কিন্তু স্যামুয়েলকেও সামলাতে হবে।

—ঠিক আছে, তোমাকে দেবার টাকা আমার নেই। মনে হচ্ছে, তুমিও আমার ক্যাডিলাকটা নিতে চাইছ না। এবার তোমরাই বলো কি করা যায়—আমি তোমাদের পরামর্শ চাই।

—আমার মাথায় কিছু আসছে না—সিল্ক বলল—স্যামুয়েল কিছু বলবে?

স্যামুয়েল তখন উলঙ্গ জেনির শরীরের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট চাটছিলো। বলল—বাস্টার্ডকে বের করে দাও।

সিল্ক হেসে ববিকে বলল—শুনতে পাচ্ছ! স্যামুয়েল তোমাকে বের করে দিতে বলছে। তুমি দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে যাও। এখন একটু হাঁটা ভালো।

ববির নাক ফুলে উঠলো—আমার ক্যাডিলাক মালিকানার কাগজপত্রগুলো কই? আর জেনির এখানে কি হবে?

এই প্রথম ববির মাথায় খুনের চিন্তা এলো।

সিল্ক দূরে গিয়ে টেবিলের অ্যাশট্রেতে সিগারেট গুঁজে দিল।

—কাগজপত্র আমি রেখে দিচ্ছি, তুমি এক হপ্তা বাদে আমার সাথে দেখা করতে পার। যদি তোমায় তখনও টাকা দিতে না পারি, তবে তোমাকে আমার পাওনা টাকা দিতে হবে, আমি ক্যাডিলাকের কাগজপত্র ফেরৎ দেব।

এবার জেনির দিকে তাকলো সিল্ক।

—কিন্তু মেয়েটা এখানে থাকবে। তার একটু আমোদ প্রয়োজন, আর আমাদের কিছু আরাম দরকার। কি বলো স্যামুয়েল?

—ঠিক বলেছ।—স্যামুয়েল সায় দেয়।

এবার দরজার দিকে এগিয়ে ঠাণ্ডা গলায় ববি বলল—আমার গাড়ির চাবি গাড়িতে রয়েছে, মানে আমার কাছে। তার সাথে বিক্রীর অরিজিনাল বিলও আমার কব্জায়। তাই, আমি চাইলেই ডুপ্লিকেট রেজিস্ট্রেশন পেপারস্ পেতে পারি। আর তুমি ওইসব কাগজপত্র ধরে বসে থাকো যতদিন না ওগুলো পুরনো হলুদ হয়ে যায়।.....আর ওই মেয়েটা? ওর সম্পর্কে আমার কোন মাথাব্যথা নেই, ও একটা ধান্দাবাজ সুযোগসন্ধানী। আজ সকালে আমার বিছানায় উঠে এসেছিলো, ও ভেবেছিলো আমি সেই জগতের লোক যা ও চায়। তবে তোমরা দুই বদমাস ওর সাথে যা করেছ, তাতে ও নিশ্চয় তোমাদের দুজনের বিরুদ্ধে রেপের অভিযোগ আনবে।

—তা হলে এ সবই তোমার পূর্বপরিকল্পিত।

—হ্যাঁ, মাঝে মাঝে আমি এমন প্ল্যান করতে বাধ্য হই। তোমার টাকা নিয়ে তুমি গান বাজনা করো সিল্ক। আমি আমার উকিলের কাছে যাচ্ছি। আর আমার যেটুকু ক্ষমতা আছে, জেনে রাখো, তাতে আমার যদি কিছুমাত্র ক্ষতি হয়, তাহলে ইউনিফর্মপরা আইনরক্ষার ছেলেগুলো তোমাদের সাথে যা করার তাই করবে।

দরজা সপাটে খুলে ববি আর্নল্ড হলের মধ্যে চলে গেল। এলিভিটর ছেড়ে ও সিড়ি দিয়ে নেমে গেল।

ববির চলে যাবার পদশব্দ শুনে সিল্ক হাত দিয়ে মুখ মুছলো—স্যামুয়েল, আমার সামনে এবার বন্দুকের নল।

স্যামুয়েলের চোখে এখন এক জান্তব হাসি।—সিল্ক, এই বিশাল গতরের মাগীটাকে নিয়ে তোমার কাজ তো শেষ হয়েছে, তাই না? ধরো, নিক ভার্ডার যদি এখানে দৌড়ে আসে, তখন তোমায় কে বাঁচাবে?

—আরে তুই দুর্গন্ধ কুত্তার বাচ্চা! আমি তোকে রাস্তা থেকে তুলে এনে খাওয়ালাম, পুষলাম এতদিন, এখন তুই অকৃতজ্ঞ, আমাকেই ভয় দেখাচ্ছিস!

জেনি এখন প্রায় জ্ঞানহারা। সেদিকে আঙুল দেখিয়ে স্যামুয়েল বলল—আমিও ওকে একটু পেতে চাই, আর আমি চাই আমার সেই কারবার তুমি নিজের চোখে উপভোগ করো। অথবা সবগুটিয়ে নিয়ে চলে যাও, নয়তো আমি তোমায় দু-টুকরো করব।

দুজনে এবার পরস্পরের দিকে চুপচাপ এক মিনিট ধরে চেয়ে রইলো। নৌনতা ভেঙে সিল্ক বলল—তুমি জানো, আমি লোকজন ডাকতে পারি।

—তাই নাকি! তুমি এতদিন অন্যের বাজি ধরেছ। এবার নিজেকে বাজি ধরো। কিছু করার আগেই তোমার নিঃশ্বাস ফুরিয়ে যাবে।

স্যামুয়েল পকেট থেকে একটা চকচকে অস্ত্র বের করলো।

—এদিকে আর তাকিও না। যখন এর সাথে বডি গেম্ খেলছিলে, আমি তখন থেকেই তৈরি ছিলাম।.....ভাগো!

সিন্ডের কাঁধ ঝুঁকে গেল। সে ম্লান মুখে টলতে টলতে বেডরুমে ঢুকলো। যখন জামা কাপড় গোছাতে শুরু করেছে, তখন কানে এলো দরজার কাছে জেনির আর্তনাদ, দীর্ঘ বুকফাটা আর্তনাদ।

॥ ১৫ ॥

পার্টি জমে উঠেছে। মেঝের ওপর ডাঁই হয়ে আছে বিয়ার আর মদের বোতল। সারা ঘরে ঘাম, প্রসাধন, তামাক আর অ্যালকোহলের গন্ধ। ঘন সাদা নোংরা ধোঁয়া লোকগুলোর মাথার ওপর দিয়ে উড়ছে।

জ্যাকলিন তার দেহ-প্রদর্শন খেলা শুরু করেছে। বাঁকাচোরা ভঙ্গিতে সে স্কার্ট খুলে ফেলেছে। লোভাতুর কামনাজর্জর ভঙ্গি। দুই পশ্চাদদেশের নিচে প্যান্টিও টেনে নামিয়েছে। সুন্দর নিতম্ব-পেশি নাচছে। এইবার স্কার্ট ও প্যান্টি—দুটোই সে দর্শকদের মধ্যে ছুঁড়ে ফেললো। ফিশফিস করে বলল—কি! আরো চাই?

—আরো, আরো, আরো চাই!—সমস্বরে উত্তর এলো।

নিক ইতিমধ্যে এক গেলাস শেষ করেছে। তাড়াতাড়ি আবার বোতল ঢেলে গেলাস ভর্তি করলো। সে স্কচ খাচ্ছিলো, বেশ কৌতূহল নিয়ে জ্যাকলিনের কাণ্ড দেখছিলো। জ্যাকলিন তার দেহভার এক পা থেকে আরেক পায়ে রাখলো, নিতম্ব থরথর করে কাঁপছে।

সি স্মিথ আক্ষেপ জানালো—নিক, তুমি বন্ধু যদি ওকে নিয়ে কিছু না করতে চাও, তাহলে আমায় এগোতে হবে।

তার পাশেই লিলিয়ান শান্তস্বরে বলল—স্মিথ, আমার ফিগারও খুব সুন্দর। আর আমি 'স্ট্রিপ' করতে জানি।

সি. স্মিথ দু চোখ দিয়ে জ্যাকলিনের শরীরটা গিলছিলো।

—বেবি, তোমার বুকে যা রয়েছে, তা ওর তুলনায় ছোট্ট পাখীর বাসা মাত্র! বুঝেছ?

জ্যাকলিনের নিতম্বদোলা শুরু হয়েছে। নৃত্য পটিয়সী, এক-একটা পশ্চাদ-অংশ সে পৃথক-পৃথক ভঙ্গিতে ঘোরাচ্ছে, ওপরের ঠোঁটে ঘাম জমেছে, ঘনঘন শ্বাস। কিন্তু তার দর্শক স্তব্ধ হয়ে আছে। এখানে প্রত্যেকটি পুরুষের চোখে জ্যাকলিন চরম কামনা। এইবার সে তার সারা অঙ্গে অতি ধীরে হাত বোলাচ্ছে, উচ্চ স্ফটিক-স্বচ্ছ বুকের ওপর কালো সোয়াটার এখনও রয়েছে।

সি. স্মিথ মুখে হাত চাপা দিয়ে চিৎকার করলো—খুলে ফেলো, ছুঁড়ে ফেলো, জ্যাকি, সবাই দেখুক তোমার শরীর কি সম্পদে ভরে আছে।

নিকও ক্ষুধার্ত দৃষ্টি নিয়ে লক্ষ্য করছে। এইবার জ্যাকলিনের সাথে চোখাচোখি হলো। জ্যাকলিনের চোখের মণি উজ্জ্বল রত্নের মতো জ্বলজ্বল করছে। নিক ভাবলো—ইস! এসব শুধু আমার জন্য থাকতে পারতো—কাঁপা হাতে স্কচের গেলাস হাতে নিল সে। মাথায় রক্ত উঠছে তার, চারদিকের হল্লা যেন দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

জ্যাকলিন দুই বাহু ক্রস করলো। একটানে সোয়েটার খুলে আবার দর্শকের মধ্যে ছুঁড়ে দিল। দুহাত তোলার সময় দেখা গেল বগলের তলা ঘামে চকচক করছে। দুই বুক ব্রায়ের নিচ থেকে ফেটে বেরিয়ে আসছে। ব্রা-কাপ্ তাদের আটকাতে পারছে না। ব্রা-য়ের ফিতে তার বুকের মাংসে কেটে বসেছে।

পার্টি এখন উত্তেজনায় টান-টান, আশায় উন্মুখ। গানের রেকর্ডটা হঠাৎ শেষ হয়ে থেমে গেল। হঠাৎ স্তব্ধতা, কিন্তু পরমুহূর্তে একদল লোক হাততালি দিয়ে তাল দিতে থাকলো। নিক ভালো করে লক্ষ্য করলো—প্রত্যেকটা পুরুষের মুখে দর্শন-আকুলতা সুস্পষ্ট। হঠাৎ একটা ব্র্যাসিয়ার বদ্ধ বাতাসে শূন্যে উড়ে গেল। নিক যখন মুখ তুললো, তখন জ্যাকলিনের দুই বুক উন্মুক্ত, শ্বেতপাথরের মতো ঝকঝক করছে।

—যথেষ্ট হয়েছে।—নিক চিৎকার করলো।

কিন্তু পাল্টা প্রতিবাদ চিৎকার তাকে দমিয়ে দিল। জ্যাকলিন এবার উন্মাদ নৃত্য শুরু করেছে। প্রত্যেক পুরুষের কামনা এখন তুঙ্গে। খালি টেবিলের ওপর দু-পায়ের পাতা স্থির রেখে সে শুধু শরীরটাকে দোলাচ্ছে, যেন কোন এক প্রেমিকের কোলে দোল খাচ্ছে।

নিক এবার জোর করে ভিড় ঠেলে বাইরে বলরুমের টয়লেটে গেল। কলের ঠাণ্ডা জলে হাত ধুলো, মুখে মাথায় জল দিল। বাথটাবের কানায় বসে সে একটা সিগারেট ধরালো।

যেন নিজেকেই শুনিয়ে জোরে জোরে বলল নিক—না, এভাবে চলতে পারে না। শুধু পার্টি, মদ গেলা, আর সেক্স—এতে কিছুই পাওয়া যায় না। আমার কোনও নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই। তাই জেনি আমায় ছেড়ে গেছে।

সে বসে রইলো ওইভাবেই, সিগারেট পুড়ে শেষ হয়ে এলো। অগত্যা আবার পার্টির ভিড়ে ফিরতে হলো। লোকজন হৈ হৈ করছে। মিউজিক বাজছে—A Summer place, আর জ্যাকলিনের জায়গায় এখন টেবিলের বেচারি লিলিয়ান। অনেক পুওর পারফরম্যান্স! জ্যাকলিনের মতো দক্ষতা বা শরীর তার নেই। তাই তেমন দর্শকও নেই। এখন তার পরণে শুধু ব্রা আর প্যান্টি! কিন্তু কেউ তেমন উল্লসিত নয়।

জ্যাকলিনের গায়ে এখন সোয়েটার আর স্কার্ট। তার অন্তর্বাস আর জুতো দুহাতে ধরা। একদল লোক তাকে ঘিরে ধরেছে। তাদের প্রশংসায় খুশি জ্যাকলিন। প্রত্যেকের মুখের ওপর তার চোখ বেড়াতে বেড়াতে এবার নিকের মুখে এসে থামলো। চ্যালেঞ্জিং দৃষ্টি। নিক-ই প্রথম চোখ নামালো। নিজের হাতে গেলাসে স্কচ ভরে সে বেডরুমের ভেতরে চলে গেল। স্ট্রাইপ স্যুট পরা সেই কালো লোকটা তখনও সেই লালচুল সমকামী মেয়েটার সাথে কথা বলছে। বৃথা! বোঝাই গেছে মেয়েটা পাক্কা লেসবিয়ান। মহিলা সঙ্গী চাই তার।

কালো লোকটা বলছে—বেবি, আমার যা আছে সবই তোমার হতে পারে।

লালচুল উত্তর দিচ্ছে—আমাকে অনেক পরিশ্রম করে জীবন চালাতে হয়।

—তাই নাকি! কি করো তুমি?

—শহরতলির একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে ক্লারিকাল কাজ করতে হয়।

মেয়েটার কাঁধে হাত রাখে কালো লোকটা—আমি তোমাকে এমন জায়গায় নিয়ে যাব সেখানে সব কিছু সুন্দর।

—কেমন সুন্দর জায়গা? একটা ডুপ্লে ফ্ল্যাট?

—আমি জানি না, তবে এমন জায়গা যা তুমি সারা জীবন ওই কাজ করে পাবে না। মানে, ক্লার্কের কাজ করে।

মেয়েটি এবার জোরে হেসে উঠলো—হাঃ হাঃ, এই কুত্তার বাচ্চা ভাবছে, সে আমাকে পথ বাতলাবে! হাঃ—

নিক বলল—একস্‌কিউজ মি, আমি ভেবেছি ঘরটা ফাঁকা।

মেয়েটি বিছানা থেকে উঠে পড়লো—দাঁড়াও, এখুনি ফাঁকা হয়ে যাবে।

সে নিকের গায়ে ঠেলা মেরে পার্টিতে ঢুকে গেল, কালো লোব কাটে হাত বুলিয়ে বলল—একটা শক্ত নাম্বার, কিন্তু আমি ওকে কাৎ করবই।

নিককে জিজ্ঞেস করলো—এই রকম কেসের অভিজ্ঞতা আছে?

—না।

—আমারও নেই। তবু অভিজ্ঞতাটা চাই! যাই হোক, আপনি কি আজকের জয়ী ঘোড়ার নামটা জানতে চাইছিলেন?

—আর দরকার নেই।

—না, মানে আমার একটু কৌতূহল হচ্ছে। বাইরে কিছু রেসের লোক রয়েছে। আপনি চাইলে আমি খোঁজ নিতে পারি।

নিক গেলাস শেষ করলো। কোথায় রাখা যায় গেলাসটা? তেমন কোন জায়গা না পেয়ে মেঝের ওপরেই রাখলো। টানটান হয়ে শুয়ে পড়লো বিছানায়। মন থেকে জ্যাকলিনের দৃশ্যগুলো সরাতে চেষ্টা করলো। সত্যি, ওর শরীরটা দমবন্ধ করার মতো সুন্দর। একটা উন্মাদ ইচ্ছে জাগলো—এখুনি উঠে গিয়ে পার্টির মধ্যে থেকে ওকে এখানে টেনে নিয়ে আসে। নিক জানে, জ্যাকলিনও তাই চায়। বোঝা যায়, এই স্ট্রিপ-টিজ আসলে নিকের উদ্দেশে, নিককে বুঝিয়ে দিল জ্যাকলিন—তার উলঙ্গ শরীরটা যে কোন পুরুষের মাথা খারাপ করে দিতে পারে।

হঠাৎ একটা সুন্দর গন্ধ, এই অন্ধকার ঘরের বাতাসে! নিক দেখলো, দরজার কাছে জ্যাকলিন, বাইরের আলো তার পেছনে, তাই এক ছায়ামূর্তির মতো দেখাচ্ছে।

—নিক।—জ্যাকলিনের শান্ত স্বর।

নিক বলে—আমি তোমার অপেক্ষায় রয়েছি।

—সত্যি? ঠিক বলছো? নিক, এখন আর পিছিয়ে যাবার পথ নেই। জেনি বা অন্য কোন মেয়ের কাছে ছুটে যাবার উপায় নেই!

—আমি তোমার জন্য মরছি জ্যাকলিন, কিন্তু দোহাই তোমার, আমাকে হাতকড়া পরিয়ো না।

দরজা বন্ধ করলো জ্যাকলিন। জুতো আর অন্তর্বাস এক ধারে ছুঁড়ে দিল। তার উত্তর হারিয়ে গেল যখন সে মাথায় ওপর সোয়েটার টেনে খুলে ফেললো। সেই মারাত্মক পরিণত দুই স্তন! নিকের শ্বাস রুদ্ধ হয়ে গেল।

নিকের মুখের ভেতরটা শুষ্ক। ঢোক গিলে সে গলা পরিষ্কার করতে চাইলো। খসখস শব্দ। জ্যাকলিনের স্কার্ট পায়ের নিচে খসে পড়েছে। জ্যাকলিনের শরীরে এখন মিশ্র গন্ধ—ঘাম আর প্রসাধনের।

অনেকটা চার পেয়ে জানোয়ারের ভঙ্গিতেই জ্যাকলিন বিছানায় উঠে এলো। একটা দৃঢ় উষ্ণ বাহু নিকের গলা জড়ালো। নিকের হাত এবার ওর দুই বুকে। সত্যিই বিশাল, শক্ত, বোঁটাগুলো

যেন ইলাস্টিকের মতো যুগপৎ শক্ত ও নরম। নিক ধীরে ধীরে ম্যাসেজ শুরু করলো। জ্যাকলিন এবার সর্বশক্তিতে তার তলপেট আর উরু নিকের উপর চেপে ধরলো।

জ্যাকলিনকে জাগিয়ে তুলতে নিক একটু সময় নিল। নিকের আদরে ক্রমশঃ উন্মত্ত জ্যাকলিন। তারও দমবন্ধ হয়ে আসছে। সে উঠে এলো নিকের শরীরে।

—শীগ্‌গির,. প্লীজ, তাড়াতাড়ি।

—আরে, আমার পোশাক—

কিন্তু জ্যাকলিন এখন নিককে মাপে মাপে ধরে ফেলেছে। আর ছাড়া যায় না। নিকের পক্ষেও নিজেকে ছাড়ানো সম্ভব নয়।

নিকের বুদ্ধি হারিয়ে গেল, একটু ধস্তাধস্তি ঘটে গেল। জ্যাকলিন বলল—না, ডার্লিং না, নট লাইক দ্যাট।.....হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখানে, এইভাবে আমাকে ধরো—

নিক দু-হাতে জ্যাকলিন নিতম্বদেশ আঁকড়ে ধরে প্রচণ্ড জোরে নিজের দিকে টানলো। মনে হলো, জ্যাকলিন যেন কেঁদে উঠলো। এবার সেই রমণীয় দেহে নিক কববস্থ। ভালোবাসার নৃত্য শুরু!

ক্রমশঃ ভয়ংকর হলো এই সঙ্গম। হিংস্রতা মিশে আরও ভয়াল-সুন্দর। যতই শক্তি পায়, ততই আবেগ বন্যা। যখন তারা পরস্পরের মধ্যে দলিত-মথিত, যখন যুক্তি-বুদ্ধি-বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত. তখনও দুই দেহ বন্যপুলকে মুক্তির সন্ধানে তীব্র সংগ্রাম করে চলেছে।

গতি এবার ছন্দময়, শরীর বিকসিত ও মুদ্রিত। দুটো হৃৎস্পন্দন একতালে ধুকপুক করছে। নিক যেন শিশুর মতো দুর্বল হয়ে যাচ্ছে জ্যাকলিনের লাস্যময়ী বিরাটত্বের কাছে। নিতম্বতল থেকে হাত সরিয়ে এনে সেই দুই স্তন অধিকার করলো। মনে হলো, বৃহৎ স্তন দুটি আরও বৃহৎ আকার ধারণ করেছে, তার হাতের পরিমাপ যথেষ্ট নয়। এমন অবিশ্বাস্য চিন্তা মুহূর্তে হাঁপ ধরে গেল নিকের। জ্যাকলিনের উষ্ণ ঠোঁট তার গলায়, এই নারীর প্রতিটি চুম্বন এখন যেন এক একটি হিংস্র দংশন, তার আঙুলের নখ পিঠ তীক্ষ্ণ। নিকের পিঠে সরু সরু রক্ত ধারা।

সারাঘর তাদের চিৎকারে প্রকম্পিত।

কিছুক্ষণপরে কে যেন দরজায় ধাক্কা দিল। নিক মাথা তুললো—কে?

ওপারের কণ্ঠ শোনা গেল—শোন, শোন, আমি জয়ী ঘোড়ার নামটা জানতে পেরেছি। ব্ল্যাক বিগহেড জিতেছে। ব্ল্যাক বিগহেড।

॥ ১৬ ॥

টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে নিক দ্রুত পোশাক পরে নিল। এতক্ষণ যে লড়াই সে লড়ছিলো, সেদিক দিয়ে বিচার করলে নিক অবিশ্বাস্য স্বল্প সময়ের মধ্যে নিজেকে তৈরি করলো বলা যায়।

বিছানার চাদরের তলা থেকে জ্যাকলিন আক্ষেপ জানালো— কি. তোমার যাবার কি হলো এখুনি? আমি কি তোমায় যথেষ্ট আরাম দিইনি?

—সুইট হার্ট। আমি দারুণ সব মেয়ের সাথে বিছানায় শুয়েছি। কিন্তু আজ তোমাকে পেয়ে তাদের সব 'অ্যামেচার' মনে হচ্ছে, নেহাতই সখের ব্যাপার! তুমি দেখালে বটে পেশাদারি দক্ষতা কাকে বলে। আর আমি রেস খেলছিও বহু দিন, জেতার আশা নিয়ে নয়, এমনিই। আজ

হঠাৎ আমার ঘোড়া ব্ল্যাক বিগহেড্ জিতেছে, যা কেউ আশা করেনি। আমি একশো ডলার বাজি ধরেছিলাম। হঠাৎ ভাগ্য খুলে গেল—

জ্যাকলিন উঠে জামা কাপড় খুঁজলো। জ্যাকলিনের গায়ের গন্ধ এখনও নিকের শরীরে ছেয়ে আছে। এমন কি এই মুহূর্তে তার ফুলে-ওঠা বুক দেখে নিকের মনে নতুন করে কামনা জাগা অস্বাভাবিক নয়। তাই দৃষ্টি সরালো নিক।

নিক বলল—যদি চাও, আমরা সাথে যেতে পার।

—দূর, মাঝরাতে কোন এক 'বুকি'কে ধরতে।

—বেবি, বিশাল টাকা।

ইতিমধ্যেই নিকের মনে এক হাজার ধান্দা এসে গেছে—এত টাকা নিয়ে যা যা করার ইচ্ছে তার।

—হ্যাঁ, এখন আমি তোমাকে একজন প্রকৃত পুরুষের মতো আহ্বান জানাতে পারি। আঃ এখন আমার অনেক টাকা। আজ বিকেলে তুমি আমাকে কিছু গিফট্ দেবে বলেছিলে—কাফলিং, হাতঘড়ি বা সিগারেট লাইটার—এই জাতীয়, আঃ, এখন দেখতে পাচ্ছ তো। উল্টো আমি তোমায় দিতে পারি—বেশ মূল্যবান কোন জিনিস।

—দেখ, আমার টাকা আছে। তাই আমি জানি টাকা কি। এর একমাত্র সার্থকতা ভালো ব্যবসা করলে।

—আমি তোমার সম্বন্ধে মনোভাব পরিবর্তন করছি জ্যাকলিন, যা বলছি সত্যি বলছি। বিরাট চেঞ্জ আসছে আমার জীবনে। তাড়াতাড়ি চলো।

জ্যাকলিনের চোখ ছোট হয়ে এলো। মুখে অবিশ্বাসের ছাপ—ধরো, তুমি এবার জেনির দিকে ছুটলে। এখন পকেটভরা টাকা যে নিকের, তার প্রতি জেনির মনও সম্পূর্ণ অন্যরকম হবে।

—জামাকাপড় পরা হয়েছে?

—সত্যিই চাইছ, আমি যাই।

—তোমার কি মনে হয়?

শিশু মিষ্টিখাবার দেখলে যেমন খুশি হয়, তেমনি পুলকিত জ্যাকলিন—এক মিনিট, আমি তৈরি হচ্ছি।

আজ যে সব ঘটনা তার জীবনে ঘটেছে—এবং ঘটে চলেছে, জেনি কিছুই বিশ্বাস করে উঠতে পারছিলো না। এবার মস্তিষ্কে নতুন একটা সমাধান উদয় হলো : আর বাধা দেবে না, তবে এখান থেকে মুক্তি পাবে।

স্যামুয়েলের গোরিলার মতো চেহারা দেখে সে বুঝলো, বাধা দেওয়া বেকার। জেনি সত্যিই শক্তি হারিয়েছে। জেনি আর স্যামুয়েল বেডরুমে, সেখানে সিল্ক এখন বেশবাস গোছাচ্ছে। কিন্তু সিল্কের উপস্থিতি ওদের খেয়াল নেই, আর কি-ই বা আসে যায়? আজ সকালে ববি আর্নল্ড যখন তার কুমারীত্ব হরণ করলো, সে ভাবলো এবার সে স্বাধীন নারী, যেমন মন চায় সেই দিকে যাবে। কেউ জানবে না, ববির ব্যাপারটা গোপন থাকলেই হলো। ববি নিজে থেকে না রটালে বিষয়টা অজানা থেকেই যাবে।

কিন্তু তারপর কত কাণ্ড হয়ে গেল। অবিশ্বাস্য অবাক কাণ্ড সব!

জেনি বিছানায় শুয়ে চোখ বুজলো। চব্বিশ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে এই দৈত্যাকৃতি স্যামুয়েল হবে তার তৃতীয় পুরুষ! স্যামুয়েলের তার উরু স্পর্শ করতেই সে আবার আর্তনাদ করলো। একটু ওঠার চেষ্টা করায় স্যামুয়েল তাকে কর্কশভাবে চেপে ধরলো।

স্যামুয়েল সদম্ভে ঘোষণা করলো—অ্যাই সিল্ক, চেয়ে দেখ একজন রিয়েল পুরুষ কি করে। শিখে নাও।

সিল্ক উত্তর দিল না। সে সুটকেসের ডালা বন্ধ করে স্ট্র্যাপ বাঁধছিলো। হ্যাঁ, ঠিক সময়ে সকলের ওপরেই সে যথাযথ প্রতিশোধ নেবে.....বিশেষ করে ওই লালচুল বানর ববি আর্নল্ডের ওপর। তাড়াতাড়ি কিছু জুয়োখেলায় জিতে যদি টাকা পাওয়া যায়, তখন বাস্টার্ডগুলোর বারোটা বাজাবে সিল্ক।

জেনিকে দখল নেবার আগে স্যামুয়েল ওর নগ্ন শরীর তারিয়ে তারিয়ে চোখ দিয়ে গিলছিলো। বিশাল চেহারা, যেন পার্কের স্ট্যাচুগুলোর মতো। কিং-সাইজ দুই বুক, সরু কোমর। স্যামুয়েল ভাষা জানে না, তার পক্ষে এই সুন্দর আকর্ষণের প্রশংসা উচ্চারণ সম্ভব নয়। কিন্তু তার মনেও ভক্তি-স্তুতির উদয় হলো জেনির চেহারা দেখে। বন্দনাগীত জানে না স্যামুয়েল, তাই কেমন একটা অদ্ভুত দুর্বলতা জাগলো তার মনে।

বিছানা এবার কাঁপছে। চোখ খুলে জেনি দেখলো তার গায়ের ওপর এই দানব। স্যামুয়েলের শরীরের গন্ধ, নিঃশ্বাসের কটুতা, তারপরেই পাহাড় প্রমাণ ওজনের তলায় সে পিষ্ট।

—ওঃ, না, যন্ত্রণা দিও না।

জেনির দেহ যেন কাতরে উঠলো।

পরমুহূর্তের অপ্রত্যাশিত বিস্ময়! কোথায় সেই পাহাড়প্রমাণ ভার! স্যামুয়েল সরে গেল। জেনি অদ্ভুত হাল্কা মুক্তির স্বাদ পেল। স্যামুয়েল বিছানার ওপাশে গড়িয়ে পড়ে গেল। মেঝেতে তার শরীরপতনে সারা ঘর কেঁপে উঠলো।

পতিত দৈত্যের দেহটার দিকে তাকিয়ে আছে সিল্ক লেনঅ। তার হাতে একটা ভারি তামার আলোর স্তম্ভ। ছোট রডের মতো। তার তলাটা এখন রক্তমাখা। ওটাই স্যামুয়েলের মাথার পিছনে মোক্ষম আঘাত হেনেছে। সিল্ক ঘৃণার সুরে বলল—ওরে, দু-মুখো জানোয়ার। এবার কেমন?

এগিয়ে এসে সিল্ক জ্ঞানহীন দৈত্যের মাথায় সজোরে একটা লাথি কষালো।

—কিছু বর্বর আছে যারা তাড়াহুড়োর জন্য সব কিছু হারায়। আরে হারামজাদা, আমি ঘরে রয়েছি, তুই তোর কাজ শুরু করে দিলি!

জেনি হাঁটু মুড়ে উঠে বসেছে। সেও অবাক হয়ে ব্যাপারটা দেখছে। সিল্ক ল্যাম্পের ডাণ্ডাটা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেললো।

—যখন ওই ঘোড়াটা জিতলো, আর আমি পালাব ঠিক করলাম, তখন বাস্টার্ডের কত ভক্তি! সত্যি যখন মানুষ বিপদে পড়ে, তখনই বোঝা যায়—কে কত বন্ধু!

সিল্ক ঘর ছেড়ে চলে গেল।

লবিতে গিয়ে সে সুটকেসটা রাখলো। কপালের ঘাম মুছে চিন্তা করলো—ইস্, কত কিছু ঘটে গেল। অতিরিক্ত অনেক কিছু। আর ম্যানেজ করা সম্ভব নয়। বোঝা হাতে নিয়ে এগোলো সিল্ক। এত রাতে কোথা থেকে ট্যাক্সি পাবে?

বাড়ির সামনেই একটা চকচকে ক্যাডিলাক পার্ক করা আছে। তাই দেখে সিল্ক ভয়ার্ত হয়ে পড়লো।

চিৎকার করলো সিল্ক—ববি আর্নল্ড!

প্রেবয় ক্যাডিলাক থেকে বেরিয়ে এসে সিল্কের মুখোমুখি।

—হ্যাঁ, সশরীরে, এবং সঠিক মূল্যের অভিপ্রায়ে। ও, এখন তুমি একা যে, বডিগার্ড কই। যাইহোক, এমন বেখাপ্পা সময়ে এই জায়গায়, এগুলো অবশ্য আমার পক্ষে সুবিধে, তা তুমি কি মনে করো?

সিল্ক মনে করার চেষ্টা করলো পিস্তলটা পকেটে আছে কিনা।

—দেখ ভাই, বহুৎ ঝামেলা পেরিয়ে বেরিয়েছি। অলিগলিতে জীবন কেটেছে, তাই মারামারি আমি ভালই জানি। কারণ, আমি তো টেনিস খেলে, বলরুম ফ্লোরে নেচে গেয়ে সময় কাটাইনি।

ববি আর্নল্ড এগিয়ে এলো—সেটা ভালোই, মারপিট শরীর ফিট রাখে। খেলাধুলো নাচগানও তাই। তুমি কোন ভুঁড়িওয়ালা টেনিস প্লেয়ার কোনদিন দেখেছ?

বলতে বলতে ববির বিদ্যুৎগতিতে এক রাইট হুক সিল্ককে জোরালো আঘাত হানলো। গড়িয়ে পড়তে পড়তেও সিল্ক দুহাতে ঘুঁষি চালিয়ে ববির আক্রমণ খানিকটা প্রতিহত করলো।

ববি ক্যাডিলাকের গায়ে ঢলে পড়লো, দুহাতে পেট চেপে ধরা। সিল্ক বেশ খুশি, বিজয়গর্বে হাসতে হাসতে ববির সারা দেহে পরপর ঘুঁষি মারতে থাকলো।

ববি মুহূর্তের মধ্যে সরে গেল, এবার তার বাঁ হাতের একটি হুক এসে সিল্কের মুখে পড়লো। পথের পাশে উল্টে গেল সিল্ক। কোন মতে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াতেই আরেকটা ব্লো এসে সিল্কের ঠোঁট ফাটিয়ে দিল। রাস্তায় শুয়ে পড়লো সিল্ক।

ববি ঝুঁকে পড়ে পতিত দেহটা দেখলো। রাস্তার চারপাশটা এক নির্জন। সিল্ককে ঝুঁকে পড়ে দেখছিল ববি—কি অবস্থা। সিল্ক আবার হাঁটুতে ভর দিয়ে সরীসৃপের মতো হামাগুড়ি দিচ্ছিলো। এইবার তার মাথা এসে ববির তলপেটের নিচে প্রচণ্ড ঢুঁ মারলো। শক্ত গুঁতো। ববির চোখে সর্ষেফুল, এইবার রাস্তার ওপর ঘুরে পড়লো ববি। অন্ধকার হয়ে এলো সারা পৃথিবী। অজ্ঞান ববি।

একটু পরে জ্ঞান ফিরতেই সে দেখলো সিল্ক দূরে দাঁড়িয়ে পাঁজরে হাত ঘষছে। গলা দিয়ে রক্ত পড়ছে তার, ডুবন্ত লোকের মতো চাপা শব্দ বেরোচ্ছে। শক্তিহীন, জীবনের সাড়া পাচ্ছে না।

তবু সিল্ক লেনক্স জ্ঞানহারা ববির শরীরের পাশ দিয়ে ক্যাডিলাকের কাছে গেল। কিছুক্ষণ গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে পরে রইল পরাজিত বক্সারের মতো। তারপর কোনমতে গাড়ির দরজা খুলে চামড়ার সীটের উপর বসলো। স্টিয়ারিং হাতে এবার গাড়ি চালাবার চেষ্টা।

কিন্তু চাবি কই!

—ওরে সর্বনাশ! —সিল্কের মাথা ঘুরছে, সারা পৃথিবী ঘুরছে। স্টিয়ারিং-এ মাথা রেখে বসে রইলো সে। একটু পরে একটা হেডলাইটের আলো। সিল্কের চোখ ধাঁধিয়ে গেল। গাড়ির আয়নায় আলোটা প্রতিফলিত হয়ে প্রায় অন্ধ করে দিল তাকে। সিল্ক তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে ববি আর্নল্ডের অসাড় দেহটার কাছে ছুটে গেল। অনেক কষ্টে প্রেবয়ের [illegible] হাতড়ে গাড়ির চাবি খুঁজে পেল।

একটা স্পোর্টস কার ফুটপাথের ওপর এসে ব্রেক কষলো। সিল্ক ক্যাডিলাকের চাবি হাতের মুঠোয় নিয়ে গাড়ির দিকে এগোলো। নতুন গাড়িতে কে মধ্যরাতের আগন্তুক—তা লক্ষ্য করার সময় নেই তার।

ক্যাডিলাকে ওঠার পূর্ব মুহূর্তে এক জোড়া হাতের শক্ত থাবা তার কাঁধের ওপর, তাকে বাধা দিল।

নিকের গম্ভীর গলা শোনা গেল—আরে সিল্কি বয়, এক সেকেণ্ড।

সিল্ক নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে থুথু ছেটালো।

—ভাগো, ইউ বাস্টার্ড।

জাগুয়ার থেকে এবার জ্যাকলিন নেমে এলো। নিকের পাশে। বলল—ওখানে মাটিতে কে পড়ে আছে? ববি আর্নল্ড মনে হচ্ছে।

জ্যাকলিনের অঙ্গুলিনির্দেশ অনুসরণ করে নিক দেখালো ববি আর্নল্ড এখন গোঙাতে গোঙাতে হামাগুড়ি দিচ্ছে।

নিক জিজ্ঞেস করলো—তোমার এমন অবস্থা কে করলো?

অবাক হয়ে ববিকে লক্ষ করলো নিক। এই স্লিম্ চেহারার লোকটাই কি সকালবেলা তার হাতে মার খেয়েছে? কিন্তু এও তো তাকে জোরে ঘুঁষি মেরে ছিটকে ফেলেছিলো। তার এমন দশা কেন?

সিল্কের ঠোঁট ফুলে উঠেছে, টপটপ করে রক্ত পড়ছে। সে চিৎকার করলো—নিক, তোমারও ওই দশা হবে যদি আমার পথ না ছাড়ো।

নিক হাত তুলে পিছিয়ে গেল—আরে ভাই, আস্তে। ধীরে সামলে চলো। তুমি ববি আর্নল্ডকে যত খুশি পেটাও আমার কিছু বলার নেই, বরঞ্চ চিয়ার্স করব। আমি শুধু ওকে এই অবস্থায় দেখে একটু অবাক হচ্ছি—এই যা!

সিল্ক গাড়ির মধ্যে ঢুকতে গিয়ে বলল—আমি শভাকাঙ্খী চাই না।

নিক চট করে নিজেকে সিল্ক আর গাড়ির মাঝখানে নিজেকে গলিয়ে দিল—আমিও চাই না, সিল্ক। এবার কাজের কথায় আসি। ব্ল্যাক বিগহেড জিতেছে অর্থাৎ আমি জিতেছি।

—আমি তোমার পাওনা সিণ্ডিকেটের হাতে দিয়ে দিয়েছি, তুমি তাদের কাছে খোঁজ নিও। আমি মুক্ত।

—আবার সেই দু-নম্বরি কথা! কিসের সিণ্ডিকেট? তুমি গুণ্ডাফিল্মের লোকগুলোর মতো কথা বলছ। আমি যখনই বেট রাখি, তোমার মাধ্যমেই রাখি। সামান্য যে কয়েকবার জিতেছি, তুমিই টাকা দিয়েছ। আমি তো আর কাউকে জানি না।

ইতিমধ্যে জ্যাকলিন ববিকে ধরে দাঁড় করিয়েছে। ববির হাত কাঁপছে।

ববি বলল—ও পালাচ্ছে নিক, তোমার টাকা মেরে পালাচ্ছে। সব পাওনাদের ফাঁকি দিচ্ছে। কাউকে কিছু দেয় নি।

—আর এই লোকটাই অন্যদের ঠগ্ বলে—বলতে বলতে নিক হাতের সব আঙুলে সিল্কের গলা টিপে ধরলো। সিল্কের গলায় আবার ঘড়ঘড় শব্দ, গালের পাশ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়লো। সিল্ক পাল্টা কিছু করার আগেই নিক তাকে দুহাতে শূন্যে তুলে ধরলো। যেন একটা মাকড়সা পা ছুঁড়ছে। পরমুহূর্তেই রাস্তার টুকরো পাথরের ওপর ওকে চেপে ধরলো নিক।

ডিমের ঝুড়ির মতো রাস্তার ওপর ফেটে পড়লো সিল্ক। গলা দিয়ে তার অদ্ভুত শব্দ বেরোচ্ছে। আবার তাকে তুলে ধরলো নিক, এখনও কিছুটা ছটফট করছে, এবার ওর পেটে সর্বশক্তি দিয়ে পদাঘাত করলো। সিল্ক লেনক্স একটা ঘুরপাক খেলো, তারপর দুটো গাড়ির মাঝখানে ধপাস করে পড়ে গেল।

নিক হাঁটু মুড়ে বসে দক্ষতার সাথে সিল্কের জামা-প্যান্ট হাতড়ে মানিব্যাগটা খুঁজে পেল। একগাদা নোটে ঠাসা, তবু তাড়াতাড়ি গুণাতিতে মনে হলো দু-হাজার ডলারের কিছু কম। সব টাকা নিয়ে নিক নিজের পকেটে রাখলো, ছুঁড়ে ফেলে দিল সিল্কের মুখের ওপরেই শূন্য মানিব্যাগ।

ববি আর্নল্ডের দিকে এগিয়ে গেল নিক।

ববি করুণ সুরে বলল—জেনি ওপরে আছে।

—জেনি!—জ্যাকলিনের চিৎকার।

নিক রাতের নীল কালো আকাশের দিকে তাকিয়ে নিজেকে অভিশাপ দিল।

—আজকের দিনটা অভিশপ্ত। সর্বনেশে দিন।

তারপরেই ঘুরে বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল। সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই মাঝপথে দেখা—জেনি নেমে আসছে মাতালের মতো, তার পোশাক শতছিন্ন।

মাথা নাড়লো নিক—আরে, একি কাণ্ড!

জেনির হাত ধরে নিচে রাস্তায় এলো নিক।

জেনির দশা দেখে জ্যাকলিনের মুখ হাঁ।

—একি, সর্বনাশ!

নিক হাসলো—এইবার পার্টি ঠিক মতো সমাপ্ত হতে চলেছে। কেউ আমাকে এক গেলাস ড্রিংকস্ দেবে কি?

॥ ১৭ ॥

সিল্ক লেনক্সের জ্ঞান ফিরেছে। ঘুম ভাঙ্গা কুকুরের মতো গা ঝাড়া দিয়ে সে উঠে দাঁড়ালো। দুটো গাড়ির মাঝখান থেকে অতিকষ্টে নিজেকে টেনে বের করলো। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা চারজনকে তার চার প্রেতাত্মা মনে হচ্ছে। তাকিয়ে দেখল তার সুটকেস যেখানে ছিল সেখানেই রয়েছে। প্রথমে ভাবলো আবার গোলমাল হবে। কিছু হলো না দেখে সে হঠাৎ বুক ফুলিয়ে নিজের সুটকেসের দিকে এগিয়ে গেল। এখন তার চেহারা চেনা যায় না—স্যুট নোংরা, জামার কলার ছেঁড়া, মুখ রক্তাক্ত!

চারজন চুপচাপ দেখলো—সুটকেস হাতে সিল্কের ছায়া রাস্তা দিয়ে হাঁটছে। ক্রমশঃ রাত্রির বিষণ্ণ অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

—একটি ফার্স্ট ক্লাস সন অব্ বিচ বিদায় নিল।—নিক স্বস্তি নিয়ে বলল। তার পকেটে এখন টাকা, যদিও পুরো পাওনা টাকাটা সে পায়নি, তবু যা পেয়েছে তাই—

জেনি বলল—আমার দারুণ শীত করছে। তোমরা ছেলেরা কেউ একটা জ্যাকেট দেবে?

নিক নিজের কোটের বোতাম খুললো। তারপর একটু অপেক্ষা করলো—ববি প্রথমে উদ্যোগী হয় কিনা জেনি এখন তার গার্ল, সুতরাং মূলতঃ ববিরই দায়িত্ব।

জেনি চিৎকার করলো—সবাই একসাথে এত বীরত্ব না দেখালেও চলবে। কিন্তু আমি তো এই পোশাকে বাড়ি ফিরতে পারিনা।

জ্যাকলিন এসে জেনির কাঁধে হাত রাখে। সহানুভূতির প্রকাশ—চলো, আগে আমার ঘরে চলো। আমার পোশাক তোমার গায়ে ফিট করবে।

জেনি ছিটকে গেল। তার প্রায় নগ্ন বুক দুটো এখন উন্মত্ত হয়ে দুলছে।

—ছাড়ো, আমাকে ছোঁবে না, তুমি নোংরা বেশ্যা!

নিক বলল—আরে, তোমরা সতীর দল একটু ভদ্রতা শেখো। ধীরে চলো। এই এলাকায় সবাই তাড়াতাড়ি ঘুমাতে গেছে। এখুনি হয় তো কেউ একজন জেগে উঠে জানলা দিয়ে মুখ বাড়াবে। আর পুলিশ আমাদের ঘাড় ধরবে।

ববিও মাথা নেড়ে সায় দিল। যদিও তার ভগ্নদশা, তবে সে আহত সৈনিকের মতো রাজকীয় ভঙ্গিতে চলার চেষ্টা করছে।

—আমারও একদিনে বিস্তর ধকল গেছে। তাই যদি তোমরা সকলে অনুমতি দাও, আমি যাই।

ক্যাডিলাকটার দিকে তাকালো ববি—অন্ততঃ ওই গাড়িটা আমার এখনও রয়েছে। সিক্ক ওটাকেও জালিয়াতি করে কব্জা করছিলো।

দরজা খুলে ঝট করে গাড়িটায় উঠলো ববি। স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে বলল—তাহলে চলি, কমরেডস্। দেখা হবে। আমি বলব না সব কিছুই একেবারে খারাপ গেছে। কিছু কিছু ভালোও তো হয়েছে।

নিক ডাকলো—আরে ভাই, শোন। এক সেকেণ্ড। জেনিকে বাড়ি পৌঁছে দাও।

ববি গাড়িতে স্টার্ট দিল—ওটা আর আমার সমস্যা নয়। তুমি বরঞ্চ ওর কাছে যাও, ইয়ং লেডিকে বলো। ও আমার সাথে যাওয়ার চেয়ে বরং মৃত্যু বেছে নেবে।

নিক জেনির দিকে তাকালো। নিকের মুখে প্রশ্ন চিহ্ন দেখে জেনি নিজের বুকে আড়াআড়ি করে হাত রাখলো—তুমি তো নিজের কানেই শুনলে।

ক্যাডিলাক হুস্ করে এগিয়ে গেল, দূরে গিয়ে সামান্য থামলো, তারপরেই অদৃশ্য।

—প্লেবয় বিদায় নিল—নিক বলল—এবার আমরা কি করব, মহিলা দুজন জানাও। সারারাত এইখানে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়।

আকাশে অল্প কয়েকটা তারা দেখা দিয়েছে। কিন্তু রাস্তা এখনও ফাঁকা। প্রায় জঙ্গলের মতো অন্ধকার। এখন মাঝরাত।

প্যান্টের পকেটে হাত রেখে নিক দুটি নারীর মধ্যে দাঁড়িয়ে।

—ও. কে, চলে এসো।

জাগুয়ারে উঠে বসে সে পেছনের দরজা খুলে দিল। কোন কথা না বলে জেনি নিচু হয়ে চামড়ার সীটে উঠে বসলো। তার নগ্ন কাঁধ স্পর্শ করলো নিকের পিঠ। জ্যাকলিন হাত তুললো—দাঁড়াও। লক্ষ্মী মেয়ে, আমার কথা শোন। এই লোকটি এখন আমার, তুমি জানো বা জানো না। তোমার সুযোগ ছিল, এখন নেই।

নিক বলল—আস্তে। গলা নিচু করো।

মনে মনে অভিশাপ আউরে জ্যাকলিন ঠেলে ঠুলে গাড়িতে চাপলো। দড়াম করে দরজা বন্ধ হলো। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ফিফথ্ এভিনিউ দিয়ে ছুটলো জাগুয়ার, ট্রাফিক নেই, তাই ফুল স্পীড।

নিক জেনিকে বলল—আমি প্রথম তোমাকে বাড়িতে নামিয়ে দেব।

—না, তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে।

জেনির কথা শুনে জ্যাকলিন বলল—তাহলে এখনই বলো। আমরা আশা করি, দারুণ ইনটারেস্টিং কিছু বলবে। আমরা শোনার জন্য অপেক্ষা করছি।

—আমার কথা শুধু নিককে বলার।

—কিন্তু, দেখ—

জেনির মুখে ব্যঙ্গ—কি ব্যাপার জ্যাকি! তুমি যে চিৎকার করে জানাচ্ছ নিক এখন তোমার, তাহলে অসুবিধে কিসের? তোমার কি ভয় হচ্ছে, আমি ওকে ফিরিয়ে নেব? নিক, তুমি কিছু বলো।

নিক বলে—বেশ, আমার মনে হচ্ছে, জেনির কি বলার আছে, আমার সেটা শোনা প্রয়োজন।

লাল আলোর সিগন্যালে জাগুয়ার থেমেছে। জ্যাকলিন দরজার হাতল খুলে নেমে পড়লো।

—হে লাভ বার্ডস, কপোতকপোতী, পরে দেখা হবে।

এক দৌড়ে রাস্তার আরেক দিকে ছুটে গেল জ্যাকলিন। সেখানে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। লাল আলো এবার সবুজ। নিক তবু সেই ট্যাক্সির দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপর স্টার্ট দিল।

নিক নিজের ঘরে ফিরলো। অন্ধকার ঘরটায় বদ্ধ বাতাস। দেয়ালের আলো জ্বেলে সামনের জানলা দুটো খুললো নিক।

জেনি এই ছোট ঘরে ঘুরতে থাকলো। প্রত্যেকটা সামগ্রী তার পরিচিত, যেন কত আপন মনে হচ্ছে। সবকটা একবার করে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখছে জেনি। নিক আর জেনির দৃষ্টি বিনিময় হলো, চোখ নামালো নিক।

—আসছি, এক সেকেণ্ড।

বলে নিক বেডরুমে গেল। পুরনো জামা কাপড় থেকে খুঁজে বের করলো একটা উলের সোয়েটার আর একটা আর্মি প্যাণ্ট। বলতে যাচ্ছিলো—এগুলো আমার ছোট হয়ে গেছে, তোমায় ফিট করবে। কিন্তু সাথে সাথে মনে পড়লো—না, জেনির বুক নিকের চেয়ে বড়।

জেনির তার শতছিন্ন জামার অবশিষ্ট খুলে ফেলে নগ্ন দেহে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। যেন এক শ্বেতমর্মর মূর্তি।

নিক দেখলো। ঘরের হাল্কা হলুদ আলোতে জেনির শরীর মনে হচ্ছে মোম ঘষে চকচকে করা হয়েছে। তার চোখে নতুন আলো জ্বলছে। একটু নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করার চেষ্টা করলো নিক—সত্যি অদ্ভুত, আ বিউটিফুল বিচ্।

জেনি হাত বাড়িয়ে দিল। তার হাতের মুঠোয় হীরের আংটিটা যেন জ্যোতি ছড়াচ্ছে।

—আমি সকালবেলায় এটা ঘরের মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলেছিলাম। তুমি তুলে রাখার প্রয়োজন বোধ করোনি। আমি এখন এটা চাই।

—দাঁড়াও, এক মিনিট, যখন একটা এনগেজমেণ্ট ভেঙ্গে যায়, তখন নিয়ম হচ্ছে তা ফেরৎ দেওয়া। তুমি ঠিক তাই করেছিলে। তাই এখন ওটা ছেড়ে দাও। আর ড্রেস করো। এখানেই।

নিক সেই সোয়েটার আর প্যান্ট জেনির দিকে ছুঁড়ে দিল। জামাকাপড়গুলো জেনির গায়ে লেগে মেঝের ওপর পড়লো। হঠাৎ জেনি আর নিক আবার লড়াই শুরু করলো—এবার সেই আংটিটা নিয়ে। পেছন থেকে নিক জেনির হাতটা টেনে নিল। কব্জি ধরে হাতটা নামিয়ে-উচিয়ে ঝাঁকাতে লাগলো। আংটিটা আবার ছিটকে মেঝেয় পড়লো, সঙ্গে সঙ্গে দুজনেই ঝাঁপ দিল ওটা নিতে।

সারাটা দিন দুজনের পক্ষেই খুব ক্লান্তিকর গেছে। তবু আবার লড়াই। দম ফুরিয়েও ওরা মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে! শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, দুজনেই শ্রান্ত হয়ে পাশাপাশি শুয়ে। পরক্ষণেই নিক জেনির আলিঙ্গনে বদ্ধ। নিকের বুক জেনির দুই ঐশ্বর্যশালী স্তনের সাথে যেন পরস্পরকে পিষ্ট করছে।

নিক নিজেকে ছাড়ানোর ব্যর্থ চেষ্টা করলো। জেনির দুহাতে প্রচণ্ড শক্তি।

জেনি বলল—নিক, তুমি সত্যি মহান যখন ভালোবাসার কথা বলতে। যদি তুমি আমায় সত্যিই ভালোবাসতে, তাহলে আমার কয়েকটা ভুল মেনে নাও।

জেনির নগ্ন বুকে এক নতুন উত্তাপ জাগে। তার দেহ নিকের গায়ের ওপর স্পর্শের আকুলতায় এক প্রার্থনা জানায়। আন্তরিক বাসনা, সত্যিকারের প্রেমময় দেহপিপাসা। নিকও সাড়া দেয়, তার সারা দেহে আগুন ছড়িয়ে যায়। জেনি বুঝতে পারে সে সফল হয়েছে, নিক সাড়া দিচ্ছে। তাই পা দৃঢ় করে সে আবার পিঠ আর্চ করে, তার সেই মনোরম ভঙ্গি!

—আমায় ছাড়ো—নিক তবু দুর্বলভাবে বলার চেষ্টা করে। জেনির চোখের দৃষ্টি, আর গায়ের সেই পরিচিত পাগলকরা গন্ধে নিক এখন অসহায়।

—আমি জানি, তুমি আমাকে চাও। ও নিক, আমি কি মূর্খ!

জেনির পূর্ণ দুই স্তন এখন পালিশ করা দুই গ্লোবের মতো উদ্ধত হয়ে ঝকমক করছে। জেনির সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে নিক আবার আবেগ-মথিত।

—জেনি, আমি কিন্তু আজ রাতে জ্যাকলিনের সাথে শুয়েছিলাম।

জেনির শরীরে একটু দোলা লাগলো। একটু দ্রুত নিঃশ্বাস।

—নিক, আমরা আমাদের অতীতের দিনে ফিরে যাই।

অতীত! কথাটা বলা বোধহয় ভুল হলো। নিকের মনে পড়ে গেল, অতীতে জেনির কাছ থেকে সে অশেষ অপমান, গঞ্জনা পেয়েছে। আবার তার নিজের আচরণও মোটেই সুসভ্য হয় নি। জেনির ইচ্ছের বিরুদ্ধে সে কতবার—

অনুশোচনা হলো নিকের। হ্যাঁ, নিকের ব্যবহারেই নিতান্ত বিরূপ হয়ে জেনি এই ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলো, রবি আর্নল্ড সেই সুযোগটা পুরোমাত্রায় গ্রহণ করেছে।

হঠাৎ কেমন একটা হিংস্র অনুভূতি হলো নিকের।

—আমাকে এই মুহূর্তে ছাড়ো, নইলে তোমার মুখ গুঁড়ো করে দেব।

নিকের গলার স্বরে সন্ত্রস্ত জেনি বুঝলো—নিক সত্যি সত্যিই তেমন কিছু করতে পারে, নিক জেনিকে ঘৃণা করে। জেনির বিশাল শরীর এবার শিথিল হয়ে এলো। নিকের পা কাঁপছে, তবু সে উঠে দাঁড়ালো। জেনির ছেঁড়া জামাকাপড় মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিয়ে ওর দিকে ছুঁড়ে দিল।

—গেট আউট!

সরে গিয়ে টেবিলের ওপর একটা ড্রিংকস্ বানালো নিক। ধীরে ধীরে চুমুক দিতে থাকলো। গেলাস শেষ করে সে যখন জেনির দিকে ফিরে তাকালো, তখন তার পোশাক পরা শেষ, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। নিকের দেওয়া সোয়েটার আর প্যান্ট পরণে।

—আমি আংটিটা নিয়েছি। আমি এটা রেখে দেব। তুমি এক অপদার্থ সন অব্ বিচ। তবু এইটুকু তুমি অন্ততঃ মানতে পার।

জেনির বেড়াল চোখে এখন বিষ দাঁত। ওর সেই মারাত্মক মুখ ওঠানামা করছে, সেই রাজকীয় ভঙ্গি। তুমি দাঁড়িয়ে আছে। যেন বিশাল মঞ্চে এক মহান নায়িকা। নাটকের শেষ দৃশ্যে।

দুঃখিত মনে নিক উচ্চারণ করলো—বিদায়, জেনি।

দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

নিক এবার জেনির সেই ছিন্ন পোশাকের দিকে তাকালো। একটু পরে টেলিফোন বেজে উঠলো। নিক রিসিভার তুললো, হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুখের ঘাম মুছলো।

হ্যালো।

- ডার্লিং, জ্যাকি বলছি। ও কি এখনও ওখানে রয়েছে?

—চিরতরে চলে গেছে।

—ও তোমায় কি বলতে চাইছিলো? কি এমন গুরুত্বপূর্ণ কথা?

—ও এনগেজমেন্ট রিং-টা রাখতে চাইছিলো। শুধু রাখার জন্যই অবশ্য। আমাকে কিছু নোংরা কথা বলে চলে গেল।

—নিক, আমি তোমার কাছে যাব, না তুমি এখানে আসবে?

নিক হাত ঘড়ি দেখলো। এখন প্রায় রাত একটা।

—না, একজন সুন্দরী মেয়ের পক্ষে এত রাতে রাস্তা দিয়ে একলা আসা ঠিক নয়। আমিই আসছি।

নিক ফোন রাখলো। ❑

শেষ

boierpathshala.blogspot.com